রংদার

জেন এক্স, জেন ওয়াই ছাপিয়ে এসেছে জেন জেড। তারপর জেন আলফা। এখন বলা হচ্ছে, দু'তিন বছরের মধ্যেই পালটে যাচ্ছে নতুন প্রজন্ম। পালটে যাচ্ছে ভাবনাচিন্তা, শখ বা দিনযাপনের পালা। কীভাবে বদলে যাচ্ছে শৈশব ও তারুণ্য? প্রচ্ছদ কাহিনিতে কলম ধরলেন তিন তরুণ মুখ।

›› নয় থেকে বারোর পাতায় জেন জেড, জেন আলফা

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৯ আষাঢ় ১৪৩১ রবিবার ৬.০০ টাকা 14 July 2024 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 57

দাদ হাজা চুলকানি
মাত্র তিনবার ব্যবহারেই আরাম পান
মনমোহন জাদু মলম
Manmohan JADU MALAM
Ph : 9830303398
Since 90 Years

দুই গোলার্ধে ফুটবল যুদ্ধ

আজ মধ্যরাতে ফুটবলে ইউরোপ সেরার লড়াই। কাল ভোরে লাতিন আমেরিকার। সেরার সেরাদের যুদ্ধে কারা কোন জায়গায়?

ইউরো ফাইনাল

স্পেন (৪-৩-৩)		ইংল্যান্ড (৩-৪-২-১)
৭.২	গড় রেটিং	৬.৮
২৬.৬	গড় বয়স	২৬.২
১৮৩.৬	গড় উচ্চতা	১৮২
৫৮%	এরিয়াল বলে সাফল্য	৪৯%

টিমের খবর

স্পেন
- পেদ্রি চোটের জন্য নেই। তবে কার্ডের জন্য নরমান্ড ও কার্বাহাল সেমিফাইনালে না খেললেও ফাইনালে আছেন
- দুজনে খেলবেন নাচো ও নাভাসের বদলে
- পেদ্রি না খেলায় মাঝমাঠে ড্যানি ওলমো, ডে লা ফুয়েন্তের সঙ্গে বড় ভূমিকা নেবেন

ইংল্যান্ড
- কোচ সাউথগেট একটাই বদল করতে পারেন দলে। পুরো ফিট হয়ে উঠলে ট্রিপিয়েরকে দলে রাখা হতে পারে
- সেমিফাইনালের নায়ক সুপার সাব ওয়াটকিন্সকে হয়তো বেঞ্চেই রাখা হবে

সেরা ৫ অস্ত্র

স্পেন: ইয়ামাল, রড্রি, ওলমো, রুইজ, সিমোন

ইংল্যান্ড: বেলিংহাম, পিকফোর্ড, কেন, সাকা, ফোডেন

পরিসংখ্যান (মোট ম্যাচ ২৮)
ইংল্যান্ডের জয় ১৪, স্পেনের জয় ১০

খেলার সময় আজ রাত ১২-৩০ (বার্লিন) সোনি টিভি

কোপা ফাইনাল

আর্জেন্টিনা (৪-৪-২)		কলম্বিয়া (৪-৩-৩)
৭	গড় রেটিং	৭.১
২৮.৭	গড় বয়স	২৯.২
১৭৭.৬	গড় উচ্চতা	১৮১.৫
৫০%	এরিয়াল বলে সাফল্য	৬৩%

টিমের খবর

আর্জেন্টিনা: পুরো টিম নিয়ে খেলতে পারবেন কোচ স্কালোনি। কার্ড বা চোট সমস্যা নেই

কলম্বিয়া: লাল কার্ড দেখায় নেই ড্যানিয়েল মুনোজ। তাঁর বদলে খেলতে পারবেন সান্তিয়াগো আরিয়াস

সেরা ৫ অস্ত্র

আর্জেন্টিনা: মেসি, ডি মারিয়া, মার্টিনেজ, আলভারেজ, ম্যাক অ্যালিস্টার

কলম্বিয়া: হামেস, দিয়াজ, করদোবা, সাঞ্চেজ, রিওস

পরিসংখ্যান (মোট ম্যাচ ৪২)
আর্জেন্টিনার জয় ২৫, কলম্বিয়ার জয় ৯

গ্রাফিক্স : তপু দেবনাথ

সোমবার ভোর ৫-৩০ (মায়ামি)। কোনও চ্যানেলে সরাসরি দেখানো হচ্ছে না

ফল প্রকাশের রাতেই হিংসা ইসলামপুরে

ধাবায় গুলিতে খুন তৃণমূল নেতা

অরুণ ঝা ও শুভজিৎ চৌধুরী

মাদারিপুর, ১৩ জুলাই : রায়গঞ্জ কেন্দ্রে উপনির্বাচনে ফলপ্রকাশের পর রাতটুকুও কাটল না। শনিবার রাতেই ইসলামপুর শহর থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে একটি ধাবায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল তৃণমূল নেতার। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম বাপি রায় (৩৬)। বাপির স্ত্রী লিপি বিশ্বাস রায় ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল সদস্য। এই ঘটনায় রামগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রিজওয়ানা খাতুনের স্বামী সাজ্জাদ হুসেন গুলিবিদ্ধ। সাজ্জাদকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

এদিন রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশের একটি ধাবায় সেই ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাপির বুকে এবং গলায় মোট চার রাউন্ড গুলি করেছে দুষ্কৃতীরা। ধাবা ফাঁকা করতে কমপক্ষে ১৫ রাউন্ড গুলি চালিয়েছে। ইসলামপুর হাসপাতালের চিকিৎসক বাপিকে মৃত বলে ঘোষণা করলেও তাঁর পরিজনরা বাপিকে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়েছেন। যদিও তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা বলেছেন, বাপি মারা গিয়েছেন।

পুলিশ সুপার জেবি থমাস রাত ১০টা নাগাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছোন। পুলিশের উত্তরবঙ্গের আইজি রাজেশ যাদব পৌঁছোন রাত ১১টার পর। আইজি ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে বলেন, 'ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।'

ওই ধাবায় পৌঁছে জানা গেল, রামগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক নেতা এবং বাপি এদিন সন্ধ্যার পর ধাবায় উপস্থিত হন। ধাবার পূর্ব দিকের একটি ঘরে তাঁরা বসেছিলেন। মুখে মাস্ক পরে তিনজন দুষ্কৃতী আচমকা ওই ঘরে ঢোকে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই তারা বাপির চুলের মুঠি ধরে পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে একের পর এক গুলি করতে থাকে। ঘটনাস্থলেই বাপি লুটিয়ে পড়েন। উপস্থিত অন্যদের ভয় দেখাতে দুষ্কৃতীরা শূন্যে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে থাকে। প্রাণ বাঁচাতে তাঁরা পালাতে শুরু করেন। সেই সময় সাজ্জাদের কোমরের

RAMKRISHNA IVF CENTRE
Delivering A Miracle
আপনার শুন্য ঘরে সন্তান আসুক আলো করে
TEST TUBE BABY
IVF IUI · ICSI
আইএসএআর মান্যতা প্রাপ্ত IVF সেন্টার
আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি | M: 9800711112

মাদারিপুরে শুটআউটের তদন্তে আইজি রাজেশ যাদব।

নীচে গুলি লাগে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, প্রায় ১৫ জনের দল এসে হামলা চালায়। ৩ জন ভেতরে ঢুকেছিল। আর বাকিরা বাইরে পাহারা দিচ্ছিল।

তৃণমূল জেলা নেতৃত্ব পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। দলের ব্লক সভাপতি জাকির হোসেন এবং জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল ইসলামপুর হাসপাতালে পৌঁছোন। কানাইয়া দাবি করেছেন, 'এটা দলীয় কোনও বিষয় নয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে শহরে একের পর এক অপরাধ এবং এদিনকার শুটআউট সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে। অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতে হবে।'

শহর সংলগ্ন এলাকায় এমন শুটআউট কাণ্ডের নজির ইতিপূর্বে নেই। পুলিশ ধাবার সিসিটিভি ক্যামেরার সমস্ত ফুটেজ তদন্তের স্বার্থে নিয়ে গিয়েছে।

ফের ধাক্কা গেরুয়ায়

রাজ্যে তৃণমূল ৪-০

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ জুলাই : উপনির্বাচনে শাসকদলের জেতাটাই দস্তুর। তবে মানছে না বিজেপি। দলের জেতা ৩টি আসনই তৃণমূল ছিনিয়ে নেওয়ায় প্রহসনের তত্ত্বে শান পড়ছে। রায়গঞ্জ কেন্দ্রের ফলাফল তো চমকপ্রদ। মাত্র ৩৯ দিন আগে যে কৃষ্ণ কল্যাণী বিপুল ভোটে হেরেছিলেন, তাঁর অভূতপূর্ব জয় হল ৫০ হাজারেরও বেশি ভোটে। এই প্রথম রায়গঞ্জ এল ঘাসফুলের দখলে। দুই মতুয়া গড় বাগদা ও রানাঘাট দক্ষিণে ৩০ হাজারের বেশি ভোটে হার হল পদ্ম প্রার্থীদের। মানিকতলা দীর্ঘদিন তৃণমূলের দখলে। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না।

ফলে দেড় মাসও কাটল না, লোকসভা নির্বাচনের পর আবার সবুজ আবির মাখল বাংলা। লোকসভা ভোটের ফল ধরে রাখত ব্যর্থ হল বিজেপি। রায়গঞ্জ, বাগদা ও রানাঘাট দক্ষিণে লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে এগিয়ে ছিল দলটি। প্রতিটিতে কার্যত ভরাডুবি ঘটল উপনির্বাচনে। এই সাফল্যে আরও আত্মপ্রত্যয়ী তৃণমূল নেত্রী। দু'দিনের মুম্বই সফর সেরে শনিবার কলকাতায় ফিরে দলের আরও দায়বদ্ধতার কথা তিনি মনে করিয়ে দেন।

কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''বিজেপিকে গোটা দেশের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। সেই কারণে 'ইন্ডিয়া' জোট সব জায়গায় ভালো ফল করেছে।'' বাংলায় বিজেপির দুই মূল মাথা রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই হারের পর চুপ। মন্তব্য করতে রাজি হননি সুকান্ত। শুভেন্দুর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, 'প্রতিক্রিয়া দেওয়ার জন্য দলের মুখপাত্র রয়েছেন।' মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের ব্যাখ্যা, 'ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে।'

শমীক বরং বলেছেন, 'এই ফলের পরেও দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, তৃণমূল ২০২৬ সাল পর্যন্ত সরকার চালাতে পারবে না। তার আগে এই সরকার পড়ে যাবে।' কীভাবে, কোন অঙ্কে, তার কোনও ব্যাখ্যা অবশ্য দেননি বিজেপি মুখপাত্র। এর ফলে রাজ্য বিধানসভায় আরও তিনটি আসন কমে গেল বিজেপির। রায়গঞ্জ জিতে উত্তরবঙ্গে ৫৪ আসনের মধ্যে ২৫টি নিজেদের দখলে আনল তৃণমূল।

বাংলায় উপনির্বাচন

কেন্দ্র : রায়গঞ্জ
প্রার্থী : কৃষ্ণ কল্যাণী
ব্যবধান : ৫০,০৭৭

কেন্দ্র : রানাঘাট দক্ষিণ
প্রার্থী : মুকুটমণি অধিকারী
ব্যবধান : ৩৯,০৩৮

কেন্দ্র : বাগদা
প্রার্থী : মধুপর্ণা ঠাকুর
ব্যবধান : ৩৩,৪৫৫

কেন্দ্র : মানিকতলা
প্রার্থী : সুপ্তি পান্ডে
ব্যবধান : ৬২,৩১২

লোকসভা নির্বাচনে মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল মাত্র সাড়ে ৩ হাজারের কিছু বেশি ভোটে এগিয়েছিল। উপনির্বাচনে সেই কেন্দ্রে প্রয়াত মন্ত্রী সাধন পান্ডের স্ত্রী সুপ্তি পান্ডে তৃণমূলের প্রতীকে জিতলেন ৬২ হাজার ৩১২ ভোটের ব্যবধানে। মমতা জানান, তিনি রায়গঞ্জের কৃষ্ণ কল্যাণীকে বলেছিলেন, লোকসভায় হারলেও বিধানসভার উপনির্বাচনে জিতবেনই। বাস্তবে তাই হল। কৃষ্ণ জয়ী হলেন ৫০,০৭৭ ভোটে।

বাগদা কেন্দ্রে রাজ্যসভা সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের মেয়ে মধুপর্ণা জিতলেন ৩৩,৪৫৫ ভোটে। রানাঘাট দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারী গত বিধানসভা নির্বাচনে

এরপর ষোলোর পাতায়

দেশে ইন্ডিয়া ১০-২

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই : 'খেলা শুরু হয়েছে।' আরব সাগরের তীরে মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে মন্তব্য করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার যেন সেই খেলার এক ঝলক দেখল দেশ। ৭ রাজ্যের বিধানসভা উপনির্বাচনে এনডিএ'র চেয়ে ৫ গুণ বেশি আসন পেল 'ইন্ডিয়া' জোট। 'খেলা'র ফল ১০-২। ১৩ আসনের একটিতে এনডিএ'র জেডিইউকে হারিয়েছেন এক নির্দল প্রার্থী।

এই ফলাফলের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় রাহুল গান্ধির ব্যাখ্যা, 'বিজেপির তৈরি ভয় ও ভ্রমের জাল ছিঁড়ে গিয়েছে। সমস্ত বর্গের মানুষ স্বৈরাচারকে সমূলে নাশ করে ন্যায়ের রাজত্ব স্থাপিত করতে চাইছে।' 'ইন্ডিয়া' জোটের এই সাফল্যে কংগ্রেসের পাশাপাশি তৃণমূলের বড় অবদান। দুই দলই ৪টি করে আসনে

উত্তরাখণ্ডে জয়ের পর উল্লাস কংগ্রেস কর্মীদের। শনিবার।

জয়ী হয়েছে। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে ভবিষ্যতের কথা শোনা গেল। তিনি বলেন, 'আমাদের দায়বদ্ধতা আরও বেড়ে গেল। আমাদের আরও বেশি করে মানুষের পাশে থাকতে হবে।'

লোকসভা ভোটে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। জোটসঙ্গীদের সাহায্য ক্ষমতায় বসেছে। তার এক মাসের মধ্যে ভরাডুবিতে দলকে সতর্ক করলেন সংঘ-ঘনিষ্ঠ বিজেপি

এরপর ষোলোর পাতায়

জমি কাণ্ডে অস্বস্তিতে মহুয়া ও পাপিয়া

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : গজলডোবায় সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘিরে বিঘার পর বিঘা সরকারি জমি দখল করা হয়েছে। রাখঢাক না রেখে সেকথা স্বীকার করলেন জলপাইগুড়ির তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মহুয়া গোপ। জমি দখলে দলীয় নেতাদের যুক্ত থাকার কথা অস্বীকার করেননি দার্জিলিং

ভোরের আলোর অন্ধকার

জেলা (সমতল) তৃণমূল সভাপতি পাপিয়া ঘোষও। জমি কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্তদের কড়া শাস্তি চাইছেন দুই জেলা তৃণমূল সভাপতিই। জমি কেলেঙ্কারিতে যাতে দলের কেউই যুক্ত না থাকেন, তার জন্য জেলায় দলীয় স্তরে হুইপ জারি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পাপিয়া। আর জেলা শাসক, ভূমি দপ্তর সহ প্রশাসনের বিশেষ কমিটির মাধ্যমে গজলডোবা কেলেঙ্কারির তদন্ত চাইছেন মহুয়া।

গজলডোবা জমি কেলেঙ্কারিতে কার্যত ল্যাজেগোবরে হয়ে গিয়েছে রাজ্যের শাসকদল। এখন পর্যন্ত জমি দখলের যতগুলো ঘটনা সামনে এসেছে, এক বিজেপি নেতা বাদে, বাকি সবক'টিতেই অভিযুক্ত তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতারা। আবার যে দোষে বিজেপি নেতা গ্রেপ্তার হয়েছেন, একই দোষে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার না করায় জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। তলানিতে ঠেকেছে দলীয় ভাবমূর্তি। এই পরিস্থিতিতে কড়া পদক্ষেপ না হলে জমির বেআইনি কারবার যে ঠেকানো যাবে না, তা মেনে নিয়েছেন তৃণমূলের দুই জেলার শীর্ষ নেতৃত্বই।

এরপর ষোলোর পাতায়

APTI PLUS
Academy for Civil Services Pvt. Ltd.
Admissions are open for
IAS & WBCS 2025 & 2026
OFFLINE/ONLINE /HYBRID
Bringing Top Faculties from
DELHI TO KOLKATA
KOLKATA: SALT LAKE / ELGIN ROAD
8820341177 / 8100765577
www.aptiplus.in

নজরে আরেক প্রভাবশালী

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মার সরকারি জমি দখলের কারবার নিয়ে সর্বত্রই শোরগোল পড়েছে। ঠিক সেই সময় পুরনিগমের শাসকদলের আরও এক প্রভাবশালী কাউন্সিলারের বিপুল সম্পত্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। গত এক- দেড় বছরে ওই কাউন্সিলার কয়েকশো কোটি টাকার মালিক হয়েছেন বলে সূত্রের দাবি। তিনি মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে (এমইএস) ঠিকাদারি কাজ করার জন্য প্রচুর টাকায় এনলিস্টমেন্ট কিনেছেন। এছাড়া ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে সাড়ে পাঁচ কাঠা জমির একটি প্লটও নিয়েছেন। এখানেই শেষ নয়, বেঙ্গালুরুতে তাঁর নামে বাড়ি, জমি রয়েছে। পুরোটাই খুব কম সময়ের মধ্যে হয়েছে বলে তৃণমূলের একটি বিশ্বস্ত সূত্রের দাবি। দু'দিন আগে দলের একাংশ এক-দেড় বছরে ওই নেতার বিপুল সম্পত্তির হিসাব দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে চিঠি পাঠিয়েছেন। কারও

সম্পত্তিকে অবশ্য বেআইনি বলতে তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ নারাজ। তিনি বলেন, 'কারও সামর্থ্য থাকলে তিনি সম্পত্তি করতেই পারেন। এখানে দলের কোনও ভূমিকা নেই।'

সম্পত্তির সামান্য

- মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে ঠিকাদারি কাজ করার জন্য ৩০ লাখে এনলিস্টমেন্ট কিনেছেন
- ডি-গ্রেডের এই এনলিস্টমেন্ট কেনা হয়েছে নিজের মেয়ের নামে
- গত মাসে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে সাড়ে পাঁচ কাঠা জমির একটি প্লটও নিয়েছেন
- তার আগে বেঙ্গালুরুর গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নিজের নামে বাড়ি ও জমি কিনেছেন

ওই তৃণমূল নেতা একদা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। শিলিগুড়িতে এলে মমতা ওই নেতার খোঁজ করতেন, তাঁর বাড়িতেও এসেছেন। কিন্তু গত ১০-১২ বছর ধরে শিলিগুড়ির ওই নেতার সঙ্গে মমতার ঘনিষ্ঠতার তকমা উবে গিয়েছে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তিনি পুরনিগমের কাউন্সিলার হয়েছেন। রাজ্যেরই এক মন্ত্রীর সৌজন্যে এবার পুরনিগমে ভালো পদও পেয়েছেন।

সেই শুরু। অভিযোগ, বেআইনি নির্মাণে মদত দেওয়া থেকে শুরু করে বসতবাড়িকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা, নতুন আবাসন তৈরি হলে সেখান থেকে মোটা টাকার তোলা আদায়, সবেতেই ওই কাউন্সিলার মদত দিচ্ছেন। শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে একটি বসতবাড়ি রাতারাতি বাণিজ্যিক ভবন হিসাবে তৈরি করা হচ্ছিল। সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে দোকানঘর বিক্রিও শুরু হয়েছিল। অভিযোগ, সেই কাজে মদত দিয়ে এক বিজেপি নেতাকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূলের ওই

এরপর ষোলোর পাতায়

ADMISSIONS OPEN 2024-2025
TECHNO INDIA GROUP
A Satyam Roychowdhury initiative
SNU SISTER NIVEDITA UNIVERSITY
REINVENT YOURSELF BEYOND BOUNDARIES

PG Programs: M.Tech | MCA, M.Com | LL.M., M.Sc. | M.A., MBA | MFA

EVENING & WEEKEND PROGRAMS

Registration open for PG Programs in following disciplines :
- M.Tech - CSE | ECE | Structural Engineering | Robotics & Automation
- MCA ▪ M.Com
- MBA - Healthcare | Marketing | Finance | Human Resource | Sports
- M.Sc. - Physics | Chemistry | Applied Mathematics | Applied Psychology | Applied Nutrition & Dietetics | Biotechnology | Microbiology | Animation & Graphics | Economics
- M.A - Journalism & Mass Communication | English | Sociology | Political Science | History
- MFA - Applied Art | Painting | Printmaking

- M.Tech
- MBA
- Other Certificate Programs

Course Highlights
- Tailor made courses catering to working professionals
- Enhanced career opportunities
- Flexibilty & Focused learning
- Community Development & Skill Enhancement Courses

APPLY & SCAN NOW www.snuniv.ac.in/pg-evening-course

Successful CUET-UG Candidate who had opted Sister Nivedita University may visit CUET helpdesk at SNU campus or Call 1800 2588 155

www.snuniv.ac.in
Follow us

FOR ENQUIRIES: 1800 2588 155 75950 44470/71/72/73 81001 21210
VISIT CAMPUS AT: DG 1/2, New Town, Action Area 1, Kolkata-700156

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসার কারণে এই সপ্তাহে অন্য কোনও শহরে যেতে হতে পারে। ভিন্ন পথে আয় বৃদ্ধি হতে পারে। ব্যবসায় অতিরিক্ত লগ্নি করা ঠিক হবে না। পারিবারিক কোনও সমস্যার কারণে সারা সপ্তাহ চিন্তায় কাটবে। পেটের কারণে কোনও কাজ বন্ধ রাখতে হতে পারে।

বৃষ : কোনও প্রিয় বন্ধুর সহায়তায় ভালো কাজের সুযোগ পাবেন। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। কেউ আপনার উন্নতিতে ঈর্ষা করবে। ছেলের উন্নতি লক্ষ করে খুশি হবেন। বাড়ির কাজে সারা সপ্তাহ ব্যস্ত থাকতে হবে। প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে সামান্য বাদানুবাদ।

মিথুন : পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা। যে কাজ বন্ধ রেখেছিলেন, সেই কাজ এ সপ্তাহে শুরু করুন, সাফল্য আসবে। মায়ের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। ছেলেমেয়ের পড়াশোনার জন্যে বহু অর্থ ব্যয় হতে পারে। কোনও অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে ব্যবসায়িক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন না।

কর্কট : বিজ্ঞান গবেষকরা এ সপ্তাহে বিশেষ খ্যাতি লাভ করবেন। ব্যক্তিগত কাজে দূরে যেতে হবে। বাবার সঙ্গে নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা। অফিসের কোনও জটিল কাজ সম্পূর্ণ করে সবার প্রশংসা প্রাপ্তি। দূরের কোনও বন্ধুর সমস্যা সমাধান করে তৃপ্তি। পথে খুব সতর্ক হয়ে চলুন।

সিংহ : নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা এ সপ্তাহে বাস্তব রূপ নেবে। মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ায় চিন্তামুক্ত। কোনও পরিচিত ব্যক্তি আপনার সরলতার সুযোগ নিয়ে ঠকাতে পারে। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে অহেতুক দুশ্চিন্তা। সংসারে আত্মীয় সমাগমে আনন্দ। কোনও অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন।

কন্যা : সারা সপ্তাহ ধরে কোনও ব্যাপার নিয়ে মনের ওপরে চাপ থাকবে। ব্যবসার কারণে বেশ কিছু অর্থ ধার করতে হতে পারে। কোনও পুরোনো মামলার রায় আপনার পক্ষে আসায় চিন্তামুক্ত। চোখের সমস্যা কমবে। ভাইবোনেদের সঙ্গে সম্পর্কে অবনতি।

তুলা : স্ত্রীর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচুর সম্পত্তি লাভের আশা। মায়ের শরীর নিয়ে সারা সপ্তাহ দুশ্চিন্তায় কাটবে। সংসারে আত্মীয় সমাগমে আনন্দ। ঋণ পরিশোধ করার চেষ্টা করুন। কর্মপ্রার্থীরা একাধিক সুযোগ পেতে পারেন।

বৃশ্চিক : জমি ক্রয়-বিক্রয়ে লাভবান হবেন। প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখুন। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। দীর্ঘদিনের কোনও ইচ্ছাপূরণ হবে এ সপ্তাহে। বাইক চালানোর বিষয়ে খুব সতর্ক থাকুন। আগুন ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন অনেকটা।

ধনু : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সংবাদ পেয়ে খুশি হবেন। দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় জটিল কাজের সমাধান। কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তন আসতে পারে। প্রেমে সামান্য সমস্যা হতে পারে। নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে।

মকর : পরিবারের সঙ্গে বেড়ানোর পরিকল্পনা সফল হবে। কারও উপকার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। বিপন্ন কোনও প্রিয়জনের পাশে দাঁড়াতে পেরে তৃপ্তিলাভ। অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। নতুন কোনও চাকরি পেতে পারেন।

কুম্ভ : ব্যবসার কারণে এ সপ্তাহে ঋণ না নিলেই ভালো হয়। ব্যবসার অংশীদারের সঙ্গে সামান্য ব্যাপারে মতভেদ। পথেঘাটে খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। দুর্ঘটনার আশঙ্কা। আয় বৃদ্ধি পাবে। সংগীতশিল্পী এবং অভিনেতারা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। সংসারে পুজোর উদ্যোগ গ্রহণ।

মীন : হারানো জিনিস ফেরত পেয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। দীর্ঘদিনের কোনও পরিচিত ব্যক্তি এ সপ্তাহে আপনার সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে বেশ কিছু অর্থ ব্যয় হবে। সংসারে আত্মীয়স্বজন আসায় আনন্দ। কোনও গোপন কথা প্রকাশ্যে আসায় সাংসারিক শান্তি নষ্ট হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২৯ আষাঢ়, ১৪৩১, ২৩ আষাঢ়, ১৪ জুলাই ২০২৪, ২৯ আহার, সংবৎ ৮ আষাঢ় সুদি, ৭ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৪, অঃ ৬।২৩। রবিবার, অষ্টমী দিবা ২।৩৪। চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ৮।১৯। শিবযোগ প্রাতঃ ৫।৪০। ববকরণ দিবা ২।৩৪ গতে বালবকরণ রাত্রি ৩।২২ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৭।৬ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ, রাত্রি ৮।১৯ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ২।৩৪ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ১০।৩ গতে ১।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি ১।৩ গতে ২।২৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট। দিবা ২।৩৪ মধ্যে মাসদগ্ধা। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫২ গতে ৯।৩০ মধ্যে ও ১২।৯ গতে ২।৪৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৭ মধ্যে ও ১০।৩৮ গতে ১২।৪৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৪।৩৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে।

হোমিও সংস্থার সম্মেলন

নিউজ ব্যুরো

১৩ জুলাই : দেশের অন্যতম সেরা এবং বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা হিসেবে সাফল্যের নজির সৃষ্টি করেছে ডাঃ এসসি দেব হোমিও রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রাইভেট লিমিটেড। হোমিওপ্যাথির মাধ্যমে মানবসেবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সংস্থার কর্ণধার চঞ্চলচন্দ্র দেব। সম্প্রতি তাজ বেঙ্গল হোটেলে সংস্থার বার্ষিক সম্মেলন হয়। আগামী বছর সংস্থার রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সর্বভারতীয় সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন চঞ্চলবাবু। সেই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি, এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রমুখ উপস্থিত থাকতে পারেন বলে জানানো হয়েছে।

রামাইয়া-মাউন্ট সিনাই'র সমন্বয়

নিউজ ব্যুরো

১৩ জুলাই : ভারতের জনপ্রিয় মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালের মধ্যে অন্যতম বেঙ্গালুরুর রামাইয়া মেমোরিয়াল হাসপাতাল। এবার এই হাসপাতালটি নিউ ইয়র্ক বেসড মাউন্ট সিনাই হেলথ সিস্টেমের সঙ্গে একটি লং টার্ম কোলাবরেশন এগ্রিমেন্ট সই করেছে। চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মাউন্ট সিনাই-এর উন্নতমানের পরিষেবা এবার পাবে রামাইয়া হাসপাতালও। দুই হাসপাতালের ক্লিনিকাল এক্সপার্টস একে অপরের সহযোগিতা করবেন। রোগীদের জন্য সবচেয়ে উন্নত ট্রিটমেন্ট দেওয়াই তাদের লক্ষ্য। মাউন্ট সিনাই ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রেসিডেন্ট ডাঃ জাবি ডোরোটোভিকস বলেন, 'বেঙ্গালুরুর বাসিন্দারা এবার আন্তর্জাতিকমানের চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন।'

পাত্র চাই

■ কুণ্ডু, 32/5'-2", B.A.(H), M.A., ফর্সা পাত্রীর জন্য সঃ/বেসরকারি চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 7811032611. (C/111458)

■ 5'-1", মাধ্যমিক পাশ, নমঃ, 34, বিউটিসিয়ান পাত্রীর জন্য নিজস্ব ব্যবসাযুক্ত অনূর্ধ্ব 45 বছরের পাত্র চাই। (M) 9932116509 (সন্ধ্যা 7-10)। (C/113218)

■ নমশূদ্র, সরকার, 35, ফর্সা, মাধ্যমিক ব্যাক পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9679993840. (B/B)

■ Dr. Bride (Divorce) BDS, MDS (Periodontist) FOI, FAAM (USA), 38/5'-3", Kyastha, very fair, slim, Practicing/settled in Siliguri, Suitable Dr. Groom wanted. Contact : 6909906785. (C/111424)

■ কায়স্থ, 33/5'-4", বিটেক (ই-ই), নরগণ, মাঙ্গলিক, শিলিগুড়ি নিবাসী, কলকাতায় প্রাইভেট সেক্টরে কর্মরত। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। Mobile : 9903815914. (C/111439)

■ পাত্রী বিহারি, 34/5', B.A.(H), Eng., SBI ব্যাংকে ক্লার্ক। সরকারি চাকরিজীবী, বাঙালি পাত্র চাই। (M) 6295933518. (C/110689)

■ পাত্রী পাল (কায়স্থ), শিলিগুড়ি নিবাসী, 35/5'-2", শিক্ষিকা, M.A., B.Ed., শিলিগুড়ি নিকটস্থ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বা সরকারি চাকুরে পাত্র চাই। (M) 7001214162. (C/111447)

■ বৈদ্য, ফর্সা, সুশ্রী, 39/5', কুম্ভ, নর, M.A., B.Ed., ইংরেজিমাধ্যম স্কুল শিক্ষিকা। স্বল্পকালীন ডিভোর্সি। শিলিগুড়ি নিবাসী ও শিলিগুড়িতে কর্মরত বৈদ্য/ব্রাহ্মণ/কায়স্থ 44 অনূর্ধ্ব, শিক্ষিত, ইস্যুলেস ডিভোর্সি উপযুক্ত পাত্র চাই। দেবারিগণ ও মাঙ্গলিক চলিবে না। M,W/App : 9435546718. (C/111450)

■ বারুজীবী, 28/5'-2", BCA, হাইস্কুলে কম্পিউটার শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। আলিপুরদুয়ার/পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অগ্রগণ্য। (M) 9641590846. (C/110086)

■ পাল, কোচবিহার নিবাসী, ২৮+/৫'-৩.৫", M.A., B.Ed., গানজানা সুপাত্রীর জন্য চাকরিজীবী সুপাত্র চাই। নরগণ চলবে না। Mob.No. 8389993563. (C/111460)

■ বসাক, ২৮+/৫', M.Sc., B.Ed., বর্তমানে U.B.K.G Bank-এ কর্মরতা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি/কোচবিহার জেলা অগ্রগণ্য। (M) 9749844827.

■ ব্রাহ্মণ, গ্র্যাজুয়েট, ফর্সা, সুশ্রী, 40, ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9144319052. (C/111464)

■ সাহা, শিলিগুড়ি নিবাসী, বয়স 25, স্নাতক, পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 8670725763, 8250394279. (C/111478)

■ কায়স্থ, 25+/5'-2", B.A., B.Ed., D.El.Ed., Eng.(H), M.A. পাঠরতা, কত্থকনৃত্যে B.A. পাশ, দেবারিগণ পাত্রীর শিলিগুড়ি নিবাসী, সঃ/বেসরকারি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। মোঃ 9614554941. (C/111484)

■ SSC শিক্ষিকা, M.Sc., B.Ed., 40/5'-4", নামমাত্র ডিভোর্সি, শিলিগুড়ি কেন্দ্রিক সঃ চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। 9679335535. (K)

■ নমশূদ্র, 34/5'-3", B.Pharm, MBA, ফর্সা, সুশ্রী, সরকারি প্রাথমিক শিক্ষিকা, হাইস্কুলে কাউন্সেলিং সম্পন্ন পাত্রীর সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 7076315574. (S/C)

■ কায়স্থ, 34/5'-4", ফর্সা, সুশ্রী, M.A., B.Ed., পিতা প্রয়াত, মাতা Retired শিক্ষিকা, সরকারি/বড় ব্যবসায়ী পাত্র চাই। 8101410476. (C/111470)

■ ব্রাহ্মণ, নর, সুশ্রী, ৩৩/৫'-২", M.A. পাত্রীর জন্য সরকারি/আধা সরঃ সুচাকুরে শিক্ষিত, ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। শিলিঃ/জলঃ অগ্রগণ্য। (M) 9474584393. (M/M)

■ সাহা, 28/5'-5", বিবিএ, ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রীর ভালো চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। ডিভোর্সি। (M) 7384482843. (C/113238)

পাত্র চাই

■ শীল, 31+/5'-3", M.A., B.Ed., সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে (উঃ মাঃ) করণিক পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী উপযুক্ত পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9547518285. (B/S)

■ পাত্রী কায়স্থ, 29/5', M.A., ফর্সা, ঘরোয়া। প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা/সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M)7501847530. (C/111472)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৪ বছর বয়সি, M.A. পাশ, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/111512)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬ বছর বয়সি, স্টেট গভঃ কর্মচারী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 7319538263. (C/111512)

■ বণিক, ২৮/৫', M.A. (English), ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9593826337. (C/111483)

■ পঃ বঃ ব্রাহ্মণ মুখার্জি, ভরদ্বাজ গোত্র, শ্যামবর্ণ, সুশ্রী, 30+, M.A. পাশ। উপযুক্ত সঃ চাঃ ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। (M) 8016561028. (S/N)

■ বোস, স্নাতক, Tally, 36/5'-3", নামমাত্র ডিভোর্সি। দুই বোন, এক ভাই। পিতা রিটায়ার্ড সরকারি কর্মচারী। মাঙ্গলিক, ব্যবসায়ী/চাকরি, শিলিগুড়ি পাত্র কাম্য। (M) 8617670458, 7602885044. (C/113235)

■ কায়স্থ, 32/4'-10", B.Sc., MBA, বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত। স্বল্পদিনের মিউচুয়াল ডিভোর্সি, একমাত্র কন্যার জন্য গ্র্যাজুয়েট, 5'-5" মধ্যে সুপাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি নিবাসী অগ্রগণ্য, 35-এর মধ্যে পাত্র কাম্য। (M) 9475083502. (C/113237)

■ পাত্রী 35/5'-5", সুন্দরী, শিক্ষিতা, B.A., LLB (Hons.) পাত্রীর জন্য সুন্দর Dr., Eng., MNC-তে কর্মরত সুন্দর পাত্র চাই। বিবাহ প্রতিষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন। 9614635819. (C/111486)

■ কায়স্থ, M.A., 29/5'-2", সুশ্রী, দেবারিগণ পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে অথবা প্রতিষ্ঠিত MNC Co.-তে চাকরিরত পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি নিবাসী অগ্রগণ্য। একমাত্র সন্তান যোগাযোগ করবেন না। Ph : 8250654228. (C/111492)

■ 40, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, সঃ ব্যাংকে কর্মরতা, পিতা Retd., নিঃসন্তান পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। Mb : 8637363763. (K)

পাত্র চাই

■ গেজেটেড অফিসারের কন্যা, কায়স্থ, 32/5'-4", এমএ, বিএড, উচ্চপ্রাথমিক ও প্রাথমিক টেট পাশ, সুন্দরী, ফর্সা, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 8945829646. (C/111166)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, ৩৪, শিক্ষিতা, সুন্দরী, Pvt. স্কুল টিচার, এইরূপ সুপাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/111512)

■ 29/5'-1", B.Com., MNC-তে সল্টলেকে কর্মরতা, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সমতুল্য 35-এর মধ্যে আলিপুর/জলঃ/শিলিগুড়ির মধ্যে সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত কায়স্থ পাত্র কাম্য। একমাত্র পাত্রপক্ষ যোগাযোগ করুন- 9832455063 (3 P.M. - 10 P.M.). (C/110087)

■ বারুজীবী দত্ত, 31/5', সরকারি প্রাথমিক শিক্ষিকা, স্বঃ/অসঃ পাত্র চাই। জলঃ কাম্য। (M) 8101692289. (C/111163)

■ ব্রাহ্মণ, M.A. (History), 27/5'-2", সুশ্রী, স্লিম, মধ্যমবর্ণা, রেজিস্ট্রি বিবাহে ইচ্ছুক, উপযুক্ত পাত্র চাই, জলঃ, শিলিঃ অগ্রগণ্য। 9475344840. (C/111169)

■ পাত্রী কায়স্থ, ঘোষ, 26/5'-2", নম্র, ভদ্র, সুশ্রী, M.A. পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী, শিলিগুড়ির সুপাত্র চাই। 9641004651. (C/111515)

■ তাম্বুল, 45/5', আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফটে ডিপ্লোমা, ফর্সা, সুশ্রী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি অফিসার, দোতলা বাড়ি, একমাত্র কন্যার জন্য কেবলমাত্র জলপাইগুড়ির শিক্ষিত সুপাত্র চাই। টার্নিং পয়েন্ট, ডিবিসি রোড, জলপাইগুড়ি। (M) 9434192217, 9749672153 (9 P.M. - 10 P.M.). (C/111173)

■ বয়স 60, কলিঃ নিবাসী, বিধবা, পেনশনার পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। ঘরজামাই অগ্রগণ্য। যোগাযোগ- 9123339684. (K)

■ পাত্রী সাহা, B.A. পাশ, 28+, উচ্চতা 5'-6", বাড়ি মেঘালয়। প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9832056340. (C/110089)

■ পাত্রী বোস, B.Sc. পাশ, 30/5', ফর্সা, সুশ্রী, Corporate-এ চাকরি করে। শিলিগুড়ি নিবাসী, Private সংস্থায় চাকরিরত উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9475616772. (C/111518)

পাত্র চাই

■ পাত্রী রাজবংশী, উচ্চতা 5'-3", M.A., Age-27+, সুশ্রী, কোচবিহার, চাকরিজীবী পাত্র চাই। Mob : 9832056340. (C/110088)

■ মাহিষ্য, 32/5.5', M.A., B.Ed., বেসরকারি কলেজ অধ্যাপিকা। সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। 9064045268. (C/111468)

■ SC, ৩৩/৫'-২", উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, M.A., B.Ed., D.El.Ed., পাত্রীর জন্য চাকুরে/প্রঃ ব্যবসায়ী সুপাত্র চাই। (M) 8371957495. (B/S)

■ তেলি পাল, 31+/5'-3", M.A., Bengali, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা/চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 7318614442. (S/A)

■ ৩৩, ব্রাহ্মণ, অতীব ফর্সা, সঃ চাঃ, ৩৮, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ, উচ্চপদস্থ সঃ চাঃ, ইঞ্জিঃ, বিদেশে কর্মরত/গবেষক, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ, দাবিহীন পাত্র চাই, দেবারি, জলঃ অগ্রগণ্য। শুধু পিতা-মাতা যোগাযোগ-8900316705. (C/111162)

■ জেনারেল Caste, 22 বছর, 5'-2", স্নাতক, অতীব সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 8944977972. (C/111517)

■ ব্রাহ্মণ, 26/5'2", গ্রাজুয়েট, রায়গঞ্জ নিবাসী পাত্রীর জন্য ব্রাহ্মণ, চাকুরী (সঃ বা বেঃ সঃ) অথবা ব্যবসায়ী (প্রতিষ্ঠিত) পাত্র চাই। M-6294199893 M-TR

■ EB তন্তবায়, শিলিগুড়ি নিবাসী, 5'-3"/31 বছর, অতীব ফর্সা, স্লিম, সুন্দরী, দেবারিগণ, MNC-তে কর্মরতা (Work from Home) পাত্রীর জন্য সুদর্শন, দীর্ঘাকায় সুপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক বা সরকারি অফিসার, 36 বছরের মধ্যে পাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। ফোন : 9474043978, 9434247786. (C/111518)

■ কায়স্থ, 32+/5'-2", M.A. পাশ, DMLT, মাঙ্গলিক, অনুরাধা নক্ষত্র, বৃশ্চিক রাশি, সুশ্রী, শিলিগুড়ি নিবাসী, অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মচারীর একমাত্র কন্যার জন্য চাকরিজীবী/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9434711574. (C/111518)

■ কায়স্থ, 35 বছর, M.A., B.Ed., Upper Tet Qlfd., High School-এ Casual Teacher, মাত্র 14 দিনের ডিভোর্সি (প্রতারকের পাল্লায়), ফর্সা, নম্র, বাবা-মা'র একমাত্র সন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 8250725648, 9434962101. (S/N)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, জন্ম ১৯৯৬, প্রাইভেট ইংলিশমিডিয়াম স্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি নিবাসী ও সরকারি চাকরিজীবী অগ্রগণ্য। (M) 8101254275. (C/111522)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯ বছর বয়সি, সুশ্রী, MBBS ডাক্তার, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। একমাত্র কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/111522)

■ EB 25/5'-4" Convent, B.Tech, সুন্দরী, নামী MNC-তে কর্মরতা পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। M : 97330-66658. (C/111522)

■ কায়স্থ 24/5'-3" M.Sc Pass, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য শিক্ষিত সুপাত্র কাম্য। M : 97344-85015. (C/111522)

■ অবিবাহিতা বৈশ্য সাহা পাত্রী বয়স 56 বছর, B.A. পাশ, ফর্সা, উচ্চতা 5'5" 65 বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী / সঃ রিটায়ার্ড চাকুরে যোগাযোগ করবেন যোগাযোগ- 8617036676 M-(MM)

পাত্রী চাই

■ পাত্র কায়স্থ (বসাক), 38/5'5", স্নাতক, নিজস্ব ব্যবসা। এই পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর অগ্রগণ্য। যোগাযোগ : M-7407064842 / 9933647488 (M-SA)

■ পাত্র B.Com., 35/5'-5", একমাত্র সন্তান, ব্যবসায়ী, সরল মনস্ক। সাধারণ, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 7407558687. (C/111448)

■ পাত্র সাহা, MBA, 35/5'-10", সুদর্শন। Net-এ কাজ। পিতা Rly. Rtd., একমাত্র পুত্র। স্বঃ/অসবর্ণ, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9775857416. (C/111451)

■ উত্তরবঙ্গবাসী, বয়স 48+, পিতা-মাতা মৃত। নিজস্ব 2টি ফ্ল্যাট আছে এবং নিজস্ব ব্যবসা। 43-এর মধ্যে পাত্রী চাই সন্তান ছাড়া। 9144436239. (C/113230)

■ সাহা, 37/5'-6", B.Com., ঔষধ ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য স্লিম, সুশ্রী, অনূর্ধ্ব 30 পাত্রী কাম্য, শিলিঃ বাদে। (M) 9531621709. (C/111389)

■ কায়স্থ, 32/5'-4", Delhi-NCR (Noida)-এ প্রসিদ্ধ Company-তে কর্মরত, B.Tech., MBA, Engineer পাত্রের উপযুক্ত সুশ্রী পাত্রী চাই। মোঃ 9868969856. (C/111404)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, M.A., D.El.Ed., 29+/5'-5", প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক, কোচবিহার নিবাসী পাত্রের জন্য উপযুক্ত সরকারি কর্মী পাত্রী চাই। (M) 6297184206.

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 34/4'-9", কাপড়ের দোকানে কর্মরত। শিলিগুড়ি নিবাসী স্বঃ/অসবর্ণ উপযুক্ত সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 9101288070, 7547923641. (M/M)

■ কায়স্থ, 5'-8", Software Engineer, Bangalore-এ কর্মরত, 30+, Package 10-12 lack, পাত্রের জন্য সুশ্রী, Engineer, Finance or HR Bangalore চাকরিরতা পাত্রী কাম্য। বাবা ব্যবসায়ী (Ex-Army)। শুধুমাত্র অবিভাবক ফোন করবেন। মোঃ 8337836673. (N/M)

■ 65 years old Hindu, Siliguri/Mumbai settled, seperated, businessman seek alliance with educated, attractive looking lady as life partner. Only genuine and matured lady. Own house/shops, yearly income 10-12 lakhs. Contact-8879053039. (C/111466)

■ তিলি gen B Tech MNCতে কর্মরত (pune) 28+/5'10" একমাত্র সন্তান। পৈত্রীক বাড়ি মালদায় শিক্ষিত সুন্দরী অনূর্ধ্ব ২৭ পাত্রী চাই উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। 8388001957 (M-KM)

■ কায়স্থ, শিলিগুড়ি নিবাসী, বয়স 32, উচ্চতা 5'-6", Graduate, Reliance IT Eng. শিলিগুড়িতে কর্মরত পাত্রের জন্য ঘরোয়া, শিক্ষিতা, ফর্সা, সুন্দরী, কায়স্থ পাত্রী চাই। (M) 7602031370. (C/111473)

■ পাত্র কায়স্থ, বয়স 35+, উচ্চতা 5'-1", পেশা-গৃহশিক্ষকতা। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7432934723. (C/111474)

■ অবিবাহিত, 41, কায়স্থ, 5'-5", B.Tech., Central Govt. PSU Engineer. Salary-80K p/m. সুন্দরী, উচ্চশিক্ষিতা পাত্রী চাই। দেবারিগণ চলবে না। (M) 9932991767. (C/111465)

■ নমশূদ্র, B.A. পাশ, 5'-5"/36 বছর, নিজস্ব ব্যবসা+আনারস ও চা বাগান আছে। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। Mo : 9832938524. (M/M)

■ কায়স্থ, কোচবিহার নিবাসী, 30+/5'-4", B.Tech. Software ইঞ্জিনিয়ার, MNC-এর ইমফোসিস-এ কর্মরত পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা, 24-27 বয়সের মধ্যে ঘরোয়া অথবা চাকরিরতা পাত্রী কাম্য। (M) 9474520185, 9474428340.

■ WB,ST ওরাওঁ, 36/5'-4", Accounts Manager (Pvt. Co.), পাত্রী চাই। Mob: 7029081007, Caste no bar. (K)

■ ব্রাহ্মণ, 34/5'-6", M.A., একমাত্র পুত্র, নিজ বাড়ি, দাবিহীন, নেশাহীন, প্রাইভেট ব্যাংকে Credit Manager. B.A. পাশ পাত্রী আবশ্যক। কোচবিহার জেলা অগ্রগণ্য। (M) 8942833940. (C/110749)

■ সাহা, 27, MBBS, 5'-10", সঃ হাঃ M.O., সুদর্শন পাত্রের MBBS Dr. বা স্টুডেন্ট Dr. পাত্রী কাম্য। (M) 7001699369. (C/111480)

■ মাহিষ্য, 34/6', স্নাতক, বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত, কোচবিহার নিবাসী পাত্রের (নরগণ) জন্য স্বর্ণ/অসবর্ণ, শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। পিতা পেনশনার। (M) 8388897411. (C/110750)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, বয়স ৩৪, গভঃ কলেজের Asst. প্রফেসর। এইরূপ সুপাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। (M) 9836084246. (C/111512)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩০, M.Tech., ভারতীয় রেলওয়েতে কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/111512)

■ বয়স ৩৪, কোচবিহার নিবাসী, গভঃ ব্যাংক-এ উচ্চপদে কর্মরত। পরিবারের উপযুক্ত ছেলের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/111512)

■ জন্ম ১৯৮৫, ডিভোর্সি, হিন্দু বাঙালি, সরকারি ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরত পুত্রসন্তান পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 7319538263. (C/111512)

■ কায়স্থ, 48/5'-6", স্বল্পকালীন ডিভোর্স, সরকারি চাকরি (Group-A), পাত্রের 35-40'এর মধ্যে উপযুক্ত অবিবাহিতা পাত্রী চাই। (M) 9775158050. (C/111516)

■ পঃ বঃ ব্রাহ্মণ মুখার্জি, ভরদ্বাজ গোত্র, শ্যামবর্ণ, সুশ্রী, 36+/5'-7", M.A. পাশ, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। (M) 9434961138. (S/N)

■ ব্রাঃ, 32+/5'2", B.A পাশ ব্যবসায়ী, দুই বোন (বিবাহিতা) ফর্সা সুন্দর পাত্রর জন্য পাত্রী চাই। 9641311037 (M-TR)

■ অসম নিবাসী, ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য, নরগণ, ২৯/৫'-২", Bank-এ কর্মরত পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ, শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 7896693681. (C/111170)

■ কায়স্থ, 40/5', মাধ্যমিক শিক্ষক, স্বগোত্রীয় পাত্রী কাম্য। 9832601755 (7-9 P.M.). (C/111165)

■ পাত্র 33/5'-4", একমাত্র পুত্র, I.S.C Pass (English Medium), ব্যবসায়ীর জন্য সুশ্রী, মাধ্যমিক পাশ, জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন পাত্রী কাম্য। (M) 9434228596. (C/111164)

■ কায়স্থ, ৩০+/৫'-৭" উচ্চতাসম্পন্ন MBA পাশ, শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, মাস্টার ডিগ্রি পাত্রীর প্রয়োজন। যোগাযোগ-9476155704. (C/111514)

■ কায়স্থ, 38, M.Sc., 6', Govt. হাইস্কুল টিচার। ডিভোর্সি পাত্রের (35 Age মধ্যে)সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9126261966. (C/111495)

■ 53, সঃ ব্যাংকে কর্মরত, বিপত্নীক, 1 মাত্র সন্তান পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। সন্তান সহ গ্রহণে আগ্রহী। 9332461678. (K)

■ বয়স 39, সেন্ট্রাল গভর্মেন্ট কর্মচারী, পিতা-মাতা সরকারি কর্মচারী, পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। Mob : 9144816117. (K)

■ রাজ্য সঃ অফিসার 35/5'8", বৈশ্য সাহা. বি.টেক, কালিয়াগঞ্জ, উঃদিঃ। পূঃবঃ সুশ্রী চাকুরিজীবী পাত্রী কাম্য। 7908180430 (M-TR)

■ ব্রাহ্মণ, 29/5'-6", MNC-তে (Graphic Designer) কর্মরত। শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা, ঘরোয়া পাত্রী চাই। উত্তরবঙ্গ নিবাসী অগ্রগণ্য। (M) 6295191285. (C/111518)

■ ব্রাহ্মণ, 30/5'-6", বিদেশি সংস্থায় কর্মরত। শিলিগুড়িতে নিজ বাড়ি। পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 26, ফর্সা, সুন্দরী, ন্যূনতম গ্র্যাজুয়েট পাত্রী চাই। অসবর্ণ চলিবে। (M) 7001027147, 9832355553. (C/111518)

পাত্রী চাই

■ কর্মকার, বয়স 27+/6', পলিটেকনিক। শিলিগুড়িতে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। ন্যূনতম 5'-3" উপরে। জেনারেল Caste চলিবে। (M) 9800106052. (C/111518)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, B.E./B.Tech., MNC কোম্পানিতে কর্মরত (Work from Home), আর্থিকভাবে স্থিতিশীল পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 7596994108. (C/111512)

■ কোচবিহার নিবাসী, ২৯, M.Tech., PWD-তে কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। কোনওরূপ দাবিদাওয়া নেই। (M) 9874206159. (C/111512)

■ সিনহা, কায়স্থ, ৪০/৫'-৩", বেঃ সঃ ইংরেজিমাধ্যম স্কুল শিক্ষক। শিক্ষিত, সংস্কৃতিমনস্ক উপযুক্ত সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 9832466794. (C/111497)

■ 31/5'-4", সরকারি ব্যাংক অফিসার পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, অনূর্ধ্ব 25, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। 8584856482. (C/111463)

■ 35/5'-5", ব্রাহ্মণ, B.Com. (H), বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য (নমশূদ্র বাদ, ব্রাহ্মণ অগ্রগণ্য)। (M) 9749374768. (C/111517)

■ কায়স্থ 33/5'-7" B.Com, ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টে কর্মরত পাত্রের জন্য ঘরোয়া/কর্মরতা পাত্রী কাম্য। M : 70037-63286. (C/111522)

■ ব্রাহ্মণ 32/5'-8" B.Tech, Govt. Bank-এ Asst. Manager পদে কর্মরত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। M : 94320-76030. (C/111522)

■ সরকারি ব্যাংকে কর্মরত, হলদিবাড়িতে বসবাস, ৩১/৫'-৮", ছেলের জন্য ভদ্র, সভ্য ও প্রতিষ্ঠিত পরিবারের সুন্দরী, লজ্জাশীলা, ঘরোয়া, অনূর্ধ্ব ২৭, ন্যূনতম ৫'-৩", পাত্রী কাম্য। 9614566230, 9474718121. (C/111475)

■ কায়স্থ, 32, H.S. ব্যাক, 4'-9", ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য চাকরি/ব্যবসায়ী পাত্রী কাম্য। (M)9647218701. (B/B)

■ কায়স্থ মোধগোল্য গোত্র বয়স ৩১" MMC কলিতে কর্মরত। উচ্চতা ৫'৮"। বেতন 5 Lakh P.A. শিক্ষিতা সুশ্রী। ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। অনূর্ধ্ব 27 বৎসর। চাঁচল, মালদা, (উত্তর + দক্ষিণ) দিনাজপুর। বহরমপুর অগ্রগণ্য। 6296033567. (M-109554)

■ পূঃবঃ কায়স্থ, বিশ্বাস, বেঃ সঃ স্কুল শিক্ষক, ৩৮/৫'৮" M.A. B.Ed., ব্যবসায়ী পিতামাতার একমাত্র সন্তান। সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। M-7029152353 (M-109546)

■ সাহা, হাইস্কুল শিক্ষক, 5'3", 48 বৎ মালদাস্থিত পাত্রের জন্য সরকারী চাকুরীজীবী 35 বৎ-এর মধ্যে উপযুক্ত পাত্রী চাই। সময়- 6pm-9pm 9733051528 (M-109555)

■ দেবনাথ, রুদ্র ব্রাহ্মণ, 33/5'-5", M.A. Pass, শিলিগুড়ি নিবাসী, সুদর্শন, কোম্পানি owner (Co-founder), Monthly income-7 Lacks পাত্রের জন্য অবশ্যই সুশ্রী (অনূর্ধ্ব 29) পাত্রী চাই। যোগাযোগ : 6297257108. (C/111512)

■ পাত্র সুন্নি মুসলিম, 28+/5'-8", M.Sc. Physics, B.Ed., Govt. Service. চাকরিরতা/উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9832987207. (C/111494)

বিশেষ অফার

■ পাত্র/পাত্রীর ছবি সহ ডিটেলস দেখুন এবং প্রথম দেখাদেখি বিনামূল্যে করার সুযোগ গ্রহণ করুন। উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ বিবাহ প্রতিষ্ঠান অ্যারেঞ্জ ম্যাট্রিমনিতে log in-www.arrangematrimony.com, 8509292825. (C/111517)

ঘটক চাই

■ শঙ্কর চ্যাটার্জি, শিব ঘটক, ১০০০/- ফিস, চেম্বার : মণ্ডলঘাট, কালীবাড়ি, জলপাইগুড়ি। (M/G)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্র-পাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 499/- Unlimited Choice. 9147371919. (C/111512)

হরিশ্চন্দ্রপুরে অমানবিক রেল পুলিশ ● দুর্ঘটনায় মারাত্মক জখম

প্ল্যাটফর্মে পড়ে থেকে মৃত্যু বৃদ্ধের

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৩ জুলাই : অমানবিক রেল পুলিশ। আহত অবস্থায় এক ঘণ্টার বেশি সময় তাঁকে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ফেলে রাখা হয়। দেওয়া হয়নি কোনও চিকিৎসার সুযোগও। এমনকি ওই বৃদ্ধ জল খেতে চাইলেও রেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে জলটুকুও দেয়নি বলে অভিযোগ। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশনে।

এদিন সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের খুব কাছেই দুটি লাইনের মধ্যে ওই অজ্ঞাতপরিচয় বৃদ্ধকে গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। আহত ব্যক্তিকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, ট্রেনের ধাক্কায় তাঁর হাত ও পা কাটা গিয়েছে। অভিযোগ, রেললাইন থেকে উদ্ধার করে আহত ওই বৃদ্ধকে দীর্ঘক্ষণ প্ল্যাটফর্মে রোদের মধ্যে শুইয়ে রাখে রেল পুলিশ। হাসপাতালে পাঠানো তো দূরের কথা, ওই বৃদ্ধ জল খেতে চাইলেও তাঁকে দেওয়া হয়নি। উপস্থিত লোকজন বৃদ্ধকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসলে তাঁদের লাঠি উঁচিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। চিকিৎসার অভাবে ওই বৃদ্ধ প্ল্যাটফর্মে ছটফট করতে করতে মারা যান। সাংবাদিকরা সেখানে গেলে তাঁদেরও রেল পুলিশের হুমকির মুখে পড়তে হয়।

স্টেশনে উপস্থিত এক যাত্রী, তালসুরের বাসিন্দা আজিজুল জানান, 'আমি ট্রেন ধরার জন্য স্টেশনে এসেছিলাম। দেখতে পেলাম, দুটি লাইনের মধ্যে ওই বৃদ্ধ গুরুতর আহত অবস্থায় ছটফট করছেন। দু'জন লোক এসে প্ল্যাটফর্মে বৃদ্ধকে

শুইয়ে দেয়। কিন্তু রেলের তরফে তাঁকে কোনও সাহায্য করা হয়নি। চিকিৎসা তো দূর অস্ত, জল পর্যন্ত খেতে দেওয়া হয়নি।

আরেক যাত্রী রজব আলির বক্তব্য, 'আমরা ওই বৃদ্ধের মুখে জল দিতে চাইছিলাম। কিন্তু রেল পুলিশ আমাদের বাধা দেয়। ব্যক্তিটি ছটফট করতে করতে প্ল্যাটফর্মেই মারা যান। তারপর অ্যাম্বুল্যান্সে চাপিয়ে তাঁর লাশ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

হরিশ্চন্দ্রপুরে গ্রামীণ হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক শুভেন্দু ভক্ত বলেন, 'ওই বৃদ্ধকে মৃত অবস্থায় নিয়ে এসেছিল রেল পুলিশ। আগে আনলে হয়তো তাঁর চিকিৎসা করা সম্ভব হত।'

অভিযোগ

- রেললাইন থেকে বৃদ্ধকে উদ্ধার করে প্ল্যাটফর্মে রোদের মধ্যে শুইয়ে রাখে রেল পুলিশ
- ওই বৃদ্ধ জল খেতে চাইলেও তাঁকে দেওয়া হয়নি
- উপস্থিত লোকজন সাহায্য করতে এলে তাঁদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়
- চিকিৎসার অভাবে ওই বৃদ্ধ প্ল্যাটফর্মে ছটফট করতে করতে মারা যান

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অ্যাডভাইজারি কমিটির সদস্য শ্রীমন্ত মিত্র জানান, 'মর্মান্তিক ঘটনা। রেলের আরও সচেতন হওয়া উচিত ছিল। তাহলে হয়তো বৃদ্ধকে বাঁচানো যেত। আমি গোটা বিষয়টি মালিগাঁও ডিভিশনের জিএমকে জানিয়েছি।'

যদিও স্থানীয় রেল পুলিশ আধিকারিক অনুপ তিওয়ারি বলেন, 'রেল পুলিশের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হচ্ছে। ওই ব্যক্তিকে রেল পুলিশ প্রাইভেট অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।'

গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার। বৃদ্ধের পরিচয় জানতে ময়দানে নেমেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি মালদা মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে।

ভাঙনে লাভ তৃণভোজীদের

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৩ জুলাই : যত প্লাবন হচ্ছে তত বেশি নদীর পাড় ভাঙছে। আর এই ভাঙন জলদাপাড়ার তৃণভোজী প্রাণীদের কাছে যেন আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতি বছর বর্ষাকালে জলদাপাড়ার কোল ঘেঁষে যাওয়া তোর্ষা নদীর পাড়ভাঙন নদীর পলিমাটিতে নতুন ঘাস গজাতে ভীষণ সাহায্য করে। ন্যাফের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু এই বিষয়টির আশীর্বাদ ও অভিশাপ দুটো দিক সম্পর্কে জানালেন। তিনি বলেন, 'ব্রহ্মপুত্র নদ প্রতিবছর ভাঙনে পলিমাটি বহন করে আনে। আর সেই পলিমাটিতে গজিয়ে ওঠে তৃণভোজী প্রাণীদের ঘাস। তেমনি জলদাপাড়ার আশীর্বাদ হল তোর্ষার ভাঙন। এই নদী প্রচুর পলিমাটি নিয়ে আসে। সেখানে ঢাড্ডা, চেপটি, মালসা, পুরুন্ডি ও নল জাতীয় ঘাস গজিয়ে ওঠে। এগুলি গন্ডার সহ তৃণভোজী প্রাণীদের সুস্বাদু খাবার।' তাঁর সংযোজন, ঘাসের জন্ম নদীর ধারে সবচেয়ে বেশি হয়। জলদাপাড়া নর্থ রেঞ্জ থেকে পূর্ব রেঞ্জ পর্যন্ত তোর্ষার ভাঙন সবচেয়ে বেশি।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে পাড় ভাঙছে তোর্ষার। -সংবাদচিত্র

গত ১০-১৫ বছরে তোর্ষার ভাঙন পূর্বদিক থেকে সরে পশ্চিমে ধেয়ে আসছে। গতিপথের পরিবর্তন হচ্ছে। এটা নদীর চরিত্র।

পাশাপাশি অনিমেষ আবার এই ভাঙনের ক্ষতিকর দিকগুলিও তুলে ধরেছেন। তিনি জানান, ভাঙনের ফলে প্রচুর মূল্যবান গাছ নদীতে চলে গিয়েছে। জঙ্গলের ক্ষতি হয়েছে। আর হলং নদীর জলে ডলোমাইট সবচেয়ে বেশি থাকার জন্য বন্যপ্রাণীদের ক্ষতি হচ্ছে। এই জল পান করলে বন্যজন্তুদের ক্ষতি হয়। ভুটানের মাইনিংয়ের ফলে এই ডলোমাইট মিশ্রিত জল হলং নদী বয়ে আনছে। জলদাপাড়া নর্থ রেঞ্জের রেঞ্জার রামিজ রজারের কথায়, 'তোর্ষার ভাঙন জলদাপাড়ার অভিশাপ না আশীর্বাদ বলা কঠিন। তবে পলিমাটিতে ঘাস খুব ভালো হয়। তোর্ষা নদীর ধার দিয়ে এই পলিমাটিতে প্রচুর ঘাস হয়। এই ঘাস তৃণভোজীদের সবচেয়ে পছন্দের।'

কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টিতে জলদাপাড়ার ভেতরের টহলদারির পথঘাট সব প্রায় বেহাল হয়ে পড়েছে। ফলে হাঁটার বদলে হাতির পিঠে চড়ে নজরদারি করতে হচ্ছে। তোর্ষার ভাঙন পশ্চিমপ্রান্তের অনেক দূর পর্যন্ত চলে এসেছে। ঘাস জন্মানোর জন্য পাড়বাঁধ দেওয়া হয় না বলে এক বনকর্তা জানিয়েছেন।

DESUN HOSPITAL
SILIGURI
রোজ সকালে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
সকাল ১০টা থেকে ১টা প্রতিটি বিভাগে

কার্ডিওলজি
Dr. Kailash Goyal, DM (Cardiology)
গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি
Dr. Vinit Khemka, DM (Gastro)
অর্থোপেডিক
Dr. Mrityunjoy Roy, MS (Orthopaedics)
Dr. Sankalp Kumar, MS (Orthopaedics)
নিউরো সার্জারি
Dr. Vishram Pandey, MCh (Neurosurgery)
Dr. Anurup Saha, MCh (Neurosurgery)
জেনারেল এবং ল্যাপ্রোস্কপি সার্জারি
Dr. Swetabh Suman, MS (General Surgery)
Dr. Sumit Agarwal, MS (General Surgery)
অবস্ট্রেট্রিক্স এবং গাইনোকোলজি
Dr. Akansha Gupta, MS (ObGy)
চেস্ট মেডিসিন
Dr. S Mridha, MD (Pulmonology)
Dr. Sujit Gupta, MD (Pulmonology)
ইন্টারনাল মেডিসিন
Dr. S K Sharwan, MD (Int. Medicine)
Dr. Avirup Majumdar, MD (Int. Medicine)
পেডিয়াট্রিক্স ও নিওনেটলজি
Dr. Ankit Agarwal, MD (Pediatrics) Fellow-Indian Academy of Pediatrics & Neonatology
প্লাস্টিক সার্জারি
Dr. Pravin Kumar, MCh (Plastic Surgery)
ইউরোলজি
Dr. Kundan Kumar, MCh (Urology)
নেফ্রোলজি
Dr. Abhinaba Debnath, DM (Nephrology)
Dr. Vikrant Deshmukh, DNB (Nephrology)
হেমাটো অঙ্কোলজি
Dr. Gunjan Prasad, DrNB (Clinical Haematology)
ইএনটি
Dr. Kasturi Mondal, MS (ENT)
ইন্টারভেনশন রেডিওলজি
Dr. Sanjay Sahu, MD (Radiology)

ডিসান হসপিটাল, শিলিগুড়ি
নর্থবেঙ্গল মেডিকেল কলেজের পাশে
বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

৪৬ ট্রেনে ৯২টি নতুন কামরা

জলপাইগুড়ি, ১৩ জুলাই : রেলভ্রমণে যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যে ৪৬টি ট্রেনে মোট ৯২টি নতুন সাধারণ শ্রেণির কামরা যুক্ত করা হল।

গুয়াহাটি-বিকানের এক্সপ্রেস, কাঠগুদাম-দেরাদুন এক্সপ্রেস, হাওড়া-সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেস, হাওড়া-ফলকনুমা এক্সপ্রেস ও গুয়াহাটি-জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেসের মতো ৪৬টি দূরপাল্লার ট্রেনে নতুন জেনারেল কোচ যুক্ত করা হয়েছে বলে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে।

ভবিষ্যতে আরও ২২টি ট্রেনে নতুন সাধারণ শ্রেণির কামরা যুক্ত করা হবে বলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে জানান। এতে যাত্রীদের সুবিধা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

বাজিমাত র‍্যাপিড টেস্টিং কিটের

নাগরাকাটা, ১৩ জুলাই : কাঁচা চা পাতায় নিষিদ্ধ রাসায়নিকের উপস্থিতি আছে কি না সেই ইস্যুর টানাপোড়েনে অবশেষে যবনিকাপাত হতে চলেছে। কেন্দ্রের বিদ্যুৎ ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের আওতাধীন 'সি-ড্যাক টেকনলজি ইনসাইড', 'আরোগ্য মেডিসফট সলিউশন' ও চা গবেষণা সংস্থার (টিআরএ) যৌথ উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছে র‍্যাপিড টেস্টিং কিট। কাঁচা পাতার সঙ্গে নির্দিষ্ট কিছু রাসায়নিক বা রিএজেন্ট মিশিয়ে তা ৫০০ গ্রাম ওজনের ওই যন্ত্রের মাধ্যমে ২ মিনিটের মধ্যেই ফলাফল মিলে যাবে। কয়েকটি ক্ষেত্রে ওই সময় বড়জোর আধ ঘণ্টা লাগতে

কাঁচা চা পাতায় রাসায়নিকের অস্তিত্ব তৎক্ষণাৎ বোঝা যাবে র‍্যাপিড টেস্টিং কিটে।

পারে বলে সংশ্লিষ্ট মহল জানাচ্ছে।

টিআরএ'র চেয়ারম্যান নয়নতারা পাল চৌধুরী বলেন, 'এর ফলে সাম্প্রতিককালের একটি বড় সমস্যার সমাধান হল। চা শিল্পের কাছে বিষয়টি যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য তা নিয়ে সংশয়ের কোনও অবকাশ নেই।' আরোগ্য মেডিসফটের পক্ষে চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার রাজীব মণ্ডলের কথায়, 'যন্ত্রটির ব্যবহারে টিআরএ'র অনুমোদন মিলেছে। উত্তরবঙ্গের লক্ষ্মী টি কোম্পানির ফুলবাড়ির চা বাগানে ট্রায়ালের পরই তা চা শিল্প মহলের কাছে পৌঁছানোর উদ্যোগ শুরু হয়েছে।'

গত শুক্রবার কলকাতার বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের উইলিয়ামসন মেগর হলে ওই র‍্যাপিড টেস্টিং কিটের উদ্বোধন হয়। বর্তমানে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এফএসএসএআই)-র পক্ষ থেকে চা শিল্পে ২০টি রাসায়নিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে একসময়ের বহুল ব্যবহৃত মনোক্রোটোফোস, এসিফেড, অ্যান্ডোসালফানের মতো কীটনাশক। বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের বটলিফ ফ্যাক্টরি ও ক্ষুদ্র চা চাষিদের মধ্যে বিস্তর টানাপোড়েন শুরু হয়।

মেচি থেকে তরুণীর দেহ উদ্ধার

খড়িবাড়ি, ১৩ জুলাই : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে মেচি নদী থেকে এক তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধার হল শনিবার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, খরস্রোতা মেচি নদী পারাপার করতে গিয়ে তলিয়ে যান ওই তরুণী। পরে নেপাল পুলিশের তৎপরতায় দেহটি উদ্ধার হয়।

ছোট বদরাজোতের বাসিন্দা তপন বর্মন জানাচ্ছেন, এদিন সকালে পানিট্যাঙ্কিতে মেচি ব্রিজের পাশে ছোট বদরাজোত এলাকায় নদীপথে নেপাল থেকে ভারতে আসছিলেন কয়েকজন। সেই সময় মেচি ব্রিজে অপেক্ষারত ছিলেন স্থানীয় কিছু টোটোচালক। তাঁরাই নদী পারাপারের সময় ওই তরুণীকে তলিয়ে যেতে দেখেন। পুরো বিষয়টি নেপাল পুলিশকে জানানো হয়। এরপর সীমান্তের ৯১ নম্বর পিলারের কাছে দেহটি পুলিশ উদ্ধার করে বলে জানানো হয়েছে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খড়িবাড়ি থানার পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। ওসি প্রতাপ লেপচা বলেন, 'মেচি নদী থেকে এক তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ওই তরুণীর কোনও পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।' পরিচয় জানতে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেছে পুলিশ। বিভিন্ন থানাকে সতর্ক করা হয়েছে।'

হিমঘরে মজুত থাকায় আলু 'অগ্নিশর্মা'

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৩ জুলাই : সবজির দামে লাগাম টানতে বাজারে প্রশাসনিক অভিযান চলছে। অভিযানের জেরে সাময়িকভাবে দাম কমলেও পরে সুযোগ বুঝে তা বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। বৃষ্টির জেরে সবজি ও আলুর দাম বেড়ে গিয়েছে বলে যুক্তি খাড়া করা হচ্ছে। তবে ৩০ বা ৩৫ টাকা নয় বরং বাজারদর অনুসারে পর্যাপ্ত মুনাফা রেখে ৩০ টাকার নীচে আলু বিক্রি সম্ভব বলে ব্যবসায়ী সংগঠনের মত।

উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি জগদীশ সরকারের বক্তব্য, 'খরচ বেড়েছে একথা সত্যি। তবে এটাও সত্যি যে বর্তমানে হিমঘরের আলুর যা দর তাতে অনায়াসে খুচরো বাজারে ২৮ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি সম্ভব। প্রশাসন চাইলে আমরা সব জায়গায় স্টল বানিয়ে অঢেল আলু এই দরে বিক্রি করে দেখিয়ে দিতে পারি।'

১৫ মে খোলার পর থেকে এ পর্যন্ত হিমঘর থেকে আলু বের হয়েছে প্রায় ২৫ শতাংশ। সরকারি হিসেবে নভেম্বর মাস পর্যন্ত আলু বের করার চূড়ান্ত সময় থাকে যে হিসেবে নানা ছুটি বাদ দিলে আর মাত্র চার মাসের মধ্যে হিমঘর থেকে বাজারে পৌঁছাবে মজুত ৭৫ শতাংশ আলু। তবে এই মুহূর্তে চড়া বাজারদরের কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা যায় দাম বাড়ার আশায় আলু বের করার অনীহা থেকেই বাজারে আলুর আমদানিতে কিছুটা হলেও টান রয়েছে। নাম প্রাকশে অনিচ্ছুক এক বড় মজুতদারের কথায়, 'সব মজুতদারই নিয়মিত আলু বের করছেন তবে মাঝারি, ছোট মজুতদার এবং চাষের খরচ তুলে ফেলা কৃষকরা যে পরিমান আলু মজুত করেছেন সেই আলু বের করার আগে দাম বাড়ার আশায় রয়েছেন তাঁরা।'

> বর্তমানে হিমঘরের আলুর যা দর তাতে অনায়াসে খুচরো বাজারে ২৮ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি সম্ভব। প্রশাসন চাইলে আমরা সব জায়গায় স্টল বানিয়ে অঢেল আলু এই দরে বিক্রি করে দেখিয়ে দিতে পারি।
>
> **-জগদীশ সরকার** *সভাপতি, উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতি*

চলতি বছর ১৩ থেকে ১৪ টাকা কেজি দরে আলু লোড হয়েছিল হিমঘরে। হিমঘরের ভাড়া, পরিবহণ খরচ, শ্রমিক এবং ওজনে ঘাটতির হিসেব কষলে খরচ পড়ছে আরও সাড়ে ৩ থেকে ৪ টাকা। এই আলু ফড়ে বা পাইকাররা বিক্রি করছেন ২৫ থেকে ২৭ টাকায় এবং খুচরো বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৩০ থেকে ৩৫ টাকা কেজি দরে। হিমঘর থেকে বেরিয়ে খোলা বাজারে বিক্রি পর্যন্ত দামের ফারাক হয়ে যাচ্ছে প্রতি কেজিতে ৭ থেকে ১০ টাকা। হিমঘর মালিক সমিতির উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক মনোজ সাহা বলেন, 'আমরা তো কাউকে জোর করে আলু গছিয়ে দিতে পারি না। কেউ আলু বের করতে চাইলে আমরা তখনই আলু ছেড়ে দিই। এটুকু বলতে পারি মরশুমের বাকি চার মাসের জন্যে স্বাভাবিকের চাইতেও বেশি আলু মজুত রয়েছে ফলে এই মুহূর্তে দাম বাড়ার তেমন আশঙ্কা নেই বললেই চলে।'

ধূপগুড়ি বাজারে সবজির দামে রাশ টানতে হানা মহকুমা শাসকের। -সংবাদচিত্র

আজ টিভিতে

জলসা মুভিজে ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ারে দুপুর ১টায় **বগলা মামা যুগ যুগ জিও।**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৯.৩০ সারেগামাপা

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ তুমি আশেপাশে থাকলে, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.৩০ মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য, সন্ধ্যা ৬.০০ ব্যারিস্টার বাবু, ৬.৩০ ফেরারি মন, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ রাম কৃষ্ণা, ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ নীর্জা, ৯.০০ স্বপ্নডানা

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, বিকেল ৩.০০ আকাশ বার্তা, বিকেল ৩.০৫ ম্যাটিনি শো, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.৩০ মঙ্গলময়ী মা শীতলা, ৭.০০ সাথী, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ প্রেমের কাহিনী, দুপুর ১.০০ চ্যালেঞ্জ, বিকেল ৪.০০ নবাব নন্দিনী, সন্ধ্যা ৭.০০ ওয়ান্টেড, রাত ১০.০০ যুদ্ধ

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ বগলা মামা যুগ যুগ জিও, বিকেল ৪.০৫ কী করে তোকে বলব, সন্ধ্যা ৭.১৫ হাঙ্গামা, রাত ১০.৩০ হামি

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.৩০ পবিত্র পাপী, বিকেল ৩.০০ বিশ্বাসঘাতক, বিকেল ৫.৩০ বচ্চন, রাত ৮.২০ পরিণাম, রাত ১১.০৫ সুবর্ণলতা

স্টার গোল্ড সিলেক্টে সকাল ১০.২৩ মিনিটে **দিল বেচারা।**

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে দুপুর ২.২০ মিনিটে **জিন্দেগি না মিলেগি দোবারা।**

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ তিনমূর্তি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতিবাদ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মধুমালতী, সন্ধ্যা ৭.৩০ গুরুদক্ষিণা

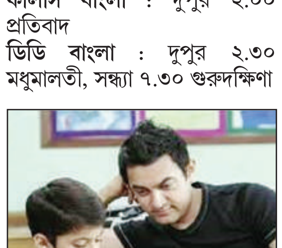

জি সিনেমায় বিকেল ৫.১৩ মিনিটে **তারে জমিন পর।**

তুফানগঞ্জের সমীর সেরা মৎস্যচাষি

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ১৩ জুলাই : জাতীয় মৎস্যচাষি দিবস উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে 'বেস্ট ফিশ ফার্মার অ্যাওয়ার্ড' পেলেন তুফানগঞ্জের সমীর দত্ত। সিফরি (সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট)-এর তরফে সমীরকে একটি ট্রফি ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। দেশের মোট ১১ জন মৎস্যচাষিকে এই পুরস্কার দেওয়া হয় কলকাতার ব্যারাকপুর থেকে। গত ১০ জুলাই ছিল জাতীয় মৎস্যচাষি দিবস।

সেদিন কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

তুফানগঞ্জ পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে সমীরের বাড়ি। ১৯৮০ সালে মাছ চাষে হাতেখড়ি তাঁর। ১৯৮২ সাল থেকে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে মাছের চারা তৈরি শুরু করেন। বর্তমানে ৪০ একর জমিতে তাঁর মাছ চাষের পুকুর রয়েছে। তার মধ্যে নিজস্ব পুকুর রয়েছে পাঁচ একর জমিতে। রুই, কাতলা, মৃগেল, গ্লাসকাপ, চায়না পুঁটি, শিং, মাগুর, বোরোলি, ট্যাংরা সহ নানা প্রজাতির মাছ চাষ করেন তিনি। ডিম থেকে চারা ফুটিয়ে অসম, মেঘালয়ে পাঠানো হয়। জেলা মৎস্য দপ্তর থেকে বিভিন্ন অনুদান ও পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। ইতিমধ্যে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষক সম্মান পুরস্কার পেয়েছেন। জেলার তরফেও পুরস্কার মিলেছে।

সমীর বলেন, 'জাতীয় মৎস্যচাষি দিবস উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমি একমাত্র বেস্ট ফিশ ফার্মার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রীর হাত থেকে এই পুরস্কার নিতে পেরে আমি গর্বিত।' জেলা মৎস্য দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় আয় বেড়েছে বলে জানান তিনি।

বৃষ্টি শেষে তাপমাত্রা বৃদ্ধির শঙ্কা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : কখনও রোদ, কখনও মেঘ। মেঘ দেখলেই সাধারণের কপালে চিন্তার ভাঁজ, এই বুঝি বৃষ্টি নামবে ঝেঁপে। শনিবার বিকেলে বিচ্ছিন্নভাবে দু-এক ফোঁটা পড়ায় নতুন করে জল জমে দুর্ভোগের আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল বহু এলাকায়। তবে আবহবিদরা বলছেন, এমন বৃষ্টিপাত সাময়িক। বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টির কারণে কিছু এলাকায় বজ্রপাত সহ ভারী বৃষ্টি হলেও, তার মেয়াদ দীর্ঘস্থায়ী হবে না। আবহাওয়ার যা মতিগতি, তাতে সোমবার থেকে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। পাশাপাশি বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় পাল্লা দিয়ে বাড়তে পারে অস্বস্তি।

শুরু থেকেই জমিয়ে ব্যাট চালাচ্ছে বর্ষা, মৌসুমি অক্ষরেখার অবস্থান বদলের পর থেকে ঝোড়ো গতিতে রান উঠেছে। মৌসুমি অক্ষরেখার পূর্ব প্রান্ত হঠাৎই দক্ষিণ দিক থেকে উত্তরে চলে আসায় গৌড়বঙ্গ বাদে উত্তরবঙ্গের বাকি পাঁচ জেলা ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সাক্ষী থেকেছে গত কয়েকদিনে। তিস্তা থেকে কালজানি, মহানন্দা থেকে জলঢাকা, উত্তরের প্রতিটি নদীই ফুলেফেঁপে ওঠে। বেহাল দশা একাধিক জাতীয় ও রাজ্য সড়কের। পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে প্রতিটা জেলা প্রশাসনকে সতর্ক করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে নতুন সপ্তাহেই ভোল বদলাতে চলেছে উত্তরের আবহাওয়া। মৌসুমি অক্ষরেখার পূর্ব প্রান্ত ফের দক্ষিণমুখী হচ্ছে। শুধু তাই নয়, মঙ্গলবার বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ সৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

শনিবারের বারবেলায় মেঘ-রোদের খেলায় গোষ্ঠ পাল। বিধান মার্কেটের সামনে শান্তনু ভট্টাচার্যের ক্যামেরায়।

জোড়া ফলাতেই উত্তরের আকাশ থেকে উধাও হচ্ছে মেঘ। সূর্যের সরাসরি তাপে চড়চড় করে বাড়তে পারে তাপমাত্রা। বাতাসে যেহেতু জলীয় বাষ্প রয়েছে, ফলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও থাকবে। এক-দু'দিন নয়, এমন গরম ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতি অন্তত এক সপ্তাহ থাকবে বলে মনে করছেন আবহবিদরা। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'আপাতত উত্তরবঙ্গের কোথাও টানা অতি ভারীর বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বরং টানা কয়েকদিন অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থাকতে পারে। মৌসুমি অক্ষরেখার অবস্থানের পরিবর্তন ঘটতে থাকায় এমন অবস্থা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।'

একইসঙ্গে বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টির জেরে কিছু জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে যে ভারী বৃষ্টি হতে পারে, সেই কথাও মনে করিয়ে দিচ্ছেন তিনি। অর্থাৎ যখন বৃষ্টি হবে, তখন বা তার রেশ যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যাবে। বাকিটা সময় ঘাম ঝরবে। আগামী সোমবার থেকেই আবহাওয়ার ভোল বদল হবে বলে দপ্তরের পূর্বাভাস।

জল্পেশে শ্রাবণীমেলার প্রস্তুতি শুরু

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৩ জুলাই : দুই বছর পর জল্পেশ মন্দিরে প্রবেশ করে শিবলিঙ্গে পুণ্যার্থীরা জল ঢালতে পারবেন। মন্দির কর্তৃপক্ষের অনুমান, এবছর শ্রাবণীমেলায় পুণ্যার্থীদের রেকর্ড ভিড় হবে। সে কারণে এখন থেকে জল্পেশ মন্দির চত্বরে অস্থায়ী দোকান তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। ভক্তদের সমাগমের আশায় ব্যবসায়ীরা বুক বাঁধছেন। প্রশাসনের তরফেও প্রস্তুতি শুরু করা হয়েছে।

শ্রাবণীমেলা উপলক্ষ্যে প্রশাসনের পাশাপাশি জল্পেশ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের তরফেও ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। মন্দিরের বাইরের অংশে ভিড় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পুলিশ প্রশাসনের। মন্দির চত্বর ও গর্ভগৃহে পুলিশের সহযোগিতায় ভক্তদের সামলানোর দায়িত্ব জল্পেশ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের। ভিড়ের আগাম অনুমান করে জল্পেশ মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। এছাড়া ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কাছে ট্রাস্টি বোর্ড সহযোগিতা চেয়েছে। জল্পেশ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক গিরীন্দ্রনাথ দেব বলেন, 'এখন থেকে পুণ্যার্থীদের উৎসাহ যেভাবে দেখা যাচ্ছে, তাতে প্রস্তুতিতে কোনওরকম খামতি রাখছি না।'

এদিকে এখন থেকে জল্পেশ মন্দির সংলগ্ন এলাকায় অস্থায়ী দোকান তৈরি শুরু হয়ে গিয়েছে। স্থানীয়দের পাশাপাশি বাইরে থেকে ব্যবসায়ীরা এসে দোকান তৈরি করছেন। ব্যবসায়ী দিলীপ বর্মনের কথায়, 'মন্দিরে প্রবেশ করতে না পারার কারণে গত দুই বছর জল্পেশে ভিড় কম হয়েছিল। তবে এবার ভিড় বাড়বে বলে আশাবাদী।'

জল্পেশ মন্দির চত্বরে পুণ্যার্থীদের জন্য চলছে শেড তৈরির কাজ। -সংবাদচিত্র

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৭৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭০১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯২৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯২৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

e-TENDER NOTICE
Office of the E.O., Banarhat, Jalpaiguri
Notice inviting eTender by the undersigned for different works vide NIT No. **BANARHAT/BDO/NIT-001/2024-25.** Last date of online bid submission 27/07/2024 at 03.00 P.M. respectively. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
B.D.O., Banarhat Dev. Block

e-TENDER NOTICE
Office of the E.O., Banarhat, Jalpaiguri
Notice inviting eTender by the undersigned for different works vide NIT No. **BANARHAT/EO/NIT-021/2023-24.** Last date of online bid submission 23/07/2024 at 03.00 P.M. respectively. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
E.O., Banarhat Panchayat Samity

CINEMA
সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড়, ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
HINDUSTANI-2
Indian-2 (Hindi)
*ing : Kamal Hasan
Time : 12:30, 6:30 P.M.
KALKI 2898 AD
(Hindi) Time : 3.30 P.M.

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881

শিক্ষা

■ LL.B, (3 yrs.) যে কোনও বয়সে। যোগ্যতা- যে কোনও (Govt/Private) University-র গ্র্যাজুয়েট অথবা মাস্টার ডিগ্রি। LL.M, 'ল পয়েন্ট' 9830132343/6290760935. (K)

শিক্ষা দীক্ষা

■ পাস/অনার্স, মাস্টার্স, LLB, LLM, নার্সিং, ফার্মাসি, B.Ed, B.Ped, M.Ped, স্পেশাল এডুকেশন, MBA ও PhD কম সময়ে কম খরচে। (M) 86537-09566. (C/111522)

Tuition

■ Tuition Class 11, 12 Chemistry WB, CBSE, ICSE by teacher (MSc. IIT-BHU). 8637891842, Rathkhola, Siliguri. (C/111397)

■ English Tuition IV-X CBSE, ICSE & WBB, online & offline, Ashrampara, Siliguri. M : 7478183172. (C/111487)

■ Tuition for Bio- XI, XII. Contact : 9932038920/9735508531. (C/111521)

■ Tuition for class V-X Science sub all boards. Class XI-XII arts subjects (C.B.S.E, I.C.S.E, W.B Board) Ph. No. 6294795282, Siliguri. (C/111488)

■ CBSE, ICSE - 5-6 (All Sub), 7-10 (Eng, Beng, S.Sc etc.), 11-12 (Eng, Beng, Hist & Pol. Sc) Exp. Ter (M.A.-Triple, B.Ed) Slg. (M)9564244215. (C/111521)

স্কুল বিল্ডিং চাই

■ পশ্চিমবঙ্গের সব শহরে CBSE/ICSE বোর্ড মাত্র স্কুল বিল্ডিং লিজে চাই। অধিক তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন 9883694696/9083777700. (C/111519)

শিক্ষক/শিক্ষিকা চাই

■ 1. Sci (Bio/Pure), Eng স্নাতক B.Ed - 17000/- (EPF সহ)। 2. Geo, Sans, Ben স্নাতক B.Ed/D.El.Ed/B.P.Ed - 16000/- (EPF সহ)। 95934-63699. https://www.svmnxb.com Last dt: 14.08.24.

কিডনি চাই

■ A+ কিডনি দাতা চাই, সহৃদয় পুরুষ/মহিলা ৩০-৪০ বৎসরের মধ্যে ইচ্ছুক থাকিলে অভিভাবক সহ পরিচয়পত্র নিয়ে যোগাযোগ করুন। যোগাযোগের সময়-রাত ৮টা থেকে ১০টা। M-8167877394. (C/111485)

■ B+/O গ্রুপের কিডনিদাতা চাই, ২৫-৪০ বছরের মধ্যে ইচ্ছুক কোনও ব্যক্তি থাকলে অভিভাবক সহ পরিচয়পত্র নিয়ে যোগাযোগ করুন। M-7585845151. (K)

■ কিডনি চাই। কোন সহৃদয় ব্যক্তি দান করিতে চাইলে নিচের নাম্বারে যোগাযোগ করুন। রক্তের গ্রুপ A+ 9064695185, 9593226924 (M-TR)

গোয়েন্দা

■ বিয়ের আগে ও পরে বা যে কোনও রকম তদন্ত বা কোনও কর্মচারীর উপর নজর রাখতে যোগাযোগ করুন : 9083130421. (C/111523)

জ্যোতিষ

■ জ্যোতিষ জগতে আলোড়ন। বিবাহ, সম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞ। কন্যা বা ছেলের মনমতো পাত্র-পাত্রী পাওয়া যাচ্ছে না। বাধা, মাঙ্গলিক, কালসর্প বা বৈধব্যযোগ, সঠিক ভাবে সমস্যা সমাধান করতে পারলে বিবাহের কোনও সমস্যাই হবে না। যোগাযোগ : 9434043593, শিলিগুড়ি সেবক রোড, নিজস্ব মন্দিরের চেম্বারে প্রতিদিন পাবেন। (অগ্রিম যোগাযোগ করে আসবেন।

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা - 501/-। (C/111517)

■ তিনমাসে কৃষ্ণমূর্তী পদ্ধতির জ্যোতিষী হন। রেজিস্ট্রেশন নিয়ে প্র্যাকটিস করুন। ডঃ গৌতম আচার্য্য। (M)97493-96806. (C/111160)

■ ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় বিখ্যাত জ্যোতিষী শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী (যে কোনও সমস্যার সমাধানে সিদ্ধহস্ত) Ph.D, Triple Gold Medalist. বসছেন ৮-১৪ হিলকার্ট রোড, ১৫-২০ সিটি সেন্টার, রত্নভাণ্ডার জুয়েলার্স। Ph : 7719371978.

তান্ত্রিক দিব্যজ্যোতি শাস্ত্রী

■ কামাখ্যা থেকে আসা তন্ত্র, মন্ত্র, টোটকা দিয়ে বিদ্যা, বিবাহ, বশীকরণ, কালসর্প, মাঙ্গলিক বাস্তুদোষ প্রতিকার করা হয়। কোনও প্রকার Stone দেওয়া হয় না। শিলিগুড়ি-14, জলপাইগুড়ি-15, আলিপুরদুয়ার-16. M : 8638686873. (S/M)

বিক্রয়

■ প্রধাননগরে নিবেদিতা রোড লাগোয়া ২.৫ কাঠা জমির উপর দ্বিতল বাড়ি বিক্রয়। (M) 9832084600. (C/111524)

■ ফ্ল্যাট বিক্রয়, প্রথম তলা গ্যারেজ সহ 986 Sq.feet. অরবিন্দপল্লি 2BHK শিলিগুড়ি। M : 9800362528. (C/113236)

■ শিলিগুড়িতে ৬টি রুম বিশিষ্ট পাকা বাড়ি 2.3 ছটাক বিক্রয় পলিটেকনিক কলেজ ১ মিনিটের রাস্তা। 8617328685. (C/111446)

■ শিলিগুড়ি কলেজপাড়ায় মেইন রোডে 507 sq.ft কমার্শিয়াল ফার্নিস দোকান বিক্রয়। M : 7551075255. (C/111522)

■ 2 BHK Flat 4 Wheeler Parking সহ বিক্রয় আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়িতে। যোগাযোগ - 9434524899. (C/111443)

■ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়, 2, 1 BHK লিফট সহ। উঃবঃ মেডিকেল কলেজের পুরাতন গেট, অটো স্ট্যান্ড থেকে 1 মিঃ হাঁটা পথ। (M) 9609844212. (K/D/R)

■ Sale 148 Sq.Ft. Shop Ground Floor in Siliguri Lake Town, Siliguri-734006, Near Pipe line. M : 9434045098. (C/111517)

■ 6.20 Sqft. 2BHK (G/Flr) Flat Rabindranagar, Slg. for Sale. (M) 6297529868.

■ 3 BHK Flat (3rd Flr) for Sale (urgent), Subhashpally, Siliguri. (M) 9434045896. (C/111517)

ভাড়া

■ To let Bank, Office, Shop. Prime location. N.B.M. College, 1200 sq.ft 9734104370. (C/111490)

ভাড়া

■ Bank ATM ভাড়া দিতে ইচ্ছুক। ইসলামপুর মেইন রোডের পাশে। মোঃ ৮৬১৭০৪১৮৩৫ / ৮৯৭২৪৬২৫৮৩। (S/N)

■ 2 BHK Residential Flat at Deshbandhu Para, Siliguri for Rent. 9609800770. (C/111471)

■ 1500 sqft Space for Rent for office/bnk/godown/shop at Dabgram, Slg. M : 9832506177.

■ 350 sq.ft ভাড়া শিলিগুড়িতে। কোচিং/ফিজিয়োথেরাপি/পার্লার/সঙ্গীত, উপযুক্ত বাথরুম আছে। (M) 9083352087. (C/111523)

ক্রয়/বিক্রয়

■ নতুন/পুরোনো বাড়ি, Flat, জমি ক্রয়/বিক্রয় করা হয়। নির্ভরযোগ্য সংস্থা। শিলিগুড়ি- (M)9733903555. (C/111520)

ভ্রমণ
ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ লে-লাদাখ 8/9, কাশ্মীর 10/10, 20/10, রাজস্থান 7/10, 21/12, অরুণাচল 16/11, কুমায়ুন+করবেট 15/11, কেরল 20/12, বাংলাদেশ 4/12 ও যে কোনও দিন আন্দামান। 9733373530. (K)

চিকিৎসা

■ কাউন্সেলিং ও গাইডেন্স- স্টুডেন্ট, যুবক, যুবতি, বিবাহিত দম্পতি (সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত) 9832012088(9 A.M.- 5 P.M.). (C/110815)

চিকিৎসা

■ কলিঃ খ্যাত হোমিওপ্যাথ Dr. S. S. Roy, M.D., M.R.S.H (Lond.) ক্যান্সার ও সমস্ত জটিল রোগের চিকিৎসা শিলিঃতে করবেন ১৩, ১৪ জুলাই (শঃ, রঃ) M : 8777013283. (K)

ক্রয়

■ শিলিগুড়ি শহরে ১.২৫/১.৫০ কাঠা বিল্ডিং প্ল্যান করা যাবে এমন রেজিস্টার্ড/পাট্টা জমি কিনতে চাই।মোঃ 8918771252. (C/110752)

■ পুরোনো RNI রেজিস্টার্ড বাংলা/ইংরেজি/নেপালি সাপ্তাহিক/পাক্ষিক ছোট পত্রিকা ক্রয় করতে চাই। মোঃ8918771252. (C/110751)

কর্মখালি

■ Sales Officer for Philips Light with 2-3 years Electrical Industry experience with 2 wheeler preferred. ADIE Centre, Behind 9/10 Hotel, Siliguri. 9832067075. (C/111510)

■ মহিলা সহায়ক চাই, সর্ব সময়ের জন্য, বিশিষ্ট সম্মানীয় ব্যক্তির ব্যক্তিগত সহায়ক, সুশিক্ষিত, মার্জিত, নম্র, ভদ্র হতে হবে, বয়স : 20 বা 30-এর মধ্যে, পিছুটানহীন ডিভোর্সি হলেও হবে (বেতন : ৯ থেকে ১৫ হাজার, যোগ্যতা অনুসারে), থাকা-খাওয়ার ভালো ব্যবস্থা আছে। সত্বর যোগাযোগ-৯৬৭৯৯৩৫৫৯১, শিলিগুড়ি, সেবক রোড।

■ Req. Accountant, B.Com., expert in Comp. & English for Office at Siliguri. Min 1 year Exp., WhatsApp CV to 9800013305. (C/111493)

কর্মখালি

■ জলপাইগুড়িতে দোকানে কাজের জন্য পরিশ্রমী ছেলে চাই। বেতন-6000+T.A. Mo. 8016809343. (C/111171)

■ Required salesman for a reputed masala company. Marketing in Bihar region. 7001108469. (C/111517)

■ জলপাইগুড়ি অফিসে (9 A.M.-6 P.M.), স্থানীয় পুরুষ (অনূর্ধ্ব ৩৫) পিওন/ক্লার্ক সত্বর চাই। W/Ap CV : 7407452164. (C/111491)

■ শিলিগুড়ি মিলনপল্লিতে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত থেকে রান্নার কাজের জন্য মহিলা চাই। (M) 9339106037. (C/111517)

■ B.Tech/Diploma in Civil (Experience, Fresher). M/F Computer Operator with Tally (Accountant) at Raiganj, Site Supervisor For North Bengal. Email : sksarkar1234567@gmail.com (M-TR)

■ Need a Female Graduate in Cooch Behar (Part/Full). (M) 9433249775.

■ কোম্পানিতে মার্কেট সার্ভের জন্য Male/Female Market Coordinator প্রয়োজন। Age-24-45, যোগ্যতা-মাধ্যমিক, Salary- 10000/-। এছাড়া Incentive ও P.F, ESI সহ অন্যান্য অনেক সুবিধা। Biodata সহ যোগাযোগ করুন Galaxy Interior, Sarada Pally, Opp. Mukta Nursing Home, Shibmandir, Ph : 8927489448. (C/111524)

■ Mohurgong & Gulma Tea Estates looking for Field Assistants with 2-20 years experience. Please mail bio-data to teaappy17@gmail.com (K)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার বিভিন্ন ব্রাঞ্চে ফিল্ড সেলস এগজিকিউটিভ পদে লোক নেওয়া হবে। Fixed Salary-10,000/- to 12100/-. Extra income ও PF/ESIC, Bonus ইত্যাদির সুবিধা দেওয়া হবে। কমপক্ষে মাধ্যমিক পাশ, সাইকেল/বাইক থাকা আগ্রহীরা ফোন করুন-8116602333 নম্বরে। (C/111512)

■ মুম্বইতে বাঙালি খাবারের ব্র্যান্ড শপে সেলসের জন্য ইনচার্জ ও Exec. পদে (10+2 পাশ) কম্পিউটার জানা (অনূর্ধ্ব 35) 10 জন চাই। বেতন : 10-16K, থাকা-খাওয়া ফ্রি। 8169557054. (K)

VACANCY
Siliguri Speech and Hearing Clinic Pvt. Ltd. requires Post : Marketing Executive, Qualification : Graduate, Location : Siliguri & Alipurduar. Salary : 12K to 22K (Based on experience and skills) + Attractive Incentives (Based on performance). Gender: Male, Minimum 1 year experience. Send your resume to **hr.sshcslg@gmail.com**

APPOINTMENT
LEADS OVERSEAS PVT LTD require **Female office coordinator** for Siliguri branch, candidate must have graduate & experienced. Salary **(14000 - 18000)** PF, ESI & others facilities. Walk in for an interview on 15th& 16th July at Darshan Plaza, 1st floor, Sevoke Road , Opposite City Style, Siliguri, **Ph.- 9434056065, www.leadsindia.net**

মেয়ের সঙ্গে নিজস্বী। শনিবার হাসমি চকে। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

সেবক রোডে দুষ্কৃতী তাণ্ডব

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : সেবক রোডে ভোররাতে ফের দুষ্কৃতীদের দাপাদাপি। ভাঙা হল গাড়ির কাচ। ঘটনায় আবারও প্রকাশ্যে এল শহর শিলিগুড়ির দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য প্রসঙ্গ। এনিয়ে কার্যত মুখে কুলুপ পুলিশের। কাচ ভাঙা গাড়িটি ভক্তিনগর থানায় আনা হয়েছে। পদস্থ এক পুলিশকর্তার কথায়, 'ওখানে একটা ঝামেলা হয়েছিল। বিষয়টা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।' ঘটনার জেরে সেবক রোডের সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি সক্রিয় করার দাবি উঠছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, সেবক রোডে রাস্তা সম্প্রসারণ ও ফ্লাইওভারের কাজের জন্য সরানো হয়েছিল ক্যামেরা। ফলে, তার প্রভাব পড়েছে বলে অনেকের দাবি।

ঘটনার কথা স্বীকার করতে নারাজ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর। তাঁর কথায়, 'রাস্তা সম্প্রসারণ ও ফ্লাইওভারের কাজে কিছু জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা সরাতে হলেও আমরা নির্দিষ্ট স্থানে বা আশপাশে ফের সেগুলি লাগিয়েছি।' তবে ওই রাস্তায় আরও সিসিটিভি ক্যামেরার

ভাঙা গাড়ির কাচ।

প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'আমরা সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারি দ্রুত ঢেলে সাজার পরিকল্পনা নিচ্ছি। নজরদারি আরও বাড়ানো হবে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার ভোররাতে সেবক রোডে এক পাবের সামনে ঘটনাটি ঘটে। গাড়ির চালক পাবে মালিককে আনতে গিয়েছিলেন। ওই মালিক পাব থেকে বের হওয়ার সময় কয়েকজনের সঙ্গে তর্কে জড়ান। গাড়িচালকও তাতে যোগ দেন। ফলে, গাড়িটি আক্রমণের শিকার হয়। চোট পান চালক। যদিও এ ব্যাপারে কোনও অভিযোগ হয়নি বলে পুলিশের দাবি।

শিলিগুড়ি পুলিশের একটি সূত্রে খবর, হামলাকারীরা শহরের ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের দশরথপল্লির বাসিন্দা। তারা অতীতে এমন বহু ঝামেলায় জড়িয়েছে। কয়েক মাস ধরেই সেবক রোডে রাতে নানা ঝামেলার খবর আসছে। অধিকাংশই পাব বা বার থেকে ক্রেতাদের ফিরতি পথে ঘটছে। মাসখানেক আগে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে একদল নেশাড়ু হুজ্জতি চালিয়েছিল বলে অভিযোগ। ওই সময় এক বারের গাড়ির আরোহীরা প্রথমে এক মহিলা, পরে তাঁর দাদাকে অপহরণের চেষ্টা করে। সে সময় কথা কাটাকাটি থেকে বিবাদ। সেবক রোডের বাসিন্দা অর্ণব দাসের কথায়, 'রাতে সেবক রোডের পাব, বারগুলি ঘিরে পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়ংকর হয়ে উঠছে। গোটা রাস্তা দুষ্কৃতী, নেশাড়ুদের মুগ্ধাঞ্চল তৈরি হচ্ছে।'

গাড়িতে চড়াও

- সেবক রোডে ভোররাতে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব
- ভাঙল গাড়ির কাচ, শহরে ফের দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য প্রকাশ্যে এল
- তদন্তের আশ্বাস দিলেও মুখে কুলুপ পুলিশের
- সেবক রোডে ফের সিসিটিভি ক্যামেরা সক্রিয় করার দাবি স্থানীয়দের

পাঁচ হাজার বাড়িতে জল সরবরাহ প্রকল্পের সূচনা

বাগডোগরা, ১৩ জুলাই : আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতে জলপ্রকল্পের সূচনা হল শনিবার। বাগডোগরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ক্যাম্পাসে এদিন একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্পের সূচনা করেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জীব সিনহা। কেন্দ্রীয় সরকারের জল জীবন মিশন প্রকল্পের আওতায় এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর (পিএইচই)-এর তত্ত্বাবধানে এই কাজ শুরু হচ্ছে। বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ প্রায় পাঁচ কোটি টাকা। এই প্রকল্প থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বাড়িতে জল সরবরাহ করা হবে।

সঞ্জীব বলছেন, 'এই প্রকল্পের জন্য জমি পেতে সমস্যা হয়েছিল। শেষপর্যন্ত জেলা শাসককে অনুরোধ করে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে জানিয়ে বাগডোগরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ১৫ কাঠা জমি হস্তান্তর করা হয়।' তিনি জানাচ্ছেন, আট মাসের মধ্যে কাজ শেষ হবে। এই প্রকল্পের ফলে আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত

আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতে জল প্রকল্পের সূচনা। শনিবার।

এলাকার বাগডোগরা মেইন রেড, লালা বস্তি, রবীন্দ্রনগর, হো চি মিন নগর, লিচুবাগান, জ্যোতিনগর, বাগডোগরা থানা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র মিলিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার বাড়িতে জল পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। ২০ মিটার উঁচু রিজার্ভারে চার লক্ষ লিটার জলধারণ ক্ষমতাবিশিষ্ট এই রিজার্ভার থেকে পরিস্রুত পানীয় জল বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে।

এদিন প্রকল্পের সূচনার সময় গত দুই বছরে তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতে কী কী উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে, সেই পরিসংখ্যান তুলে ধরে। পাশাপাশি 'আগের কংগ্রেস পরিচালিত বোর্ড কোনও কাজ করেনি' বলে কটাক্ষ করেন সঞ্জীব। তাঁর এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে সেখানেই প্রতিবাদ জানান কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য তথা বিরোধী দলনেত্রী লক্ষ্মী সিনহা থাপা। এনিয়ে সামান্য বাকবিতণ্ডা হলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায়।

অন্যদের খোঁজে পুলিশি টহল

ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করায় গ্রেপ্তার এক

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ জুলাই : বাইকে এসে স্কুল পড়ুয়া মেয়েদের শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার হল এক অভিযুক্ত। ফলত, বিধাননগরের স্কুল পড়ুয়া মেয়েদের সাহস করে সংঘবদ্ধ হয়ে অপরাধের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা সার্থক হল। পুলিশ জানিয়েছে, চোপড়ার চিতলঘাটার বাসিন্দা ধৃতের নাম মহম্মদ আফজাল। তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। শনিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জন্য জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এরই পাশাপাশি স্কুল পড়ুয়াদের নিরাপত্তা সহ এমন ঘটনা রুখতে সোমবার থেকে পুলিশি টহল শুরু করা হবে বলে কার্সিয়াংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায় জানিয়েছেন।

দীর্ঘদিন ধরেই মোটরবাইকে এসে জাতীয় সড়কে চলাচলকারী স্কুল কিংবা টিউশনগামী কিশোরীদের শ্লীলতাহানি করেই দ্রুতগতিতে বাইক নিয়ে পালিয়ে যেত তরুণের দল। এনিয়ে কয়েকজন মেয়ে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রে অভিযোগ জানালেও কোনও কাজ হয়নি। এমন ঘটনা ক্রমশ বাড়তে থাকায় তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে। এরপরই শুক্রবার পুলিশ ও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানানো হয়।

এমন গুরুতর অভিযোগের ভিত্তিতে সংবাদমাধ্যম খবর প্রকাশিত হতেই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কার্যত চাপের মুখে পড়ে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র। জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নির্দেশে জাতীয় সড়কের ধারে লাগানো সিসিটিভির ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়। পাশাপাশি নিগৃহীত মেয়েরাও একেবারে মোটরবাইকের নম্বরও পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ফলে, অভিযুক্তকে ধরা সম্ভব হয়েছে। আপাতত খানিকটা স্বস্তিতে মেয়েরা চলাফেরা করবে বলে পুলিশের দাবি।

চোপড়া থেকে বিধাননগরে এসে ছাত্রী মহলে ত্রাস তৈরি নিয়ে এলাকায় জোরদার চর্চা চলছে। সেইসঙ্গে দীর্ঘদিন থেকে মেয়েরা বাইরে বের হলেই শ্লীলতাহানির চেষ্টা চলছিল। এই ঘটনায় আফজাল একা নাকি আরও অনেকে জড়িত তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এ প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, 'বিধাননগরে সবদিক দিয়েই অরাজকতা চলছে। পুলিশও যেভাবে এসবে প্রশ্রয় দিচ্ছে সেটা সত্যিই লজ্জার।'

ঘটনায় আর কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কার্সিয়াং) অভিষেক রায় জানিয়েছেন। তাঁর কথা, 'এমন ঘটনা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। ইতিমধ্যে পুলিশ এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। সোমবার থেকে এলাকায় স্কুল পড়ুয়াদের নিরাপত্তা সহ এমন ঘটনা রুখতে পুলিশি টহল চলবে।' দোষী গ্রেপ্তারে খুশি মেয়েরা। তারা প্রশাসনের কাছে অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

জেল হেপাজত

- বিধাননগরে স্কুল ছাত্রীদের শ্লীলতাহানির চেষ্টার ঘটনায় গ্রেপ্তার মহম্মদ আফজাল
- শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত ধৃতের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে
- ঘটনায় আর কেউ জড়িত কিনা, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ

আগাম ব্যবস্থা সত্ত্বেও বাড়ছে ডেঙ্গি সংক্রমণ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৩ জুলাই : মাটিগাড়া ব্লকে বাড়ল ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা। শনিবার সাতজনের ডেঙ্গি ধরা পড়েছে। এর জেরে ব্লক প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য বিভাগে এখন ডেঙ্গি মোকাবিলায় তৎপরতা তুঙ্গে। তবে কতটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। যদিও

মাটিগাড়া ব্লক

বিডিও বিশ্বজিৎ দাস আশাবাদী। বলছেন, 'ডেঙ্গি মোকাবিলায় আমরা সব ধরনের উদ্যোগ নিয়েছি। আশা করছি আমরা সফল হব।'

তবে সরকারি পরিসংখ্যান অন্য কথা বলছে। গতবছর ১ জানুয়ারি থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১১। এবছর ১ জানুয়ারি থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ৩৯। গতবছরের সময়পর্বের নিরিখে প্রায় সাড়ে তিনগুণ বেড়েছে আক্রান্তের সংখ্যা। এপ্রসঙ্গে বিডিওকে প্রশ্ন করা হলে তাঁর যুক্তি, 'সিএমওএইচ মিটিংয়ে জানিয়েছেন, এই পরিসংখ্যান এমনই থাকে। এক বছর বাড়ে, পরের বছর কমে যায়। তবে আমরা গতবছরের পরিসংখ্যান দেখে এবছর আগাম ব্যবস্থা নিয়েছিলাম।'.

এদিকে সিএমওএইচ তুলসী প্রামাণিককে এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি সাফ জানিয়ে দেন, 'এক বছর বাড়ে, অন্য বছর কমে এমনটা নয়। প্রশাসনের উচিত বিষয়টিতে আরও নজর দেওয়া। আরও গুরুত্ব দিলে আশা করি আক্রান্তের সংখ্যা কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।' এদিন ব্লকে মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রানানগরে দুজন এবং তুম্বাজোতে একজনের ডেঙ্গি ধরা পড়েছে। এদিকে শিমুলতলা এবং পালপাড়ায় একজন করে আক্রান্ত। পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বানিয়াখারি ও ফুলবাড়ি পত্তনেও একজন করে আক্রান্ত।

বিডিও বলছেন, 'যেসমস্ত এলাকায় ডেঙ্গি ধরা পড়েছে, সেখানে এবং তার আশপাশের এলাকা পরিষ্কার করার কাজ শুরু করা হয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগ, গ্রাম পঞ্চায়েত, আশাকর্মীরা এই কাজে নিযুক্ত। পাশাপাশি রাস্তা এবং বাড়ির জমা জল বের করার কাজ চলছে। বাসিন্দাদের সচেতন করা হচ্ছে। জ্বর হলেই রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' এতকিছুর পরেও কী করে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ল, তার সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

উদ্বেগজনক

- মাটিগাড়া ব্লকে আগাম ব্যবস্থা সত্ত্বেও বাড়ল ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা
- শনিবার সাতজনের ডেঙ্গি ধরা পড়েছে
- গতবছর ১ জানুয়ারি থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১১
- এবছর একই সময়পর্বে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ৩৯

গ্রিল ফ্যাক্টরিতে চুরি, ধৃত ১

নকশালবাড়ি, ১৩ জুলাই : নকশালবাড়ি থানার রথখোলায় জাতীয় সড়কের পাশে একটি গ্রিল ফ্যাক্টরিতে চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার এক তরুণ। শুক্রবার রাতে অভিযুক্তকে একটি চায়ের দোকান থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। চুরির পর সামগ্রী যে পিকআপ ভ্যানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেটাও বাজেয়াপ্ত করেছে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম আশিস রায়। সে মাটিগাড়ার বাসিন্দা।

২ জুলাই রাতে রথখোলার একটি গ্রিল ফ্যাক্টরির গেটের তালা ভেঙে লোহার একাধিক সরঞ্জাম নিয়ে পিকআপ ভ্যানে বোঝাই করে চম্পট দেয় কিছু দুষ্কৃতী। ওই ফ্যাক্টরির মালিক মানিকরঞ্জন সরকার ৩ জুলাই নকশালবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তদন্তে নেমে এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে। তখনই পিকআপ ভ্যানটির হদিস মেলে। শুক্রবার রাতে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ সাতভাইয়ায় একটি চায়ের দোকান থেকে তরুণকে গ্রেপ্তার করে। তদন্তকারী আধিকারিক জানিয়েছেন, চুরি যাওয়া সামগ্রী এখনও পর্যন্ত উদ্ধার হয়নি। তবে ধৃত ঘটনার কথা স্বীকার করেছে।

ধৃত বৌদির বাড়ি থেকে গয়না উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ জুলাই : মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারকে মারধর এবং গায়ে আগুন লাগিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ ওঠে। ফাঁসিদেওয়া থানায় কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়ার মাম্পি দেবনাথের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাঁর বৌদি চিরতা দেবনাথকে গ্রেপ্তার করে। এরপর তাকে সাতদিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়। মাম্পি চিরতার বিরুদ্ধে তাঁর বাড়ি থেকে সোনার গয়না এবং নগদ চুরির অভিযোগ করেন। চিরতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে শনিবার তার বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া গয়না উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মাম্পি বর্তমানে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গোটা ঘটনায় চিরতা একাই জড়িত কি না তা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও ধৃতের দেওয়া বয়ান অনুযায়ী সে সেদিন একাই ছিল বলে সূত্রের খবর। আদালতে যাওয়ার পথে চিরতা জানিয়েছিল, আগুন দেওয়ার ঘটনায় সে জড়িত নয়। কীভাবে আগুন লাগাল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা এখনও কাটেনি। তদন্তের পরেই বাকিটা পরিষ্কার হবে।

স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের রিপোর্ট তলব

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : কোথাও ক্লাস ঘরের ফুটো ছাদ দিয়ে জল পড়ছে, কোথাও আবার মিড-ডে মিল খাওয়ার ঘর না থাকায় অগত্যা মাঠে বসেই খেতে হচ্ছে পড়ুয়াদের। এখানেই শেষ নয়, ক্লাসরুমের অভাব থাকায় এক শ্রেণিকক্ষেই চলছে দুটো-তিনটে ক্লাসের পড়াশোনা। এমন পরিস্থিতি রয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের আওতায় থাকা অনেক সরকারি স্কুলের। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দিল শিলিগুড়ি পুরনিগমের শিক্ষা বিভাগ। ইতিমধ্যেই যে স্কুলগুলো দীর্ঘদিন ধরে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আবেদন জানিয়েছিল, স্কুল কর্তৃপক্ষকে ডেকে পাঠিয়েছেন শিক্ষা বিভাগের মেয়র পারিষদ শোভা সুব্বা। পুরনিগমের সক্রিয় হস্তক্ষেপে দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলো সমাধানের আশা দেখছেন শিক্ষকরা।

সরকারি স্কুলের হাল ফেরানোর দিকে নজর দিয়েছে রাজ্য সরকার। স্কুলে পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচির নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এবার এগিয়ে এল পুরনিগমও। প্রাথমিক ও হাইস্কুল মিলিয়ে পুরনিগমের আওতায় প্রায় দেড়শোর মতো সরকারি স্কুল রয়েছে। শোভা বলেন, 'পুরনিগমের আওতায় থাকা সবস্কুলগুলোর পরিকাঠামোর দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। শৌচালয়, মিড-ডে মিলের শেড তৈরির মতো কাজগুলো করা হচ্ছে। স্কুলের অন্যান্য সমস্যাগুলো খতিয়ে দেখে সমগ্র শিক্ষা মিশনকে জানানো হবে। বৃষ্টি কমলেই ডিআই, এসআইদের সঙ্গে নিয়ে স্কুলগুলো পরিদর্শন করা হবে। আপাতত স্কুলগুলো থেকে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে।'

> স্কুলের শৌচালয়, মিড-ডে মিলের শেড তৈরির মতো কাজগুলো করা হচ্ছে। বৃষ্টি কমলেই ডিআই, এসআইদের সঙ্গে নিয়ে স্কুলগুলো পরিদর্শন করা হবে। আপাতত স্কুলগুলো থেকে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে।
>
> -শোভা সুব্বা *মেয়র পারিষদ, শিক্ষা বিভাগ*

পুরনিগমের এই উদ্যোগে সমস্যা মেটার আশা দেখেছেন ৪ নম্বর ওয়ার্ডে থাকা নেহরু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিনোদ ছেত্রী। তিনি বলেন, 'স্কুলের সমস্যা কথা শোনার জন্য মেয়র পারিষদ পুরনিগমে ডেকেছিলেন। ওঁকে সমস্তটা জানিয়েছি। তিনি দ্রুত স্কুল পরিদর্শন করে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।' অন্যদিকে, শৌচালয়ে সাপের উপদ্রব রয়েছে পুরনিগমের ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামাপ্রসাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এদিকে, ইতিমধ্যেই পুরনিগমের বরাদ্দ টাকায় ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের ফণীভূষণ বিদ্যাপীঠ (প্রাথমিক) স্কুলের মিড-ডে মিল খাওয়ার ঘর, ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ হিন্দি প্রাথমিক স্কুলের মিড-ডে মিল রান্নার ঘর তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা - এর একজন বাসিন্দা দীপক সামন্ত - কে 13.05.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 71K 51938 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি বানিয়ে আমার জীবনকে অনেক অর্থপূর্ন করে তুলেছে। একজন সাধারণ মানুষের জীবনে কোটিপতি হওয়া খুব সহজ নয়, কিন্তু ডিয়ার লটারি এটা খুব সহজ করে তুলেছে আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য স্বল্প পরিমাণ ডিয়ার লটারির টিকিট ক্রয়ের মাধ্যমে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে কোটিপতি বানানোর জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

মাটি চাপা পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

চাকুলিয়া, ১৩ জুলাই : ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে মাটি চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। মৃতের নাম দিল ফারাজ (৩৫)। তাঁর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ফারাজ হরিয়ানায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। শনিবার ভোরে তাঁর নিথর দেহ হরিয়ানা থেকে চাকুলিয়ার বিদ্যানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঠলার বাড়িতে আনা হলে কান্নায় ভেঙে পড়েন আত্মীয়রা।

কীভাবে মাটি চাপা পড়লেন তিনি? পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বুধবার হরিয়ানায় বাড়ি তৈরির সময় মাটি খোঁড়ার কাজ করছিলেন। সেই সময় হঠাৎ ধস নামে। এর ফলে মাটির তলায় চাপা পড়ে যান ফারাজ। এরপর সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সেখানেই ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করা হয়। বিদ্যানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ধারু মুর্মু বলেন, 'আমাদের কাছে সব মৃত্যু দুঃখজনক। তাঁর পরিবারকে সবরকম সহযোগিতা করার চেষ্টা করছি।'

> আমাদের কাছে সব মৃত্যু দুঃখজনক। ফারাজের পরিবারকে সবরকম সহযোগিতা করার চেষ্টা করছি।
>
> -ধারু মুর্মু, *উপপ্রধান, বিদ্যানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত*

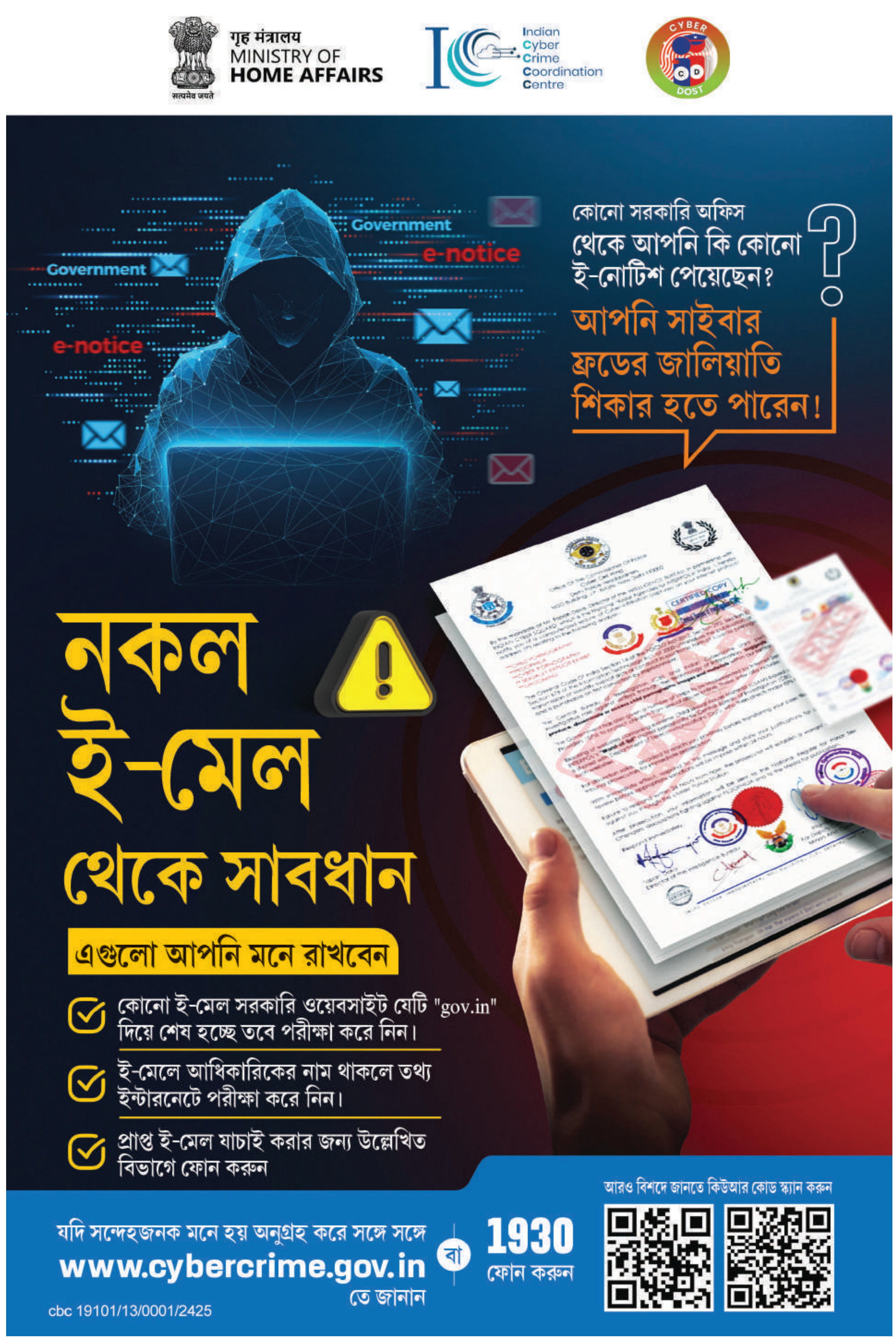

শতবর্ষে জগন্নাথ

উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট সাহিত্যিক জগন্নাথ বিশ্বাসের শতবর্ষ হল এবার। বহুমুখী প্রতিভার এই মানুষটিকে নিয়ে উত্তর সম্পাদকীয়তে দুটি প্রতিবেদন।

স্কেচ : কৃষ্ণ বর্মা
সৌজন্যে : বেণু সরকার

বহুমুখী ভাবনার আধার

গৌতম সরকার

কিছু স্মৃতি ভোলার নয়। কলেজে পড়ি তখন। শিশু-কিশোরদের নিয়ে প্রকৃতি পাঠ শিবির হচ্ছিল বক্সা জঙ্গলের কালকূটে। আয়োজক রোভার্স অ্যান্ড মাউন্টেনিয়ার্স ক্লাব। উত্তরবঙ্গে শুধু নয়, বাংলায় পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণের প্রথম সংস্থা। ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়, পাঁচ, ছয়ের দশক থেকে ক্লাবটি কাজ করছে। উত্তরবঙ্গে যে আজ এত পরিবেশ সংস্থা, এত প্রকৃতি পাঠ শিবিরের আয়োজন- সে সবের পাইওনিয়ার আলিপুরদুয়ারের এই রোভার্স অ্যান্ড মাউন্টেনিয়ার্স ক্লাব।

সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে যাঁর ভাবনা, তিনি এই সংস্থার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত। তিনি জগন্নাথ বিশ্বাস। যাঁর জন্মশতবর্ষ এ বছর। সারা বাংলাতে যখন সেভাবে পর্বতারোহণ সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়নি, জগন্নাথ বিশ্বাস সেসময় এই যুগান্তকারী পদক্ষেপ করেছিলেন। শুধু পর্বতারোহণই বা কেন, পরিবেশচর্চা, প্রকৃতি পাঠ ইত্যাদির বাংলায় অগ্রদূত তিনি। আজকাল পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানা চর্চা হয়, গবেষণা চলে। একেবারে মাইক্রো লেভেলে পরিবেশ সংরক্ষণের মডেলটা কিন্তু দেখিয়ে গিয়েছেন জগন্নাথদা।

যে প্রকৃতি পাঠ শিবিরের উল্লেখ করেছিলাম প্রথমে, সেখানে উপস্থিত ছিলেন তিনি। বিকেলে শিবির শেষে বাড়ি ফেরার পালা। অন্য আয়োজকরা ছেলেমেয়েদের এক জায়গায় জড়ো করেছেন। শিবিরের শিক্ষাগুলির সংক্ষিপ্তসার আলোচনা করছেন। এরপর ছেলেমেয়েদের গাড়িতে উঠিয়ে দেওয়া হবে। দেখলাম, জগন্নাথদা কিছুটা দূরে উবু হয়ে বসে ঘুরে ঘুরে কীসব কুড়োচ্ছেন। কৌতূহলে কাছে গিয়ে দেখলাম, নানাবিধ কাগজ, প্যাকেট, লজেন্সের মোড়ক ইত্যাদি জড়ো করছেন।

কুড়োনো জিনিসগুলি তারপর ঠোঙায় ভরছেন। প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ নয়, কাগজের ঠোঙা। জগন্নাথদাকে জিজ্ঞাসা করার মতো সাহস তখনও অর্জন করিনি। যদিও কথা বললে পরে বুঝেছি, একেবারে মাটির মানুষ। কিন্তু দেখতে রাশভারী। দীর্ঘ চেহারা। সাদা ধুতি ও সাদা শার্টে ভিন্ন ব্যক্তিত্ব। শরীরী ভাষায় ভাবুকতার প্রকাশ। অন্য আয়োজকদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম, প্রকৃতি পাঠ শিবিরের জন্য যত আবর্জনা ছড়িয়েছে, সেসব কুড়োচ্ছেন উনি। জঙ্গলে কোনও জঞ্জালই ফেলে যাবেন না। কুড়িয়ে জঙ্গলের বাইরে নিয়ে মাটিতে পুঁতে দেবেন।

আজকাল প্রায়ই খবর হয়, টন টন আবর্জনায় ভর্তি এভারেস্টের পথ। মাঝে মাঝে শুনি, পিকনিক, বেড়ানোর দৌলতে বক্সা জঙ্গলের রাজাভাতখাওয়া, জয়ন্তী এলাকা এখন ডাম্পিং গ্রাউন্ড হয়ে থাকে। শিলিগুড়ির কাছে বালাসন নদীর ধারে বোতল, প্লাস্টিকের ছড়াছড়ি। তখন মনে হয়, সময়ের চেয়ে কত এগিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণে নিজের মতো করে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন জগন্নাথ বিশ্বাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর।

মেধাবী মানুষটি বাংলার সাহিত্যের জগতে পরিচিত নাম ছিলেন। পর্বতারোহণ, পরিবেশচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ। কখনও আলিপুরদুয়ার ছেড়ে যাননি। স্বভাব-বাউন্ডুলে মানুষ। জঙ্গল, পাহাড় ছিল তাঁর অন্তঃস্থলে। জঙ্গল, বন্যপ্রাণীর পাশাপাশি বনাচারী মানুষের সঙ্গে নিবিড় সখ্য। বক্সা পাহাড়ে ডুকপা জনগোষ্ঠীর অগ্রণী মানুষ মাঠে ডুকপা কিংবা বক্সা দুর্গের পাশের বাসিন্দা হরিশংকর থাপা ছিলেন তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু। ওঁদের সঙ্গে ছিল জগন্নাথদার প্রাণের আত্মীয়তা।

বক্সা পাহাড়ের সর্বোচ্চ জায়গাটির নামকরণ করেছিলেন জগন্নাথদা- রোভার্স পয়েন্ট। ট্রেকিং করতে গেলে প্রায় সকলের অবশ্য গন্তব্য ওই রোভার্স পয়েন্ট। বক্সা, জয়ন্তী সহ ডুয়ার্স, তরাই, পাহাড়ে এখন হোমস্টের শেষ নেই। বেড়াতে গিয়ে থাকা, বিনোদন, প্রকৃতির সংস্পর্শে সময় কাটানোর জন্য হোমস্টে'র কনসেপ্টটা সেই ছয়ের দশকেই ভেবেছিলেন জগন্নাথ বিশ্বাস।

তাঁর আগ্রহ ও পরামর্শে ঐতিহাসিক বক্সা দুর্গ থেকে কিছুটা দূরে হরিশংকর থাপার বাড়িতে উত্তরবঙ্গে তো বটেই, সম্ভবত বাংলার প্রথম হোমস্টে তৈরি হয়েছিল। সেই হোমস্টের নামটাও জগন্নাথদার দেওয়া। নাম দিয়েছিলেন রোভার্স ইন। সেই হোমস্টে এখনও আছে। হরিশংকরের ছেলে ইন্দ্র থাপার তত্ত্বাবধানে। এখন অবশ্য বাণিজ্যিক ছোঁয়া। পেশাদারিত্ব আছে। জগন্নাথদার আগ্রহে তৈরি হোমস্টে ছিল নিতান্তই প্রকৃতির মাঝে সময় কাটানোর কেন্দ্র। অনাবিল প্রকৃতির মাঝে সাদামাঠা থাকার বন্দোবস্ত।

বহুমুখী জীবন মানুষটির। উত্তরবঙ্গের একপ্রান্তের এক মফস্সল শহরে সারা জীবন কাটিয়ে গেলেন সেই বহুমুখী মনন, প্রতিভা নিয়ে। ইংরেজিতে এক্সপোজার বলতে যা বোঝায়, তার পিছনে ছোটেননি কখনও। নির্দিষ্ট কোনও শখ বা কর্মকাণ্ডের ফ্রেমে তাঁকে বাঁধা যায় না। গুগলের পরিধি থেকে অনেক দূরে যাঁর কাজকর্ম। প্রতিবেদনটি লিখতে গিয়ে টের পেলাম, গুগল এই মানুষটিকে চেনে না। তবে গুগলেই Sports in South Asian Society : Past and Present শিরোনামে যে বইটির (বোরিয়া মজুমদারের সম্পাদনা) উল্লেখ আছে, তাতে ভিন্নভাবে চিত্রিত তাঁর বহুমুখিনতা।

বইটিতে জগন্নাথ বিশ্বাসের পরিচয় দেওয়া আছে, 'Remains a legandary figure... for more feats than one ... He was a renowned poet, distinguished painter, an excellent speaker, a prolific writer, an environmenalist and above all a great sportsman. He was not only a great player... but more importantly an able organaiser of modern sports... He also initiated the mountaineering movement in North Bengal and established the mountaineering Rovers club, the first of its kind in Bengal. (পৃষ্ঠা ৯০)।

আলিপুরদুয়ারে সংস্কৃতিচর্চার আরেকটি দিগন্ত ছিল ম্যাক উইলিয়াম ইনস্টিটিউট। যার আজ আর অস্তিত্ব নেই। পুরোনো দিনে ডুয়ার্সের ঐতিহ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে নির্মিত কাঠের পাটাতনের ওপর ভবনটিও ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। এই ইনস্টিটিউটেরও অন্যতম প্রাণপুরুষ ছিলেন জগন্নাথ। সাংস্কৃতিক বিকাশে বই পড়ায় উৎসাহ দেওয়ার ক্ষেত্রে এই সংস্থার অসাধারণ ভূমিকার পিছনে ছিলেন তিনি।

বই তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। রাজনীতির সঙ্গে খুব সক্রিয় না হলেও সম্পর্ক ছিল। আরএসপি'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। একসময় আরএসপি প্রভাবিত সাপ্তাহিক পত্রিকা দাবিকে কেন্দ্র করে আলিপুরদুয়ারে সাহিত্যচর্চার যে পরিবেশ গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যমণি ছিলেন তিনি। পরে আরএসপি'তে ফাটল ধরায় বিদ্রোহীরা একবার তাঁকে বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী করে দিয়েছিলেন। ভোটের দিন বুথ থেকে বুথে ঘোরার সময় যতক্ষণ গাড়িতে বসে ছিলেন, ততক্ষণ তাঁর চোখ দেখেছি বইয়ে।

বাড়িতে আলাদা করে ড্রয়িং রুম বলে কিছু ছিল না। পুরোনো আমলের কাঠের দোতলায় শোয়ার ঘরটাই ছিল আস্ত গ্রন্থাগার। সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা নয়। এলোমেলো, ছড়ানো-ছিটানো। বইয়ের মাঝে তাঁর বিছানা, বসার জায়গা। দেখে মনে হত, সব বই যেন সবসময় পড়া হচ্ছে। আলিপুরদুয়ারের অন্যতম সম্পদ এই মানুষটির স্মৃতি সংরক্ষণে মাঝে মাঝে কয়েকটি পত্রিকার কিছু বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ ছাড়া আর কিছু হয়নি। সেটা সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক।

তাঁর একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও কেউ নেয়নি। না প্রশাসনিক স্তরে, না বেসরকারি স্তরে। যাঁর শিক্ষায় চিন্তা, মননের বিভিন্ন ক্ষেত্র সমৃদ্ধ হতে পারত, জন্মশতবর্ষে তিনিই থেকে যাচ্ছেন বিস্মৃতি, উপেক্ষার আড়ালে।

কবি জগন্নাথ বিশ্বাসের বই

কাব্যগ্রন্থ

ঝিলম ও অন্যান্য কবিতা, একক, কলকাতা : ১৯৪৪
বক্সা পাহাড়ের জন্য, আলিপুরদুয়ার : ১৯৭৮
স্মরণের বেলাভূমি, শিলিগুড়ি : ১৯৮৬

জীবনীগ্রন্থ

রম্যাঁ রলাঁ, শ্রী প্রকাশ ভবন, কলকাতা : ১৯৬৬

অন্যান্য

শিকারী চিতা, করুণা, কলকাতা : ১৯৭৮

অনুবাদ

নিকলাস নিকলবি, অভ্যুদয় : ১৯৪৯
অলিভার টুইস্ট, অভ্যুদয় : ১৯৬০
রুদ্রপ্রয়াগের চিতা, অভ্যুদয় : ১৯৭৮

তাঁর হাত ধরেই উত্তরে আধুনিক কবিতার বিস্তার

উত্তম চৌধুরী

উত্তরের সাহিত্য, দক্ষিণের সাহিত্য- এমনটি হয় না। আবার জেলাওয়াড়ি, দশকওয়াড়ি সাহিত্যের চিহ্নিতকরণ বিভ্রান্তিমূলক। তবুও একটি মৃদু মেরুরেখা লক্ষণীয় যা আগে গাঢ় ছিল এখন ক্রমশ বিলীয়মান। এ প্রসঙ্গে আমাদের পূর্বসূরি জগন্নাথ বিশ্বাসের নাম উল্লেখযোগ্য। এটা অনস্বীকার্য যে উত্তরের আধুনিক কবিতা তাঁর হাত ধরেই বিস্তার লাভ করেছে।

১৯৪৪-এ বেরিয়েছিল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝিলম ও অন্যান্য কবিতা'। নামকরণেই আধুনিকতার ছোঁয়া। ২০০০ সালে প্রকাশিত হয় কবিতাসংগ্রহ 'নিছক শব্দেরা'। এই বইটিতে তাঁর কবিতা সম্পর্কে কবি সমীর চক্রবর্তী লিখেছেন, 'লিখছেন তিরিশের দশক থেকে। তাঁর কবিতা পড়তে নেই। বুকের মধ্যে জড়িয়ে রাখতে হয়।' প্রথম কবিতাতেই তার হদিস, 'কে বলেছে প্রাজ্ঞতা, স্পৃহায় এবার বন্ধন শেষ,/ প্রেম শেষ বসন্ত ফুরালে? বসন্ত আমার প্রতি মাস।...কেউ যেখানে পারে না পৌঁছাতে/ ভালবাসা সেখানে পৌঁছায়।'(ভালবাসা সেখানে পৌঁছায়) বা 'নাইবা পেলাম স্পর্শ অন্ধকার এক ঝাঁক/সোনালি চুলের;'(সাঁ-চি-ফুঁতে সন্ধ্যা)।

জীবনযাপনে অন্যরকম

- কয়েকটি প্রেসে নিয়মিত আড্ডা মারতেন। বসুধা প্রিন্টার্স, লিপিকা প্রেস। পাওয়া যেত নিতাই কবিরাজের দোকানেও।
- নির্ভুল বানানে গোটা গোটা অক্ষরে সুন্দর হাতের লেখা।
- স্কেচ করতেন নিয়মিত।
- মাঝে মাঝে দলবল নিয়ে জঙ্গলে যেতেন। বীজ ছড়াতেন সেখানে।
- পরিবেশ রক্ষার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন।
- সত্যি কথা জোর গলায় বলতেন বারবার।

প্রকৃতিপ্রেমী কবি আলিপুরদুয়ারে রোভার্স অ্যান্ড মাউন্টেনিয়ার্স ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা। জঙ্গলে গেলে গাছের বীজ নিয়ে যেতেন, ছড়িয়ে দিতেন। 'নৈঃশব্দ্য' কবিতায় তাঁর নিসর্গ চেতনা দেখুন, 'ঐ হ্রদ বিশাল, গভীর।/হ্রদটা/নিস্তরঙ্গ/স্থির অন্তঃস্থল থেকে/পিয়ানোয় বাজায় সোনাটা।' আবার লেখেন, 'পাহাড়ি ঢালের এই তীক্ষ্ণ বাঁকটায়/এই বিশাল গাছটাকে বহুদিন দেখেছি।... এর বাকলে আমারই চামড়ার ছাপ লেগেছে,/...অনেক নারীর প্রেমের উত্তাপ/এর ডালপালা পল্লবিত করেছে কতবার।' (নিঃসঙ্গ নায়ক)। 'গাছ' নামক সনেটে Ezra Pound-এর একটি লাইনের সূত্র ধরে তিনি লিখলেন, 'বিশাল বনের রাজ্যে আমি এক নিঃস্তব্ধ উদ্ভিদ/অনেক অজ্ঞাত কথা উদ্ভাসিত হয়েছে আকাশে/অনেক জলের শব্দ, জটিলতা, যজ্ঞের সমিধ/ অনেক মাটির কান্না জমে আছে শিকড়ের কাছে।'

'তপগাঁর চূড়ায়' নাড়িয়ে যায় আমাদের বোধকে, হৃদয় নিস্তব্ধ হও।/এইসব দীর্ঘকায় গাছগুলো/এক সার নীরব প্রার্থনা।/এইসব পিতামহ গাছ/অন্ধকার ভ্রূণ থেকে/আলো আর জীবনের মন্ত্রণা নিয়েছে।' 'লেপচাখায় বিকেল'-কে কীভাবে সরিয়ে রাখি! 'কেউ কেউ স্বল্পবাক হলে/খুব ভাল হয়।/ না হলে পাহাড় এই নির্জনতাটুকু/মুছে নেবে।....ধূপিবন পাহাড়ের ঢালে/শীতল তোয়ালে দিয়ে/মুছে নেয় পিঠ ও কপালে/ সমস্ত ক্লান্তির ঘাম।'

ভীষণ আধুনিক তাঁর শব্দ প্রয়োগ, 'হাইকিং সমাপ্ত। ভোরে হিমে ভেজা এসে পড়বে ট্রেন/ কুয়াশা চাদর ছিঁড়ে, বনভূমি হুইসিলে কাঁপিয়ে...অন্ধকার ভরা চোখে/দূর থেকে যেন স্বপ্নলোকে/টিকিট কাটার শব্দ।' (ফিরে আসার ভোর)। নদীকে নিয়ে অসামান্য মোচড়, 'এইসব নদীগুলো বাঁকে বাঁকে শরীর মোচড়ায়/এদের বালির বুক দূর প্রান্তে বহু বিস্তারিত,' (এইসব নদীগুলো)।

কবির অকপট স্বীকারোক্তি, 'আত্মছলনার বশে পানাসক্ত মন তবু/সবুজেও ভাটিখানা খোঁজে।'(বুর্জোয়া) কিংবা 'নস্টালজিয়া/গৃহকাতরতা/ আধুনিক ধর্ম নয়/তবু মাঝে মাঝে/নস্টালজিক হতে ভাল লাগে।'(নস্টালজিয়া)

স্বাভিমানে উন্নত, গম্ভীর, মিতবাক মানুষটির সেই সময়ে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, দেবকুমার বসুর মতো শুভানুধ্যায়ী থাকলেও তিনি নিজেকে মেলে ধরেননি। প্রচারবিমুখ। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জগন্নাথ বিশ্বাসকে নিয়ে লিখলেন (১৩৮১) সাহিত্যচিন্তা পত্রিকায়, 'আমরা কবি নই। আমাদের জন্মদিন হা-ভাতেদের এই দেশে/ আমাদের সার্থক জনম, তাই বদ্ধ উন্মাদের প্রলাপের মতো/মনে হয়।'

(লেখক আলিপুরদুয়ারের সাহিত্যিক)

ছবি বেণু সরকারের সৌজন্যে

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

দেহ উদ্ধার

শনিবার উত্তর কলকাতার কাশী বোস লেনের রাস্তা খুঁড়তেই বেরিয়ে আসে এক মহিলার দেহ। দুর্গন্ধ পেয়ে পুলিশকে খবর দিয়েছিল স্থানীয় মানুষ। কার দেহ তা জানা যায়নি।

ফিরহাদের তোপ

চার্চে ঢুকে দাদাগিরির অভিযোগে কাউন্সিলার সুদীপ পোল্লেকেই দায়ী করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বলেন, 'ঠিক না বেঠিক, তা দেখার জন্য পুরনিগম আছে।'

নিখোঁজ ২ ছাত্রী

হুগলির ডানকুনিতে চারদিন ধরে নিখোঁজ অষ্টম শ্রেণির ২ ছাত্রী। ইতিমধ্যেই ওই ছাত্রীদের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে।

বিক্ষোভ

শনিবার বস্তি উচ্ছেদের নামে হুগলির তারকেশ্বরে বুলডোজার দিয়ে জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ করল রেল। এই ঘটনায় স্থানীয় লোকজনের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় রেল পুলিশকে।

সাফল্য মমতার কৌশলে

শংকরের 'ফ্রিহ্যান্ড'-এ রানাঘাট জয়

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ জুলাই : ১৯৯৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর তীব্র আপত্তি উপেক্ষা করে তিন নেতাকে টিকিট দেওয়ার জন্য গলায় কালো চাদর দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন তৎকালীন যুব কংগ্রেস সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তা সত্ত্বেও মুর্শিদাবাদের নবগ্রামে অধীররঞ্জন চৌধুরী, রানাঘাট পশ্চিমে শংকর সিং ও সুলতান আহমেদের জন্য কংগ্রেস হাইকমান্ডের কাছ থেকে টিকিট আদায় করেছিলেন তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র।

সুলতান আহমেদ আগেই তৃণমূলে যোগ দিয়ে সাংসদ হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর স্ত্রী সাজদা আহমেদ এখন উলুবেড়িয়ার সাংসদ। শংকর সিংও কংগ্রেস ছেড়ে মমতার হাত ধরে তৃণমূলে এসেছিলেন এবং তাঁর ছেলে চাকদা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েও হেরে গিয়েছিলেন। অধীর চৌধুরী এখনও মমতার তীব্র সমালোচক। তাই এবার লোকসভা নির্বাচনে অধীরকে হারাতে আদাজল খেয়ে মাঠে নেমে সফলও হয়েছেন মমতা।

> দলনেত্রী আমাকে এই কেন্দ্রের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আমি সকলকে সঙ্গে নিয়ে দলীয় প্রার্থীকে জেতানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছি। আমাদের দলের প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। মাত্র দু'মাসের মাথায় এই কেন্দ্রের ফল সম্পূর্ণ ঘুরে গেল। এটাই আমাদের সাফল্য।
>
> **শংকর সিং**

গত লোকসভা নির্বাচনে রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিপুল ব্যবধানে এগিয়েছিল বিজেপি। এবার এই কেন্দ্রের উপনির্বাচনে তাঁর এক সময়ের প্রধান বিরোধী বলে পরিচিত শংকরকেই এই কেন্দ্র দখলের দায়িত্ব দিয়েছিলেন মমতা নিজে। মমতা বা দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একবারের জন্যও এই কেন্দ্রে প্রচারে যাননি। একা কাঁধে দায়িত্ব তুলে নিয়ে প্রবীণ এই দক্ষিণপন্থী নেতা রানাঘাট দক্ষিণ কেন্দ্রটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুলে দিলেন।

উপনির্বাচনের দিন ঘোষণার পরই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়া মুকুটমণি অধিকারীকে জেতানোর জন্য শংকর সিংকে কলকাতায় ডেকে দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন মমতা। সেজন্য শংকরকে ফ্রিহ্যান্ড ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছিল। মতুয়া অধ্যুষিত এই বিধানসভা কেন্দ্রে জয় যে যথেষ্ট কঠিন, তা জানতেন শংকর নিজেও। কিন্তু দলনেত্রীর নির্দেশমতো তিনি ভোটের দিন ঘোষণা থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়েন।

ভোটের আগেই শংকর বলেছিলেন, 'এটা দলগত লড়াই। আমি একজন সৈনিকের মতো কাজ করছি।' তবে শনিবার বেলার দিকে জয় নিশ্চিত বোঝার পরই শংকর বলেন, 'এটা দলের লড়াই। যে কোনও খেলায় টিম স্পিরিটই আসল। আমি সেটা ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলাম। আমরা সবাই একসঙ্গে লড়াই করে এই জয় পেয়েছি।' তাহলে কি লোকসভা নির্বাচনে টিম স্পিরিট ছিল না? সরাসরি উত্তর না দিলেও শংকর অবশ্য পরোক্ষে বুঝিয়ে দিয়েছেন, লোকসভা ভোটে টিম স্পিরিটের অভাবের কারণেই রানাঘাট কেন্দ্রটি হাতছাড়া হয়েছে তৃণমূলের।

শংকর বলেন, 'দলনেত্রী আমাকে এই কেন্দ্রের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আমি সকলকে সঙ্গে নিয়ে দলীয় প্রার্থীকে জেতানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছি। আমাদের দলের প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। মাত্র দু'মাসের মাথায় এই কেন্দ্রের ফল সম্পূর্ণ ঘুরে গেল। এটাই আমাদের সাফল্য।'

তবে এই ভোটকে প্রথম থেকেই প্রহসন বলে অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'এই ফল মানুষের প্রকৃত রায়ের প্রতিফলন নয়। এখন তৃণমূল নেতারা আবির খেলছেন খেলুন। কিন্তু একদিন আসবে, যেদিন আপনাদের গণ প্রতিরোধের মুখে পড়তে হবে।'

৪ জুন লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গিয়েছিল, ৩৭ হাজার ভোটের ব্যবধানে পিছিয়ে রয়েছে তৃণমূল। বিজেপি থেকে তৃণমূলে আসা এই কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারীর ওপরই ভরসা রেখেছিলেন দলনেত্রী। ফল প্রকাশের ৩৯ দিনের মাথায় ওই ব্যবধান মুছে মুকুটমণি জিতলেন ৩৭,০০৬ ভোটে। আর এখানেই বোঝা গেল রাজ্যের ভোটে এখনও মমতাকেই ভরসা করেন বাংলার মানুষ।

জয়ের পর সমর্থকদের সঙ্গে রানাঘাট দক্ষিণ কেন্দ্রের প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারী। শনিবার। -পিটিআই

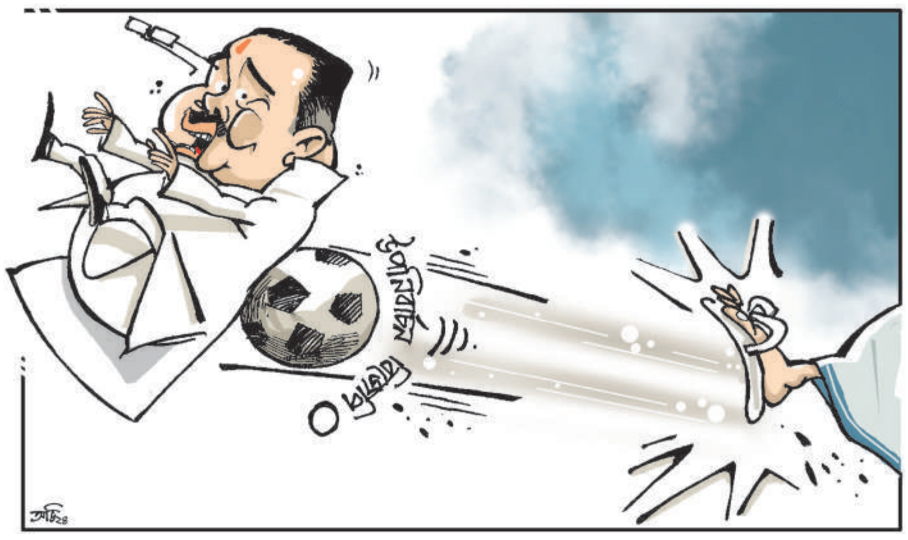

উপনির্বাচনের পর আরও দিশাহারা

দাগই কাটল না বাম-কংগ্রেস জোট

রিমি শীল

কলকাতা, ১৩ জুলাই : বিধানসভা উপনির্বাচনেও বাম-কংগ্রেসের রক্তক্ষরণ অব্যাহত। রাজ্যের ৪টি বিধানসভা অর্থাৎ রায়গঞ্জ, রানাঘাট দক্ষিণ, বাগদা, মানিকতলা আসনে তৃণমূলের জয়জয়কার। বাম ও কংগ্রেস জোটের প্রার্থীরা তৃতীয় স্থানে রইলেন। রায়গঞ্জ বাদে বাকি তিন আসনে বাম ও কংগ্রেস প্রার্থীদের জমানত জব্দ হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, উপনির্বাচনের ফলাফলেই স্পষ্ট বাম-কংগ্রেস জোট মানুষের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। দীর্ঘদিনের বৈরিতার সম্পর্ক ছেড়ে বাম-কংগ্রেসের বন্ধুত্বের মনোভাব ভালো নজরে নেয়নি মানুষ। এমনকি ফ্রন্ট শরিক দলগুলি নিজেরাই দিশাহীন। লোকসভা নির্বাচন থেকে শিক্ষা নিয়ে ক্ষত সারানোর পরিবর্তে আসন নিয়ে পুনরায় আকচাআকচি আদতে তাদেরই ক্ষতি করেছে।

প্রয়াত কংগ্রেস নেতা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির গড় রায়গঞ্জ কংগ্রেসকে ছেড়েছিল সিপিএম। এখানে কংগ্রেস প্রার্থী মোহিত সেনগুপ্ত ২৩,১১৬টি ভোট পেয়েছেন। অর্থাৎ শতাংশের নিরিখে তাঁর প্রাপ্ত ভোট ১৫.৫। বিজেপি প্রার্থী মানসকুমার ঘোষ ২৪.৪ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। তৃণমূলের কৃষ্ণ কল্যাণী পেয়েছেন ৫৭.৯৭ শতাংশ। এই আসনে দ্বিতীয় স্থানে থাকা বিজেপির থেকে কংগ্রেস প্রার্থীর ব্যবধান খুব একটা শোচনীয় নয়। কিন্তু বাগদা, রানাঘাট দক্ষিণ, মানিকতলায় জোটের ফল চিন্তার কারণ হতে পারে বাম-কংগ্রেসের। বাগদায় ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী ছিলেন গৌর বিশ্বাস। এই আসন আগে ফরওয়ার্ড ব্লকের গড় হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু গৌর বিশ্বাসের প্রাপ্ত ভোট ৪.১৮ শতাংশ। তাঁর জমানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এখানে কংগ্রেস অশোককুমার হালদারকে প্রার্থী করেছিল। তিনি ০.৬৬ শতাংশ ভোট পেয়ে জমানত খুইয়েছেন। বাগদায় ফরওয়ার্ড ব্লক ও কংগ্রেসের দ্বন্দ্বে আখেরে সুবিধা হয়েছে বিজেপির। বিজেপি প্রার্থী বিনয়কুমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব আওয়াজ তুললেও ফলাফলের ভিত্তিতে তিনি ৩৭.৯৫ শতাংশ ভোট পেয়েছেন।

রানাঘাট দক্ষিণে সিপিএম প্রার্থী অরিন্দম বিশ্বাস ৬.৩৫ শতাংশ ভোট পেয়ে জমানত খুইয়েছেন। মানিকতলার সিপিএম প্রার্থী রাজীব মজুমদার ৮.১৯ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। ৪টি আসনেই বিজেপি দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনের পর পরাজয়ের পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনায় দলের অন্দরেই প্রশ্ন উঠেছিল বিজেপির থেকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অধিক সরব হওয়া সঠিক পদক্ষেপ হয়নি। কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে কেরলে বামেদের নিম্নগামী ফলাফল নিয়ে বিস্তর আলোচনা হলেও পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে স্পষ্ট ধারণা বঙ্গ নেতারা দিতে পারেননি। ফলে বাংলা নিয়ে সিপিএমের ভ্রান্ত দিশা উপনির্বাচনেও দলকে ভরাডুবির মধ্যে ফেলেছে। বাম-কংগ্রেস অবশ্য জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষিতে এই ফল ইন্ডিয়া জোটের জয় হিসেবে দেখছে।

বঙ্গ সিপিএমের সাফাই, '২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর যে উপনির্বাচন হয়েছিল তাতে তৃণমূলের জয়ের ব্যবধান লক্ষের ঘরে থাকলেও এবার তা হয়নি। তাই জোটের নৈতিক জয় হয়েছে। অনেক বাম নেতার বক্তব্য, সদ্য লোকসভা নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে। তাই পরিস্থিতি সামাল দিতে এখনও সময় লাগবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, বাম-কংগ্রেস ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টা করলেও উপনির্বাচনের ফল স্পষ্ট করেছে জোট এখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। দুই দলই এরাজ্যে সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়ে দিশাহারা।

স্নাতকে হ্যাম রেডিও

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১৩ জুলাই : প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে যখন সমস্তরকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, টেলিফোন বা মোবাইলের সংযোগ পাওয়া যায় না, তখনও কিন্তু কার্যকর থাকে রেডিওর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা। আবার নিখোঁজ কোনও ব্যক্তিকে খুঁজে দেওয়ার ক্ষেত্রেও অনেক বেশি কার্যকর রেডিওর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা। হ্যাম রেডিও যে কাজটি দীর্ঘদিন ধরেই করে আসছে। সেই হ্যাম রেডিওর প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা এবার স্নাতকস্তরের পাঠ্যক্রমে চালু হল। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটির অন্তর্গত রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজে শনিবার এই কোর্সের উদ্বোধন করেন কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী কমলস্থানন্দ মহারাজ। চলতি বছর থেকেই ওই কলেজের কেমিস্ট্রি অনার্স বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা ওই কোর্সের প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন।

এদিন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজে এই কোর্সের উদ্বোধন করে

রাজ্যে প্রথম কোর্স কলেজে

অধ্যক্ষ স্বামী কমলস্থানন্দ মহারাজ বলেন, 'আমরা আশাবাদী, ছাত্ররা খুব ভালো করে এই কোর্স শিখে ও পরীক্ষায় পাশ করে দেশের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে। কেমিস্ট্রি অনার্স কোর্সের পড়ুয়ারা এবছর থেকে এই কোর্সের প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা দিতে পারবে। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান বিভাগের অন্য কোর্সের পড়ুয়ারাও এই প্রশিক্ষণ নিতে পারবে।' ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ কমিউনিকেশন অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের চেয়ারম্যান অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস বলেন, 'দেশের মধ্যে এই কোর্স সর্বপ্রথম এই কলেজেই চালু হল। পড়ুয়ারা বেসিক ইলেক্ট্রনিক্স থেকে শুরু করে অস্থায়ী রেডিও তৈরি, পাওয়ার সাপ্লাই, অ্যান্টেনা তৈরি থেকে রেডিও যোগাযোগের সমস্ত কিছুই শিখতে পারবেন।' এখানে পড়ুয়াদের ক্লাস নেবেন ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ কমিউনিকেশন অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের প্রিন্সিপাল ডঃ পশুপতি মণ্ডল, ভাইস প্রিন্সিপাল দীপক চক্রবর্তী, চেয়ারম্যান অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি রিঙ্কু নাগ বিশ্বাস। রাজ্যের আরও ৫টি কলেজেও এই কোর্স পড়ানোর কথা চলছে।

প্রহসন বললেও হারে হতভম্ব পদ্ম

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৩ জুলাই : চার বিধানসভায় দল হারতে চলেছে, ভোটের পরে এমনটা বুঝেছিল বিজেপি। তবে, পরাজয়ের ব্যবধান যে এত বেশি হবে সেটা অনুমান করতে পারেনি পদ্ম শিবির। শনিবার, রাজ্যের চার বিধানসভা উপনির্বাচনের চার আসনেই তৃণমূলের কাছে হারার পর, সাংসদ ও রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'এই ফল আমাদের কিছুটা প্রত্যাশিত ছিল। তবে বিশেষত রানাঘাট দক্ষিণের মতো আসনে যে ব্যবধানে দল হেরেছে তা ভবিষ্যতে দল নিশ্চয়ই বিশ্লেষণ করে দেখবে।'

উপনির্বাচনের ফলে রানাঘাট দক্ষিণে তৃণমূলের মুকুটমণি অধিকারী ৩৮ হাজারের বেশি ভোটে ও বাগদায় তৃণমূলের প্রার্থী মধুপর্ণা জিতেছেন ৩৩ হাজারের বেশি ভোটে। রায়গঞ্জে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়া কৃষ্ণ কল্যাণী জিতেছেন রেকর্ড মার্জিনে। ৫০ হাজারের বেশি ব্যবধানে।

অথচ, মাস দেড়েক আগে লোকসভা ভোটে কৃষ্ণ কল্যাণী আর মুকুটমণিরা যথাক্রমে রায়গঞ্জ ও রানাঘাট দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের প্রার্থী হয়ে পরাজিত হন। রায়গঞ্জ ও রানাঘাট দক্ষিণ তৃণমূলের চেয়ে বিজেপি যথাক্রমে ৪৬ হাজার ৭৩৯ ভোটে ও ১৮ হাজার ৬৭৭ ভোটে এগিয়েছিল। বনগাঁ লোকসভার অধীন বাগদায় বিজেপি তৃণমূলের চেয়ে ২০ হাজার ৬১৪ ভোটে এগিয়েছিল।

এমনকি, '২১-এর বিধানসভা ভোটেও বাগদায় বিজেপি জিতেছিল ৯,৭৯২ ভোটে। রানাঘাট দক্ষিণে এই মুকুটমণিই বিজেপির টিকিটে জিতেছিলেন ১৬ হাজার ৫১৫ ভোটে, আর রায়গঞ্জেও কৃষ্ণ কল্যাণী বিজেপির টিকিটে জিতেছিলেন ২০ হাজার ৭৪৮ ভোটে।

রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন, '২১-এর বিধানসভা ও সদ্যসমাপ্ত

> এই ফল আমাদের কিছুটা প্রত্যাশিত ছিল। তবে বিশেষত রানাঘাটের মতো আসনে যে ব্যবধানে দল হেরেছে তা ভবিষ্যতে দল নিশ্চয়ই বিশ্লেষণ করে দেখবে।
>
> **শমীক ভট্টাচার্য**
> *প্রধান মুখপাত্র, বিজেপি*

লোকসভা ভোটে বিজেপির জেতা বাগদা, রানাঘাট দক্ষিণ ও রায়গঞ্জের মতো আসনে তাহলে কোন জাদুবলে '২৪-এর উপনির্বাচনে এমন বিরাট ব্যবধানে বিজেপিকে হারাতে পারল তৃণমূল? তাহলে কি এই বিরাট ব্যবধানে জয়ের নেপথ্যে বিজেপি যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোট সন্ত্রাস ও ছাপ্পার অভিযোগ তুলছে সেটাই কারণ?

যদিও, বিজেপি ও সমালোচকদের এই অভিযোগকে পাত্তা দিতে নারাজ তৃণমূল। 'আজকের জয়ের রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে। চারটে আসনের মধ্যে তিনটে ছিল বিজেপির। আমরা তিনটেই জিতলাম।'

রাজ্যের চারটি সহ দেশে মোট ১২টি উপনির্বাচনের মধ্যে ১০টিতে জয়ী হয়েছে বিরোধীরা। বিরোধী শিবিরকে একা তৃণমূলই এনে দিয়েছে ৪টি আসন। স্বাভাবিকভাবে লোকসভায় ২৯ আসন পাওয়ার পর এদিন রাজ্য ও জাতীয় স্তরে বিজেপি বিরোধিতায় নিজের শক্তির আরও একবার প্রমাণ দিলেন মমতা। সে কারণেই এদিনের জয় নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে মমতা বলেছেন, 'এই জয় বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষের জয়।'

তবে, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একে মানুষের জয় বলে দাবি করলেও, তার তীব্র সমালোচনা করেছে বিজেপি। বিজেপি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'এই উপনির্বাচনে পরাজয়ের পরেও আমরা দাবি করছি বিজেপির জনভিত্তি আছে। সেখানে কোন চিড় ধরাতে পারেনি তৃণমূল। আমরা স্বীকার করছি, তৃণমূলের ভোট সন্ত্রাসের মোকাবিলা করার মতো যোগ্যতা আমরা এখনও অর্জন করতে পারিনি।'

এদিকে, উপনির্বাচনের ফলে ফের মুষড়ে পড়ল বঙ্গ বিজেপি। চারটির মধ্যে তিনটি আসন ছিল বিজেপির হাতে। জেতা আসন হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা ছিলই কিন্তু, তাই বলে ফল ৪-০ হবে এটাও মেনে নিতে পারছেন না দলের কর্মীরা।

বোলপুরে জমিহারাদের বিক্ষোভ

বোলপুর, ১৩ জুলাই : কাঁধে লাঙল, হাতে কোদাল নিয়ে জোট বেঁধে ফের পথে নেমেছেন জমি মাফিয়াদের হাতে প্রতারিত গরিব মানুষ। স্পষ্ট আওয়াজ তুলেছেন, 'জমি ফেরত চাই। বর্ষায় চাষ করব।'

বোলপুরের শ্যামবাটী থেকে গোয়ালপাড়া হয়ে কসবা যাওয়ার রাস্তায় কয়েক কিলোমিটার গেলেই চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। সেখানে খঞ্জনপুর মৌজার সরপুকুরডাঙ্গায় অত্যাধুনিক নকশায় খাড়া হয়েছে একের পর এক বাংলো। কিন্তু সেই বিলাসবহুল আবাসনের সীমানা শেষ হতেই দেখা মিলবে ঠিক উলটো ছবি। মাটি ধসে যেতে বসা দেওয়াল, মাথায় কোনওক্রমে চাপানো ছেঁড়াফুটো ত্রিপলের তলায় বাস করছেন হতদরিদ্র রাবণ হাঁসদা। রাবণের কথায়, 'দশ কাঠা জমি ছিল। চাষ করতাম। নিয়ে নিল। কী করব।' পাশেই ছিলেন গৌর রায়। তাঁর ছিল ৩ বিঘা। বললেন, 'তিনজন এসেছিল। জমি দেব না বলাতে চোখ রাঙিয়ে বলেছিল, 'জমি নিবি না ছেলের মাথা নিবি'! ভয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি জমি।'

এতদিন ত্রস্ত হয়ে থাকা এইসব গরিব মানুষই এবার ভয়ের আগল ভেঙেছেন। দিন কুড়ি আগেও তাঁরা 'সবুজপত্র' আবাসনের সামনে একজোট হয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। জমি ফেরতের দাবি তুলেছিলেন। অভিযোগ করেছিলেন প্রশাসনের কাছে। ফের এদিন তাঁরা একই মেজাজ নিয়ে অবিলম্বে জমি ফেরতের দাবি তুলেছেন। বীরভূমের জেলা শাসক বিধান রায় জানিয়েছেন, 'জমির পরিমাণ প্রায় ৩৫ বিঘা। জমি খাস হল অথচ রেকর্ড হল না, পাট্টাপ্রাপকদের নাম লিপিবদ্ধ হল না কেন তার তদন্ত চলছে।'

রাজ্যপালকে নিয়ে অস্বস্তি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৩ জুলাই : একের পর এক অভিযোগে চাপ বাড়ছিল। এবার সরাসরি তাঁর বিরুদ্ধে তাঁরই রাজ্য সরকারের মামলায় স্বভাবতই আরও চাপে পড়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। চাপের মুখে রাজভবন। এই পরিস্থিতিতে চাপমুক্ত থাকতে পারছে না কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকে নিয়ে কিছুটা অস্বস্তিতেই রয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। শনিবার সূত্রের খবর, দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকারের লাগাতার এই সম্পর্ক মোটেই মানানসই নয় বলেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের শীর্ষ কর্তারা মনে করছেন। জানা গিয়েছে, এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল বদলের 'সিরিয়াস' ভাবনা শুরু হয়েছে।

নির্ভরযোগ্য ওই সূত্রের খবর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পশ্চিমবঙ্গের জন্য একজন কড়া ধাতের রাজ্যপালের খোঁজ শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের অতীত অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখেই এই খোঁজখবর নেওয়া। সামনেই ২০২৬-এ পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার ভোট। সেই ভোটের মুখোমুখি হতে হবে নয়া রাজ্যপালকে। পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী দল বিজেপির শীর্ষ নেতারাও তাই চাইছেন। তার আভাস ইতিমধ্যেই দিল্লিতে বিজেপির শীর্ষ নেতাদের কানে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বলে বঙ্গ বিজেপি সূত্রে এদিনের খবর।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের একাংশের ধারণা, রাজ্যপাল ও রাজ্যের মধ্যে সংঘাতের আবহ ভবিষ্যতেও কাটার কোনও সম্ভাবনা নেই। এই পরিস্থিতিতে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো রক্ষার স্বার্থে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রাজ্যপাল বদলের সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়ার সম্ভাবনা আরও স্পষ্ট হচ্ছে।

কবর থেকে তুলে ময়নাতদন্ত

কলকাতা, ১৩ জুলাই : ঢোলাহাট থানা এলাকায় তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। নির্দেশ মোতাবেক শনিবার সকালে তাঁর দেহ কবর থেকে তোলা হয়। ঢোলাহাট থানার পুলিশ ওই তরুণের গ্রাম হাটবকুলতলায় গিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য দেহ তোলে। এনআরএস হাসপাতালে তাঁর দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত হয়।

৯ জুলাই ওই তরুণের মৃত্যু হয়েছিল। ১০ জুলাই তাঁকে কবর দেওয়া হয়। পুলিশি হেপাজতে মারধরের ফলে তরুণের মৃত্যু হয়েছে বলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল তাঁর পরিবার। হাইকোর্ট দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত করতে নির্দেশ দিয়েছিল। সেইমতো এদিন সকালে তাঁর দেহ কবর থেকে তুলে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

পরিবর্তনের উদ্যোগে কাঁটা সদস্য সংখ্যা

সিপিএমে ফের লোকাল, জোনাল কমিটি ফেরানোর ভাবনা

রিমি শীল

কলকাতা, ১৩ জুলাই : রাজ্য সিপিএমের পুরোনো সাংগঠনিক কাঠামো ফেরানো হবে কিনা তা নিয়ে নানা মত উঠে আসছে। নির্বাচন-পরবর্তী ভোট বিপর্যয়ের পর্যালোচনা চলছে বঙ্গ সিপিএমে। সেই প্রসঙ্গেই প্রাথমিকভাবে জেলাগুলির একাংশ নেতা চাইছেন, সিপিএমের গঠনতান্ত্রিক রীতি মেনে পুরোনো পন্থায় লোকাল ও জোনাল কমিটি ফিরিয়ে আনা হোক। উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত সমস্ত জেলার মতামত নেওয়ার পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন আলিমুদ্দিনের কর্তারা। তবে ক্রমবর্ধমান ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতিতে সদস্য সংখ্যা যে পর্যায়ে রয়েছে, তাতে কমিটি বাড়ানোর প্রসঙ্গ আদৌ যুক্তিযুক্ত কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

২০১৭ সালের আগে সিপিএমে শাখা ও জেলা কমিটির মাঝে লোকাল কমিটি ও জোনাল কমিটি ছিল। ২০১৫ সালে কলকাতায় সিপিএমের প্লেনামে লোকাল ও জোনাল কমিটি নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সিপিএম। তারপর লোকাল ও জোনাল কমিটির অবলুপ্তি ঘটিয়ে এরিয়া কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। একাধিক কমিটি থাকায় স্থানীয় স্তরে বহু নেতার আধিপত্য বেড়েছিল। তাঁরা সংগঠনের উন্নতিতে জোর দেওয়ার তুলনায় বিভিন্ন বিষয়ে ছড়ি ঘোরাতেন বেশি। ফলে শাখা ও জেলার মধ্যবর্তী এই দুই কমিটি তুলে দিয়েছিলেন সূর্যকান্ত মিশ্ররা। এখন জেলার অনেক নেতাই ঘরোয়া আলোচনায় চাইছেন সেই কমিটিগুলি ফিরিয়ে আনা হোক। তাহলে এরিয়া কমিটির ওপর চাপ কমবে। কমিটি সংখ্যা ভাগ হলে স্থানভিত্তিক বুথস্তর থেকে সংগঠনে জোর দেওয়া যাবে। উত্তর ২৪ পরগনার এক নেতার কথায়, 'প্রাথমিক স্তরে আমরা আলোচনা করছি। অনেকেই চাইছেন লোকাল ও জোনাল কমিটি আবার ফিরিয়ে আনা হোক। কিন্তু রাজ্য কমিটির কাছে এখনও এই বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।' শিলিগুড়ির এক নেতার বক্তব্য, 'শাখা ও জেলার মধ্যবর্তী স্তরে যে সাংগঠনিক কমিটি তৈরি করা হয়, তা আমাদের রাজ্য কমিটির নেতারা ঠিক করেন। বিভিন্ন জেলা থেকে মত আসছে। কিন্তু রাজ্যস্তরে এখনও এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়নি।' অনেক জেলার নেতার বক্তব্য, একাধিক কমিটি গড়ে সংগঠন পুনর্নির্মাণের কাজ বাস্তবায়িত করা যাবে না।

সিপিএমের রীতি অনুযায়ী লোকাল, জোনাল, এরিয়া, রাজ্য কমিটিতে মহিলা, অনগ্রসর সম্প্রদায় ও শ্রেণি, শ্রমিক, কৃষক, যুব, ছাত্র, অনূর্ধ্ব ৩১ সদস্যদের রাখার নিয়ম। আবার বিভিন্ন কমিটিতে বয়সের ঊর্ধ্বসীমাও বেঁধে দেওয়া রয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির ক্ষেত্রে ৭৫ বছর, রাজ্য কমিটির ক্ষেত্রে ৭২, জেলা কমিটির ক্ষেত্রে ৭০, এরিয়া কমিটির ক্ষেত্রে ৬৫ বছরের মধ্যে সদস্য রাখা হয়। ফলে নতুন করে আবার কমিটি করতে গেলে বয়সের নীতিতে অদলবদল করতে হবে। ৩-১৫ জন নিয়ে শাখা, ১৫০ জন নিয়ে লোকাল কমিটি, ১৫০ থেকে ৪০০ জন নিয়ে এরিয়া কমিটি তৈরি হত। আগে একসময় ২০০০- থেকে ২৫০০ জন সদস্য নিয়ে জোনাল কমিটি তৈরি হত। আগে শাখার সংখ্যা ও সদস্য সংখ্যা বেশি ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা কমেছে। আবার সিপিএমের পূর্ণ সময়ের সদস্য হতে গেলে দুটি স্তর পেরোতে হয়। এখন বদল আনতে হলে কিছু নিয়মনীতির পরিবর্তন করতে হবে। অগাস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে রাজ্য কমিটির বর্ধিত অধিবেশন রয়েছে। সেখানে এই বিষয়ে আলোচনা হয় কিনা সেটাই দেখার।

মনের আনন্দে।। শনিবার কলকাতা ময়দানে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

জমির কারবারে লাভ হাজার কোটি

পানিট্যাঙ্কির বেআইনি কার্যকলাপে দায় এড়াচ্ছে সব দল, চুপ প্রশাসন

রণজিৎ ঘোষ

পানিট্যাঙ্কি (খড়িবাড়ি), ১৩ জুলাই : ৮০০ টাকা হাত হিসেবে সরকারি জমি বিক্রি করে সেখানে বসতি বসানোর মাধ্যমেই পানিট্যাঙ্কিতে জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য শুরু হয়েছিল। আর এর মূলে ছিলেন সিপিএমের স্থানীয় এক দাপুটে নেতা এবং এক শিক্ষক নেতা। বর্তমানে এশিয়ান হাইওয়ে এবং রেললাইনের মাঝে সরকারি জমিতে শতাধিক পরিবার বসবাস করছে। তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী, ২০০০-২০০১ সালে তিন-চার লক্ষ টাকা করে নিয়ে ওই সিন্ডিকেট হাত দিয়ে মেপে জমি বিক্রি করেছিল। সিন্ডিকেটের দুই নেতা সেই সময় সিপিএমে ছিলেন বলে বাসিন্দারা নাম ধরে অভিযোগ করছেন। যদিও ওই সিপিএম নেতা তথা বর্তমান এরিয়া কমিটির সম্পাদক রামকুমার ছেত্রী সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

২০০১ সালে বসতি বসানোর পরই দুই নেতার মাথায় চা বাগান তুলে সেখানে বাজার তৈরির পরিকল্পনা আসে। ২০০৩ সালে সুদর্শন চা বাগান তুলে প্লটিং করে বাজারের জমি বিক্রি শুরু হয়, যা এখনও চলছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাম হোক বা বর্তমান তৃণমূল আমল, কোনও সরকারই সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করেনি। বরং আগে জমি দখল করে বাজার বসানো এবং পরে সেই জমির লিজ নেওয়া, এই পদ্ধতিই চলে আসছে। দার্জিলিংয়ের জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক রামকুমার তামাং পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে দায় এড়িয়েছেন। এই জমি দুর্নীতিতে নাম জড়িয়ে যাওয়ায় রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

খড়িবাড়ি থানার ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে বাজার বসানো নিয়ে গত ২০-২২ বছরে প্রায় ১০০০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। প্রথমে ২০০০ সালে সরকারি জমি দখল করে সেখানে ১০০টির বেশি পরিবারকে বসানো হয়। এরপর ২০০৩, ২০১০ এবং ২০১৪ সালে পরপর তিনবার সুদর্শন চা বাগানের লিজে থাকা সরকারি জমি থেকে চা গাছ উপড়ে ফেলে সেখানে প্লটিং করে বিক্রি করা হয়েছে।

কী অভিযোগ?

- পানিট্যাঙ্কিতে বাজার বসানো নিয়ে গত ২০-২২ বছরে প্রায় ১০০০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে
- ৮০০ টাকা হাত হিসেবে সরকারি জমি বিক্রি করে সেখানে বসতি বসানো হয়
- নেপথ্যে ছিলেন সিপিএমের স্থানীয় এক দাপুটে নেতা এবং এক শিক্ষক নেতা

পানিট্যাঙ্কিতে অবৈধভাবে হস্তান্তরের জমিতে নির্মিত বসতি।

স্থানীয় সূত্রের খবর, ২০০০ সালে পানিট্যাঙ্কিতে রেললাইন এবং জাতীয় সড়কের (বর্তমান এশিয়ান হাইওয়ে) মাঝের সরকারি জমি বাংলাদেশি এবং বিহার থেকে আসা বাসিন্দাদের কাছে বিক্রি করা হয়েছিল। সেই সময় রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের শীর্ষ স্থানীয় পদে থাকা এক শিক্ষক নেতা এবং সিপিএম নেতা জমি বিক্রি করে তিন-চার কোটি টাকা তুলেছিলেন। তারপর তাঁরা প্রশাসনের একাংশকে 'ম্যানেজ' করে চা বাগানের জমি দখল করেন। রাজ্যে সরকার বদলের পরে শিক্ষক নেতা তৃণমূলে যোগ দিলেও সিপিএম নেতা দলবদল করেননি।

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জীবেশ সরকারের বক্তব্য, 'অভিযোগ ওঠার পরেই আমরা দলীয়ভাবে অনুসন্ধান করে দেখেছি যে পানিট্যাঙ্কিতে রামকুমার ছেত্রীর বিরুদ্ধে কোনও দুর্নীতির অভিযোগ নেই।' তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষের বক্তব্য, 'দলের কেউ এই দুর্নীতিতে জড়িত বলে আমার জানা নেই। প্রশাসন জমির অবৈধ কারবার নিয়ে তদন্ত করছে। যদি সরকারি জমি দখলে কেউ অভিযুক্ত থাকেন, তাহলে প্রশাসন তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।'

এক পায়ে দাঁড়িয়ে...।। অলিগঞ্জে ছবিটি তুলেছেন ইসলামপুরের সবুজ দত্ত।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

চিতাবাঘের আতঙ্ক

খড়িবাড়ি, ১৩ জুলাই : খড়িবাড়ির থানঝোরা চা বাগানের কর্মী আবাসন লাইনে ফের চিতাবাঘের আতঙ্ক! খাঁচা পেতে চিতাবাঘ ধরার দাবিতে সরব হয়েছেন বাগানকর্মীরা। বন দপ্তর দ্রুত পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছে।

টুকরিয়াঝাড় বনাঞ্চল ঘেঁষা খড়িবাড়ির থানঝোরা চা বাগান। ফি বছর থানঝোরা চা বাগানে চিতাবাঘের দেখা মেলে। গত বছর দু'বার মানুষের উপর চিতাবাঘের হামলার ঘটনা ঘটে। সম্প্রতি বাগানের ৭, ৮ ও ১৩ নম্বর সেকশনে চিতাবাঘ দেখা গিয়েছিল। তবে এবার সেটি লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে। শুক্রবার রাতে চিতাবাঘটিকে থানঝোরা চা বাগানের কর্মী আবাসন লাইনে দেখা যায়। বাগানের কর্মচারী বুদ্ধদেব গুহ বলেন, 'প্রচণ্ড আতঙ্কে রয়েছি। দৈনিক সকাল-সন্ধ্যায় চা বাগানের ভিতর চিতাবাঘের দেখা মিলছে। এবার চিতাবাঘ লোকালয়ে ঢোকা শুরু করেছে।'

বাগানের অন্য কর্মীরা জানান, শুক্রবার রাতে চা বাগানের কালী মন্দির লাগোয়া কর্মী আবাসনের লাইনে চিতাবাঘ ঢোকে। শনিবার সকালে চিতাবাঘের পায়ের ছাপ দেখা যায়। ঘরের শিশুদের নিয়ে থানঝোরার মানুষ আতঙ্কিত। চিতাবাঘের ভয়ে সন্ধ্যা ৬টার পর সবাই ঘরে ঢুকে যাচ্ছেন। শিশুদের স্কুলে পাঠাতে অভিভাবকরা ভয় পাচ্ছেন। বাগানে কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকরাও আতঙ্কে থাকছেন। যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

বাগানের বাসিন্দা তথা খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ প্রদীপ মিশ্র জানান, অতীতে চা বাগান লাগোয়া নানা গ্রাম ও শ্রমিক মহল্লা থেকে গোরু-ছাগলের বাচ্চা, মুরগি তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বাগান ম্যানেজারকে বিষয়টি জানান বাগানের শ্রমিক-কর্মীরা। ম্যানেজার অম্লানকুসুম গড়াই জানান, কর্মীরা বিষয়টি জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে বন দপ্তরকে চিঠি দেওয়া হবে। আপাতত ফোনে তাদের বিষয়টি জানানো হয়েছে। খাঁচা পেতে দ্রুত চিতাবাঘ ধরার জন্য বন দপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। বন দপ্তরের ঘোষপুকুর বিভাগের রেঞ্জ অফিসার

দুর্ঘটনায় জখম ৩

নকশালবাড়ি, ১৩ জুলাই : দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন তরুণ জখম হলেন। শনিবার নকশালবাড়ির বেঙ্গাইজোতের আমতলা এলাকার রাজ্য সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন ওই এলাকায় দুটি বাইক গতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে একটি বাইকের দুজন ও আরেক বাইকচালক গুরুতর আহত হন। আহতদের মধ্যে প্রথম দুজন শ্রাবণ শর্মা, আরিয়ান ভট্ট রাই। এঁরা খড়িবাড়ির শিমুলতলার বাসিন্দা। আরেকজনের নাম রঞ্জিত মণ্ডল। তিনি নকশালবাড়ির মেরিভিউ চা বাগান এলাকার বাসিন্দা। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা আহত তিনজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি বাইক নকশালবাড়ি থানার পুলিশ হেপাজতে নিয়েছে বলে জানিয়েছে।

গুদাম থেকে ভুট্টা চুরি

গোয়ালপোখর, ১৩ জুলাই : এক ব্যক্তির গুদামে বস্তায় রাখা ছিল ভুট্টা। সেই গুদামের শাটার ভেঙে ভুট্টা চুরির অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি ঘটেছে গোয়ালপোখর থানার মহুয়া এলাকায়। গোয়ালপোখর থানায় অভিযোগ জানানো হলে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

গুদামঘরের মালিক সাহিদ আলম গোয়ালপোখর থানার অন্তর্গত কাশিবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি গুদামের শাটার বন্ধ করে আর পাঁচটা দিনের মতো বাড়ি ফিরে যান। শনিবার সকালে গুদাম খুলতে এসেই লক্ষ করেন শাটার ভাঙা। ঘরের ভিতরে রাখা ভুট্টার বস্তা হাপিস। গোয়ালপোখর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মুস্তারি বেগমের বক্তব্য, 'বিষয়টি নিয়ে আমরা পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি।'

টুকরো খবর

স্ত্রীকে মারধর

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ জুলাই : স্ত্রীকে মারধরের অভিযোগ উঠল এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে। থানায় স্ত্রীর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। ধৃত মহম্মদ আলম চটহাটের চোচপাড়ার বাসিন্দা। অভিযুক্ত ফাঁসিদেওয়া থানাতে কর্মরত ছিলেন। স্ত্রীর অভিযোগ, অনেকদিন ধরে আলম তাঁর ওপর মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন চালাচ্ছিল। বহুবার বুঝিয়েও কাজ না হওয়ায় শেষপর্যন্ত সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন স্ত্রী। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে এদিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিন ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক ধৃতের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

ঝুলন্ত দেহ

চোপড়া, ১৩ জুলাই : শনিবার এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল চোপড়া থানার ঘরুগছ এলাকায়। মৃতের নাম সিন্টু সিংহ (২৫)। বাড়ি সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজিগছ এলাকায়। জানা গিয়েছে, বাড়ির লোকজন সকাল থেকে ওই তরুণের খোঁজ না পেয়ে সন্ধ্যায় ধরুগছ এলাকায় তাঁর দোকানের ভিতরে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁকে দেখতে পান। চোপড়া থানার পুলিশ গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আলোচনা সভা

চোপড়া, ১৩ জুলাই : চোপড়া তৃণমূল কংগ্রেস অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শনিবার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাকক্ষে একটি সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হল। এদিনের সভা নিয়ে সংগঠনের ব্লক সভাপতি গায়ত্রী সরকার বিশ্বাস জানান, সংগঠনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে এদিন স্থানীয় কর্মীদের নিয়ে আলোচনা করা হয়।

চলো এগিয়ে যাই। টোটোতে চালক মহিলা, স্কুটিতেও। শনিবার শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড়ে। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

গৌতমের মন্তব্যে জল্পনা শিলিগুড়িতে

ডিসেম্বরের মধ্যে পরিবর্তন

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় চাইছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। ডিসেম্বরের মধ্যেই নাকি অনেক পরিবর্তন আসবে। প্রশ্ন উঠছে, কী কারণে সময় চাইছেন মেয়র? কোন পরিবর্তন আসবে শহরে? মেয়রের মন্তব্যের পর থেকেই ব্যাপক কৌতূহল জন্মেছে শিলিগুড়িবাসীর মধ্যে। তবে কি পুরনিগমের অন্দরে কোনও বদল, পুর প্রতিনিধিদের মধ্যেও জোর চর্চা। যদিও বিরোধীদের কটাক্ষ, 'তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধমক খাওয়ার পর নিজের গদি বাঁচাতে এখন সক্রিয়তা দেখাতে চাইছেন গৌতম।'

শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের প্রতিক্রিয়া, 'রাজ্য সরকার আর্থিক সংকটে। তাই মেয়রের সদিচ্ছা থাকলেও আদতে কী হবে, সেব্যাপারে কিছু বলতে চাইছি না। প্রশাসনিক শৃঙ্খলা নেই। মেয়র পারিষদদের বিরুদ্ধে কি কোনও ব্যবস্থা নিতে পেরেছেন তিনি?' শিলিগুড়ির প্রাক্তন বিধায়ক অশোক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'ওঁর মেয়র পারিষদরা দুর্নীতিগ্রস্ত। উনি কি কিছু বদলাতে পেরেছেন। গৌতমবাবু শহরের মহানাগরিক, তাই এই পরিবর্তন নিয়ে মানুষের প্রশ্ন থাকতে পারে।'

বিরোধীদের মন্তব্যে আমল দিতে নারাজ গৌতম দেব। বলছিলেন, 'আমাদের যা পরিকল্পনা রয়েছে, সেটা বাস্তবায়িত হতে কিছুদিন সময় লাগবে। তাই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় চেয়েছি। তাছাড়া মেয়র পারিষদরা দুর্নীতিগ্রস্ত, সেটা শুধু বললেই হবে না। কোনও প্রমাণ কি কেউ দিতে পেরেছেন? পুরনিগমের একাধিক স্ট্যান্ডিং কমিটিতে সাধারণ মানুষকে নিয়ে কাজ হচ্ছে। বিগত বোর্ড এসব করেনি। মুখে শুধু বললেই চলবে না।'

জল্পনা শহরে

- সম্প্রতি সাংবাদিক সম্মেলন, ভাষণে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় চান গৌতম
- কী পরিবর্তন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা
- মেয়র পারিষদ পদে রদবদল থেকে শহরের হিতে সিদ্ধান্ত, জল্পনায় নানা দিক
- পালটা দুর্নীতি নিয়ে মেয়রকে কটাক্ষ বিরোধীদের
- দুর্নীতি নিয়ে প্রমাণ চাইছেন গৌতম

সম্প্রতি বেশ কয়েক জায়গায় সাংবাদিক সম্মেলন এবং ভাষণ দিতে গিয়ে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় চেয়েছেন গৌতম দেব। ডিসেম্বরের মধ্যেই নাকি অনেক বদল আসবে। কিন্তু কী পরিবর্তন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে কি পুরনিগমের মেয়র পারিষদ পদে রদবদল ঘটতে চলেছে, নাকি শহরের হিতে বড় সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে কর্তৃপক্ষ, প্রশ্ন উঠছে একাধিক। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, শিলিগুড়ি পুরনিগম সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু পরিকল্পনা নিয়েছে। যেগুলি ডিসেম্বরের মধ্যে বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা।

এই পরিকল্পনাগুলির মধ্যে ২৫ কোটি টাকার রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নমূলক কাজ রয়েছে। এই সংক্রান্ত ৯২টি অগ্রিম টেন্ডার করে রেখেছিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। এরমধ্যে ৩৪টি ইতিমধ্যে ম্যাচিওর হয়েছে। বৃষ্টি কমলেই কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে জানা গিয়েছে। বাকি কাজের রি-টেন্ডার হয়। এছাড়া অশোকনগরের জ্যাক পুশিংয়ের কাজ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হচ্ছে। অগাস্টের শেষেই পানীয় জলের দ্বিতীয় ইনটেক ওয়েলের কাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা। আরও কয়েকটি ছোট ছোট কাজ হাতে নিয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। মনে করা হচ্ছে, শহরে পরিকাঠামোগত পরিবর্তনের কথাই বলতে চাইছেন গৌতম।

স্কুটার টেনে থামানোর চেষ্টা, বিতর্কে পুলিশ

অল্পের জন্য দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : ট্রাফিক আইন ভাঙায় জরিমানা করতে ডেলিভারি কর্মীর স্কুটারের পেছনে ছুটলেন পুলিশকর্মী। দুই হাত দিয়ে টেনে থামানোর চেষ্টা করলেন স্কুটার। আরেকটু হলেই ঘটে যেত দুর্ঘটনা। শনিবার দুপুরে শিলিগুড়ির হাসমি চকে এমন ঘটনায় হতবাক পথচলতি মানুষ।

সম্প্রতি ইসলামপুরে এক বাইকচালককে টেনে ধরার অভিযোগ ওঠে সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার পর মৃত্যু হয় তরুণের। শিলিগুড়ি শহরে এদিন স্কুটার পেছন থেকে টেনে ধরার চেষ্টার পর কোনওরকমে দুর্ঘটনা এড়ানো গেলেও, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। জরিমানা করার জন্য চলন্ত বাইক কিংবা স্কুটারকে টেনে ধরার কি কোনও নিয়ম রয়েছে? কোনওভাবে দুর্ঘটনা ঘটে গেলে তার দায় কি পুলিশ নিত? ট্রাফিক নিয়ম ভাঙলে তো সিসিটিভি ক্যামেরায় দেখে চিহ্নিত করে মোবাইলে কিংবা বাড়িতে জরিমানার কাগজ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাহলে টেনে ধরার চেষ্টা কী কারণে?

এবিষয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'স্কুটার কিংবা বাইকের পেছনে ছুটে চালকের প্রাণ ঝুঁকির মধ্যে ফেলা পুলিশের কাজ না। কেউ যদি এমনটা করে থাকেন, তা খোঁজ নিয়ে দেখব। কেউ ট্রাফিক নিয়ম ভাঙলে তা পরের সিগন্যালে দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের জানিয়ে দেওয়াই কাজ।'

এদিন স্কুটারের সামনের পাদানিতে বড় ব্যাগ রেখে উড়ালপুল থেকে নেমে হাসমি চক হয়ে বিধান রোডের দিকে যাচ্ছিলেন এক তরুণ ডেলিভারি কর্মী। কিন্তু হঠাৎ করে ট্রাফিক সিগন্যাল লাল হয়ে গেলেও ডেলিভারি কর্মী না থেমে আইন ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তা দেখতে পেয়ে এক পুলিশকর্মী এগিয়ে এসে চালকের রাস্তা আটকে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু জরিমানার ভয়ে চালক পুলিশকে পাশ কাটিয়ে দ্রুতগতিতে পালানোর চেষ্টা করেন। তখন পুলিশকর্মী দুই হাত দিয়ে স্কুটার পেছন থেকে টেনে ধরে থামানোর চেষ্টা করতে থাকেন। এই করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুটার প্রথমে ট্রাফিক সিগন্যালের বাতিস্তম্ভে ধাক্কা মারার উপক্রম হয়। কোনওরকমে চালক হ্যান্ডেল ঘোরাতেই রাস্তার বাঁদিকে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন মহিলার দিকে এগোতে থাকেন ডেলিভারি কর্মী। যদিও সৌভাগ্যবশত মহিলাদের গায়ে ধাক্কা লাগেনি। তাঁদের গা ঘেঁষে স্কুটারটি দাঁড়িয়ে পড়ে। পুলিশ সূত্রে খবর, ডেলিভারি কর্মীকে আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে।

অভিযোগ উঠছে, শহরে প্রায়ই পুলিশ কিংবা সিভিক ভলান্টিয়াররা বাইক-স্কুটার টেনে ধরে জরিমানার চেষ্টা করেন। এদিনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মনোজ মজুমদারের কথায়, 'পুলিশের উচিত ছিল, পরের সিগন্যালে স্কুটারচালকের বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া। অনেকেই ব্যস্ততার কারণে বিভিন্ন সময় সিগন্যাল ভেঙে দেন। তাঁরা তো খুনি বা চোর নন। কোন যুক্তিতে এভাবে স্কুটার টেনে থামানো হচ্ছে?' গৌর সিনহা নামে অপর এক প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য, 'নিয়ম ভাঙলে অনলাইনে জরিমানাপত্র পাঠিয়ে দেওয়া যায়। শহর উন্নত হচ্ছে, সেখানে পুলিশকেও প্রযুক্তি উন্নত করতে হবে। জরিমানার নামে জীবন নিয়ে টানাটানি মেনে নেওয়া যায় না।'

> পুলিশের উচিত ছিল, পরের সিগন্যালে স্কুটারচালকের বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া। অনেকেই ব্যস্ততার কারণে বিভিন্ন সময় সিগন্যাল ভেঙে দেন। তাঁরা তো খুনি বা চোর নন। কোন যুক্তিতে এভাবে স্কুটার টেনে থামানো হচ্ছে?
>
> **মনোজ মজুমদার,** প্রত্যক্ষদর্শী

সিগন্যাল ভাঙায় ডেলিভারি কর্মীকে পাকড়াও পুলিশের। শনিবার।

ঘিসিংয়ের নামে জিটিএ'র পুরস্কার

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : সুবাস ঘিসিংয়ের নামে পুরস্কার চালু করছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। শনিবার নেপালি আদিকবি ভানুভক্তের জন্মদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে জিটিএ চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা এই ঘোষণা করেন। আগামী বছর থেকে পাহাড়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতীদের মধ্য থেকে বাছাই করে প্রতিবছর সুবাস ঘিসিংয়ের জন্মদিনে এই পুরস্কার দেওয়া হবে।

এদিন সকালে ম্যালের চৌরাস্তায় ভানুভক্তের মূর্তির নীচে জন্মদিনের মূল অনুষ্ঠানটি হয়। জিটিএ'র তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ আয়োজিত অনুষ্ঠানে ফুল এবং খাদা পড়িয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় কবিকে। তারপর ছিল আলোচনা, নাচ, গানের অনুষ্ঠান। জিটিএ'র প্রধান সচিব সৌম্য পুরকায়েত, প্রাক্তন বিদেশ সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা সহ দপ্তরের আধিকারিকদের পাশাপাশি পাহাড়ের বিশিষ্টজনরা সেখানে অংশ নিয়েছিলেন।

সুফল বাংলার স্টলে সস্তায় আলু-পেঁয়াজ বিক্রি

বাজারের ছবি বদলায়নি

আলু, পেঁয়াজ কিনতে সুফল বাংলার স্টলে ভিড়। শনিবার।

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : টাস্ক ফোর্সের অভিযানের পরেও শিলিগুড়ি শহরে সবজির দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি। সে কারণে সুফল বাংলা স্টলের মাধ্যমে কম দামে সবজি বিক্রি করা হল। শনিবার শিলিগুড়ি শহরের প্রায় ১২টি জায়গায় আলু ২৮ টাকা, পেঁয়াজ ৩৮ টাকা প্রতি কেজি দরে বিক্রি করা হয়েছে। কৃষি বিপণন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবারও এভাবে বিক্রির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জেলার কৃষি বিপণন আধিকারিক অনুপম মৈত্র বলেছেন, 'সুফল বাংলার স্টলের মাধ্যমে আলু ও পেঁয়াজ সুলভ মূল্যে মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।'

শিলিগুড়ি শহরে গত কয়েকদিন ধরে সবজির দাম রীতিমতো আকাশছোঁয়া। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যের বাজারগুলিতে অভিযান চালিয়েছে টাস্ক ফোর্স। শিলিগুড়িতে বৃহস্পতি ও শুক্রবার পাইকারি ও খুচরা বাজারে অভিযান চালানো হয়েছে। কিন্তু অভিযানে গিয়ে পাইকারি ও খুচরা বাজারের আলু, পেঁয়াজ, পটল সহ বিভিন্ন শাকসবজির দামে বিরাট ফারাক দেখে রীতিমতো চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় টাস্ক ফোর্সের কর্তাদের। তাঁরা খুচরো ব্যবসায়ীদের সতর্ক করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও শনিবারের বাজারে সমস্ত শাকসবজির দামে কোনও হেরফের হয়নি বলে অভিযোগ। হাতি মোড়ের অমল দাস বললেন, 'এদিন পেঁপে ১২০ টাকা, স্কোয়াশ ৮০ টাকা কেজি দরে কিনেছি।'

স্টলে লাইন

- টাস্ক ফোর্সের অভিযানের পরেও শিলিগুড়ি শহরে সবজির দামে কোনও হেরফের হয়নি
- সুফল বাংলা স্টলের মাধ্যমে শনিবার শহরের প্রায় ১২টি জায়গায় আলু, পেঁয়াজ বিক্রি করা হয়েছে
- ভ্রাম্যমাণ স্টলে দাম কিছুটা কম থাকায় এদিন লাইন দিয়ে অনেককেই সেসব কিনতে দেখা যায়

সুভাষপল্লি বাজারে এদিন বাজার করতে এসেছিলেন হাকিমপাড়ার বাসিন্দা বিভাস কর্মকার। বাজার শেষে বাড়ি যাওয়ার পথে তিনি বললেন, 'কোথায় টাস্ক ফোর্স? বাজারের দাম যেমন ছিল তেমনই রয়েছে।' প্রায় একই বক্তব্য বিধান মার্কেটে বাজার করতে আসা কলেজপাড়ার বাসিন্দা তন্ময় চক্রবর্তীর। তাঁর কথায়, 'আলু, পেঁয়াজ, লংকা সবকিছুর দামই আকাশছোঁয়া। টাস্ক ফোর্সের অভিযানের পরও দাম একই রয়েছে। কবে দাম কমে, সেটাই দেখার।'

এদিকে, অভিযানের পরও সাধারণ মানুষের কোনও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় কৃষি বিপণন দপ্তরের তরফে শহরের বিভিন্ন জায়গায় সুলভমূল্যে আলু ও পেঁয়াজ বিক্রি করা হয় এদিন। খুচরো বাজারের তুলনায় সুফল বাংলার ভ্রাম্যমাণ স্টলে দাম কিছুটা কম থাকায় এদিন লাইন দিয়ে অনেককে সেসব কিনতে দেখা যায়।

সুভাষপল্লির নেতাজি মোড়ের স্টল থেকে সবজি কিনে হাকিমপাড়ার বাসিন্দা সাবিত্রী কর্মকার বললেন, 'খুচরো বাজার থেকে এখানে অনেক কম দামে আলু, পেঁয়াজ পেলাম। বাজারে তো সবজিতে হাত দেওয়া যাচ্ছে না।' অন্যদিকে অনুপমের বক্তব্য, 'বিভিন্ন বাজারে আমাদের অভিযান চলবে।'

রংদার

রোববার

৯ উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৪ জুলাই ২০২৪ নয়

১০
গল্প : তৃষ্ণা বসাক

১১
ধারাবাহিক অলীক পাখি পর্ব-১১
বিপুল দাস
নিবন্ধ : স্বপন কুমার ঘোষ

১২
ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা পর্ব-৫ : পূর্বা সেনগুপ্ত
কবিতা : সুমন মল্লিক, কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়দেব চক্রবর্তী, পার্থপ্রতিম মজুমদার, উর্বশী বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রেষ্ঠা সরকার
এডুকেশন ক্যাম্পাস

জেন জেড, জেন আলফা

জেন এক্স, জেন ওয়াই ছাপিয়ে এসেছে জেন জেড। তারপর জেন আলফা। এখন বলা হচ্ছে, দু'তিন বছরের মধ্যেই পালটে যাচ্ছে নতুন প্রজন্ম। পালটে যাচ্ছে ভাবনাচিন্তা, শখ বা দিনযাপনের পালা। কীভাবে বদলে যাচ্ছে শৈশব ও তারুণ্য? প্রচ্ছদ কাহিনীতে কলম ধরলেন তিন তরুণ মুখ।

প্রোফাইলে লেখা ডিজিটাল ক্রিয়েটর

সৌভিক সেন

আয়ুষ আর পীযূষ প্রায় সমবয়সি। দুজনেই তোর্ষাপাড়ের বাসিন্দা। ওরা ছোট থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছে। আয়ুষের বাবার বড় ব্যবসা, পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা। পীযূষের বাবার চায়ের দোকান রাস্তার ধারেই। স্কুলের পাট চুকিয়ে আয়ুষ এল শিলিগুড়িতে। পীযূষের আর বন্ধুর সঙ্গে যাওয়া হল না। বাবার হঠাৎ শরীর খারাপ, সংসারের হাল ধরতে সে ধরে চায়ের কেটলির হাতল। পড়াশোনাটা কিন্তু ছাড়ল না। ভর্তি হল পাশের গ্রাম সোনাপুরের একটি কলেজে।

আয়ুষ এখন আয়রন করা ইউনিফর্ম পরে শিলিগুড়ি কলেজে যায়। ঝাঁ চকচকে সাইকেল নিয়ে টিউশনে আসে। নতুন নতুন বন্ধু হয়েছে। তাদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে হাজার হাজার ফলোয়ার। অনেকের প্রোফাইলে লেখা 'ডিজিটাল ক্রিয়েটর'। টিউশন শেষে কোনওদিন ক্যাফেতে গিয়ে আড্ডা মারে, কোনওদিন বাঘা যতীন পার্কের বাইরে ভিড় জমায়। সেখানে তাদের বান্ধবীরাও আসে। কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করে বাড়ি ফেরে। তারপর গিয়েই ঘরের দরজা বন্ধ করে ভার্চুয়াল জগতে হারিয়ে যায়। পরিবারের লোকের সঙ্গে সময় কাটানো বা বসে দুটো কথা বলার সময় এবং আগ্রহ খুব কমজনেরই আছে।

আয়ুষ ট্রেন্ডে গা ভাসানোর চেষ্টা করে। শহুরে হয়ে উঠতে চায়। বাবাকে সে বলেছে, এবার অন্তত একটা স্কুটার কিনে দিতে। বন্ধুরা বাইকে চেপে পাহাড়ে যায়, ছবি আর ভিডিও পোস্ট করে ফেসবুকে। তবে শুধু কি স্কুটার হলে চলে? পকেটমানি খানিকটা বাড়াতে হবে যে। নতুন বন্ধুদের সঙ্গে সোশ্যাল স্ট্যাটাস মেইনটেন করাটা দরকার।

বন্ধুরা যদিও গৌণ, মুখ্য চরিত্র তো ক্লাসের সেই মিষ্টি মেয়েটা। যে ফেসবুক প্রোফাইলে লিখে রেখেছে, 'পাহাড়প্রেমী'। রিলস, ভিডিও শেয়ার করে সে ক্যাপশনে লেখে, 'কবে যে স্বপ্নপূরণ হবে।' আলাদিনের জিন হয়ে আয়ুষ ক্রাশের স্বপ্নপূরণ করতে চায়। কলেজের সহপাঠীদের প্রায় প্রত্যেকের প্রেমিকা আছে। কয়েকজনের তো আবার বহুবচন। প্রেমিকারা আছে। আয়ুষেরও ইচ্ছে হয় মিষ্টি মেয়েটাকে স্কুটারের পেছনে বসিয়ে সে রংটং, রোহিণী, মিরিক যাবে। বন্ধুরা মাসে অন্তত একবার বড় রেস্টুরেন্টে যায়। কোনও মাসে শহরের নামী বারে। কত দামি দামি খাবার সব। আয়ুষও মনের মানুষটার সঙ্গে ঝাঁ চকচকে জীবন কাটাতে চায়। ওদিকে বাবার দোকান সামলে দিব্যি লেখাপড়া চালিয়ে যায় পীযূষ। এভাবেই দেখতে দেখতে কেটে গেল কয়েকমাস।

আয়ুষ যখন বাড়ি ফেরে, শহুরে জীবনের গল্প বলে ছোটবেলার বন্ধুকে। পীযূষ অবাক হয়ে সব শোনে। হোয়াটসঅ্যাপে আয়ুষের স্ট্যাটাসে সে দেখেছে ক্যাফের ছবি। ভারী সুন্দর সব। এসব ভাবতে ভাবতেই বন্ধুকে বলে, 'চল সাইকেল নিয়ে জলদাপাড়া ঘুরে আসি।' কিন্তু আয়ুষ তো কাল সকালেই ফিরে যাবে। কাল ওর কলেজের এক সহপাঠীর জন্মদিন। রেস্টুরেন্টে পার্টি দেবে বলেছে।

আয়ুষ-পীযূষ যখন ছোট ছিল, এসবের চল ছিল না। বাড়িতে সব বন্ধুরা আসত। লুচি, ছোলার ডাল আর পায়েস হত। লুচি খাওয়ার রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলত। এখন অবশ্য সব জায়গাতেই ধারা পালটেছে। তোর্ষাপাড়ের গ্রামেও সামাজিক অনুষ্ঠানে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। পীযূষ বন্ধুকে গল্প শোনাচ্ছিল, ক'দিন আগেই পাশের বাড়ির ক্লাস টেনের এক ছাত্রের জন্মদিন ছিল। নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে তো অবাক সে। মিউজিক সিস্টেম থেকে ফুচকার স্টল সবই ছিল সেখানে। শহরের বেকারি থেকে এসেছে ছেলেটার মুখের ছবি আঁকানো ঢাউস কেক। লুচি-ডালের জায়গা নিয়েছে ফ্রায়েড রাইস-চিলি চিকেন। ছেলেটা গান চালিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে রিলস বানাতে ব্যস্ত। কে এলো-খেলো-গেলো, নজর নেই সেসবে।

বাবার দোকান সামলানোর পাশাপাশি অন্য ব্যবসায় হাত পাকিয়ে পীযূষ এখন ভালো রোজগেরে। আয়ুষের মতোই নতুন স্মার্টফোন কিনেছে। তাতে ফাইভজি কানেকশন। নেটফ্লিক্স আর হইচইয়ের ওয়েব সিরিজ নিয়ে দুই বন্ধুর দিব্যি আলোচনা চলে।

এরপর দশের পাতায়

পালটে গিয়েছে ছোটবেলা

সৃজনী ঘোষ

দু'দিন হল মোনালিসা কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি ফিরেছে। পেশায় ফ্যাশন ডিজাইনার বছর তিরিশের এই তরুণী বাড়ি থেকে দূরে রয়েছে, তাও বছর পাঁচেক হয়ে গেল। প্রায় সাত মাস পর বাড়ি ফেরা। মা-বাবার আদর, দাদার সঙ্গে খুনশুটি, দশ বছরের ভাইঝি মিউয়ের সঙ্গে খেলে এই দু'দিন কীভাবে কেটে গেল, বুঝতেই পারল না সে। রবিবারের দুপুর, বাবার হাতের মাটন কষা এবং ভাত খেয়ে একটা জম্পেশ ভাতঘুম দিতে যাবে, চোখ পড়ল সিঁড়ির পাশের একটা তাকে ডাঁই করে রাখা শুকতারাগুলোর ওপর। অনেকদিন যে কেউ সেগুলোতে হাত দেয়নি, জমে থাকা ধুলোর আস্তরণই তা বলে দিচ্ছে। হাত দিয়ে ধুলো ঝেড়ে সিঁড়িতেই বসে পড়ল বইগুলো পড়তে। প্রথম পাতা খুলতেই বাঁটুল দি গ্রেটের কমিকস, তারপর পাঁচ মিনিটের মধ্যে একে একে বাচ্চু-বিচ্চু, হাঁদা-ভোঁদার গল্পগুলো পড়ে ফেলল। তারপর পাতা ওলটাতে সূচিপত্র, শব্দছক, 'কুইজ কুইজ'-এর পাতায় পাশে লিখে রাখা উত্তর মোনালিসাকে নিয়ে গেল তার ছয় বছর বয়সে। মনে আছে, চার বছরের জন্মদিনের দিন শুকতারার সঙ্গে পরিচয়। তারপর থেকে মাস শুরুর এক সপ্তাহ পর থেকে শুকতারা কিনে আনার জন্য বাবাকে তাগাদা দেওয়া। কারণ শুকতারা প্রকাশিত হত বাংলা মাস ধরে। ফলে শুকতারার দৌলতে বাংলা বছর এবং মাস দুটোই তার সেসময় মুখস্থ ছিল।

গা ছমছমে একটা ভূতের গল্প শেষ করে অন্য বইগুলো বের করার সময় তার মনে হল, এমনটা নয় যে বাড়িতে কেউ নেই এইসব বইগুলো পড়ার। মিউ-ই তো রয়েছে। মিউয়ের এই ডাকনামটি মোনালিসা দিয়েছিল, শুকতারার এক গোয়েন্দা গল্পের প্রিয় চরিত্রর নামে। মিউ এখন পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া। তার এসব বই একদমই পছন্দ না, সে তো মজে আছে ইউটিউবের শর্টসে এবং ইনস্টাগ্রামের রিলসে। নাইন্টিজের বাচ্চাদের জীবন যেমন গল্পের বই, শক্তিমান, শকালাকা বুম বুমের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল, এখন সেই জায়গা নিয়েছে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া, ওয়েব সিরিজ। তবে মিউ'দের মতো 'জেন জি'দের একটাই অ্যাডভান্টেজ, সানডে সাসপেন্স কিংবা গপ্পোমীরের ঠেকের মতো অনুষ্ঠান। এগুলোর মাধ্যমে অন্তত তারা ফেলুদা, ব্যোমকেশ, কাকাবাবুর সঙ্গে পরিচিত হতে পারছে। নাহলে বাড়িতে আলমারি ভর্তি বই থাকলেও সেগুলো পড়ার লোক নেই, মিউয়ের ভাষায়, 'দ্যাটস নট মাই কাপ অফ টি'। মোনালিসার মনে হল, প্রত্যেক মাসের মাঝে নতুন বইয়ের অপেক্ষায় বসে থাকার পর বই হাতে পেয়ে যে আনন্দ হত, সেটা কি এখন নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন প্রাইমে রিলিজ হওয়া ওয়েব সিরিজগুলোর নতুন সিজন এলে হয়? মনে হয় না।

নাইন্টিজে জন্ম হলেও জ্ঞান হওয়াটা ২০০০ সালেই। মিলেনিয়াল জেনারেশনের মোনালিসা তাই একদিকে বাটনওয়ালা ফোনও দেখেছে, এখন দেখছে ফাইভজি। সেসময় শক্তিমান, শকালাকা বুম বুম না দেখে ভাত-ই হজম হত না। তেমনই দুপুরটা বিকেল হত না শুকতারা না পড়লে। বইয়ের ফাঁকে শুকতারা, ফেলুদা লুকিয়ে পড়া, হোক না সে দশ নম্বর বার পড়া, 'বিঞ্জ ওয়াচিংয়ের' এই প্রজন্ম সেই সময়কার 'বিঞ্জ রিডিংয়ের' ব্যাপারটা বুঝবেই না। তাছাড়া, কলেজে পড়ার আগে পর্যন্ত মোনালিসা কিংবা তাঁর বন্ধু, কারওই মোবাইল ছিল না। এই বয়সেই মিউয়ের আলাদা ফোন রয়েছে, অবশ্যই সেটা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য। প্রায় চার বছর আগের লকডাউনও এক ধাক্কায় মিউদের বড় করে দিয়েছিল। অনলাইনে পড়াশোনা, গান শেখার জন্য মোবাইল তো দরকার।

একটার পর একটা বই পড়তে পড়তে কখন যে দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, ঠাহর করতে পারেনি মোনালিসা। হুঁশ ফিরল, মায়ের ডাকে। দুপুরের ঘুমটা হল না, কিন্তু সেই ছোট্টবেলাটাকে একবারের জন্য হলেও ফিরে তো পেল। সন্ধ্যাবেলায় পিৎজা খেতে খেতে সবাই মিলে গল্প করছিল। স্কুলের কথা উঠতে মিউ বলল, কয়েকদিন আগে একটা নতুন মেয়ে ওর ক্লাসে ভর্তি হয়েছে, নাম রিচা। কিন্তু তার সঙ্গে নাকি মিউয়ের ঠিক 'ভাইব' মেলে না। তাই আপাতত মিউদের স্কোয়াডে ঢোকার সুযোগ হয়নি রিচার। মোনালিসার মনে হল, শুধু পছন্দ নয়, এই খুদে বয়সেই মিউদের কথাবার্তায় কত পরিবর্তন এসেছে। সবাই যেন ছুটছে, তাই 'আই নো রাইট' হয়ে গিয়েছে 'আইকেআর', 'জিটিজি' আসলে 'গট টু গো', ফেভারিট-ফ্যাব, পিকচার আর পিকচার নেই, হয়ে গিয়েছে 'পিক'।

এরপর দশের পাতায়

এই খুদে বয়সেই মিউদের কথাবার্তায় কত পরিবর্তন এসেছে। সবাই যেন ছুটছে, তাই 'আই নো রাইট' হয়ে গিয়েছে 'আইকেআর', 'জিটিজি' আসলে 'গট টু গো', ফেভারিট-ফ্যাব, পিকচার আর পিকচার নেই, হয়ে গিয়েছে 'পিক'। এখন মিউরা নাকি সত্যি-মিথ্যা বলে না, তারা বলে 'নো ক্যাপ'-'ক্যাপ'। ওরা ল্যাদ খায় না, হয়ে যায় 'কাউচ পটেটো'।

সময় বদলাল। ঘরে ঘরে কালার টেলিভিশন। কার্টুনের নেশা। ডোরেমন, সিনচ্যান, টম অ্যান্ড জেরি, কিতেরেৎসু, বেবলেট কিংবা পাওয়ার রেঞ্জার্সের সে কি ক্রেজ! আলোচনার বিষয় বদলায়। এরপর এল স্টিকার, ব্যাজ কেনার হিড়িক।

ভোরে উঠলেই বরং অন্য সন্দেহ

অনিমেষ দত্ত

পূর্ব কলকাতার একটা পাড়ায় বেড়ে ওঠা আমাদের প্রজন্ম। ততদিনে মাদার টেরেজা গত হয়েছেন। ফ্রান্স প্রথমবার বিশ্বকাপ জিতেছে। কার্গিল যুদ্ধ। তবে কোনও বোধ তৈরি হয়নি। না হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমাদের মতো পরিবারগুলিতে পাঁচ বছরের জন্মদিন বেশ ধুমধাম করে পালন করা হত। গোটা পাড়া নিমন্ত্রিত। মেনুতে লুচি, ছোলার ডাল, পায়েস, মিষ্টি। তবে এখন অবশ্য এই চল খুব একটা দেখা যায় না। লুচির জায়গা নিয়েছে দামি রেস্তোরাঁ, ফ্রায়েড রাইস-চিলি চিকেন। শুধু পাঁচ বছরে নয়, এখন প্রত্যেক বছর জন্মদিন পালন হয় ধুমধাম করে।

পাড়ার ক্লাবে ছোট ডিশ অ্যান্টেনার সাদাকালো টিভিতে হইহই করে ফুটবল বিশ্বকাপ দেখা। না বুঝলেও গোল হলে চিৎকার করতে হয়, তা শেখা। সেবার হলুদ জার্সির দল জিতল। আমরাও জিতলাম। ওটা তখন থেকেই আমাদের দল। ফুটবলের প্রতি ভালোবাসার সূত্রপাত। এখনকার সদ্য কিশোররাও ফুটবল দেখে। হইহই করে। পরিবারের মধ্যে কিংবা ব্যক্তিগত পরিসরে। পাড়াগতভাবে নয়।

স্কুল ছিল হাঁটাপথে। ক্লাসরুমে বসে আকাশের দিকে তাকাতাম। লম্বা একটা চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরোত, দেখতাম। কয়েক বছরের মধ্যে মাথা উঁচু করে আকাশ দেখা বন্ধ হয়ে গেল। আমরা সিনিয়ার হলাম। মাথাটা নেমে গেল নীচের দিকে। বসে বসে মেট্রোর কাজ দেখতাম। সে চিমনি থেকে আর কোনওদিন ধোঁয়া বেরোয়নি।

ফুটবল খেলতাম। সারাদিন। ভোরবেলায় সুভাষ সরোবরে, চলতিভাষায় 'লেক'। এরপর স্কুলে গিয়ে টিফিন টাইমে, বিকেলে ফের পাড়ায়। চামড়ার বল, কাগজের মণ্ড, বোতল, পলিথিনের বল সবেতেই চলত ফুটবল 'পেটানো'। প্রথম যুবভারতীতে খেলা দেখতে যাওয়া পাড়ার দাদাদের সঙ্গে। বাড়ি থেকে ছাড়ত ওই ভরসাতেই। তবে এখনকার পাড়ার দাদাদের উপর ভরসা কমে গিয়েছে। ছেলেকে একা ফুটবল দেখতে ছাড়ে না।

একদিন ভোরবেলা উঠে খেলতে না গেলে বাড়ির লোক অবাক হয়ে যেতেন। তখন ওটাই ছিল স্বাভাবিক। এমনও হত, যত তাড়াতাড়ি উঠতে পারব, ততই মাঠে ভালো জায়গা পাব। এখনকার কিশোররা ভোরবেলা উঠলে বাবা-মায়েরা সন্দেহ করেন, সারারাত ঘুমিয়েছে? ওয়েব সিরিজ দেখেছে নির্ঘাত! নিজেরাও বোধহয় ওঠেন না। আমরাও উঠি না। মির্জাপুর-৩ যতই খারাপ হোক, দেখতে তো হবেই।

কবি লিখেছেন, এ কলকাতার মধ্যে আছে আরেকটা কলকাতা। হেঁটে দেখতে শেখার বয়স এবং বোধ যখন হল, ততদিনে কলকাতার মধ্যে বেশ অনেকগুলো টুকরো কলকাতাকে পেলাম। এই টুকরো টুকরো শহরে বেঁচে আছি আমরা, আমাদের পরবর্তী একগুচ্ছ জেনারেশন।

আমাদের টুকরোটা খেলাধুলো করত। খেলা নিয়ে আলোচনা করত। নাটক দেখত না। দলবেঁধে এমএলএ ফাটাকেষ্ট দেখতে গিয়ে হলে সিটি মারত। স্ক্রিন টাঙিয়ে গোটা পাড়া একসঙ্গে মডার্ন টাইমস কিংবা হীরক রাজার দেশে দেখত বটে, তবে সেগুলো আত্মস্থ করত নিতান্তই মজা হিসেবে। এখন তো ঘরে ঘরে মুঠোফোনে ছবি দেখে। স্ক্রিন টাঙাতে হয় না। আত্মস্থ করে, এক্সপোজার অনেক বেশি।

পাড়ার বাৎসরিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ছোট গোলপোস্টে ফুটবল টুর্নামেন্ট, প্রত্যেক পুজোয় ভাসানে নাচ এগুলোই ছিল 'এন্টারটেইনমেন্ট'। এখন পাড়ার ছোট ছোট টুর্নামেন্ট প্রায় হয় না বললেই চলে। খেলবে কারা? টিউশন। আবার টিউশন। শরীর ফিট রাখতে মাঠে দৌড় কম, জিমে ভিড় বেশি। মাঠ কই? সাঁতার শেখার জন্য পুকুর কই? সুইমিং পুল। রিয়েল এস্টেট মেঘমল্লার শোনে না।

সময় বদলাল। ঘরে ঘরে কালার টেলিভিশন। কার্টুনের নেশা। ডোরেমন, সিনচ্যান, টম অ্যান্ড জেরি, কিতেরেৎসু, বেবলেট কিংবা পাওয়ার রেঞ্জার্সের সে কি ক্রেজ! আলোচনার বিষয় বদলায়। এরপর এল স্টিকার, ব্যাজ কেনার হিড়িক। রীতিমতো ব্যবসা। এখন টেলিভিশনের জায়গা নিয়েছে ইউটিউব। স্মার্ট টিভি। ওটিটি। ১০-১২ বছর বয়স থেকেই 'কনটেন্ট ক্রিয়েটার'। রিলস বানায়। ইনস্টাগ্রামে যার যত ফলোয়ার বেশি, বন্ধু মহলে ইজ্জত তার তত বেশি।

এরপর দশের পাতায়

আদি গ্রাম

তৃষ্ণা বসাক
আঁকা : অভি

রাস্তা এতক্ষণ বেশ ফাঁকা ছিল, কিন্তু এবার আমরা বাজারের ওপর দিয়ে যাচ্ছি। সামনে ইদ, পাশের মাঠে কোরবানির গোরু বেচাকেনা হচ্ছে, আরও কত পসরা, মাঝেমাঝেই বড় রাস্তা ছেড়ে সার্ভিস রোডে নেমে পড়ছে গাড়ি।

সাধারণত দেখেছি ড্রাইভারের চেহারা ভাবলেশহীন হয়। কিন্তু আমাদের এই ড্রাইভার, যার নাম পিন্টু, রাস্তার বিশৃঙ্খল ভিড় দেখে খুব রেগে যাচ্ছে। গালিও দিচ্ছে। আর সেই গালি শুনে হাসি চেপে রাখা দুষ্কর। এমন মজার গালি অনেকদিন শুনিনি। রাস্তা পারের সময় লোকেদের নিশ্চিন্ত গয়ংগচ্ছ ভাব কিংবা হঠাৎ গাড়ির সামনে কেউ চলে এলে পিন্টু রেগে গিয়ে বলছে 'কুত্তার বাচ্চা মুরগির পোলা'।

প্রথমবার শুনে আমি হো হো করে হেসে উঠেছিলাম, পিন্টুর পাশে বসে থাকা শুভও হাসতে হাসতে বলেছিল, 'এমন মধুর গালি কোথায় শিখছ মিন্টুভাই?'

পিন্টুর গালি শুনে পেছনে আমার পাশে বসা দেবাংশুর ঠোঁটের পাশের দু'-একটা রেখাও তিরতির করে কেঁপে উঠল, যদিও তাকে হাসি বলা যায় না।

একটু পরে বাজার শেষ হয়ে গেল, আবার ফাঁকা রাস্তা, দু'ধারে সবুজের মধ্যে দিয়ে গাড়ি ছুটছে, পিন্টুর মেজাজ এখন ভালো, সে গান চালিয়ে দিল। আগে আগে আমরা লং ড্রাইভে গেলে ড্রাইভারকে নিজেদের পছন্দের গানের ক্যাসেট দিয়ে দিতাম। এখন ওরা স্পটিফাই চালিয়ে দেয়। সেখানে যা প্লে লিস্ট আছে, তাই শুনতে হয়।

গাড়িতে গান বেজে উঠল

'গাঁজার নেকা পাহাড়তলি যায় ও মীরাবাই
গাঁজার নেকা পাহাড়তলি যায়...
গাঁজা খাব আঁটি আঁটি
মদ খাবো বাটি বাটি
ফেন্সি খেলে টাস্কি খেয়ে যাই ও মীরাবাই
গাঁজার নেকা পাহাড়তলি যায়...'

বেশ রিদম আছে, কিন্তু কথাগুলো কেমন অদ্ভুত। দেবাংশু হঠাৎ বলে উঠল, 'গান বন্ধ করো, ভালো কিছু না থাকলে চালিও না'। পিন্টুর পাশে বসে আছে ফরিদ আহসান শুভ। সে ওখান থেকে অর্থপূর্ণ হাসি হাসল আমার দিকে চেয়ে, তারপর পিন্টুকে বলল, 'কী! সকাল বেলায় গাঁজা মদ চালিয়েছ? শুনেই নেশা হয়ে যাচ্ছে। ওই সাদা সাদা কালা কালা টা চালাও না।'

পিন্টু স্পষ্টতই বিরক্ত। তবু আর কিছু না বলে গান বদলে দিল। এখন রাস্তা ফাঁকা আছে বলে সম্ভবত ওর মুড ভালো।

আমি দেবুর আঙুলগুলো লক্ষ করলাম, গানের সঙ্গে তাল দিচ্ছে কিনা। না, দিচ্ছে না, বরং কেমন একটা টেনশন নিয়ে জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে। তবে গান বদলানোর কথা আর বলল না।

একটু পর দর্শনা সদর এসে গেল, শুভ এখানেই নামবে। গেদে দর্শনা বর্ডারে ওই আমাদের জন্যে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, এই অব্দি ছিল পথপ্রদর্শক, এবার আমাদের নিজেদেরই যেতে হবে। আমার সামান্য একটু চিন্তা হল। গান বদলাতে বলার জন্যে পিন্টু রেগে নেই তো? ওর ভরসাতেই আমাদের বাকি পথ যেতে হবে। শুভর উপায় নেই, নাহলে বাকি রাস্তাটা ও সঙ্গে যেত। শুভ নেমে বলল, 'চিন্তা কইরেন না। তালা খুব পরিচিত জাগা। কবি মধুসূদনের গ্রাম।'

-সে তো সাগরদাঁড়ি।

-কপোতাক্ষর এপার ওপার। আগে দত্ত পরিবার তালাতেই থাকত আর ওখানে জানেন তো মুক্তিযোদ্ধাদের বড় ঘাঁটি ছিল?

ওর চোখে একটা ঝিলিক খেলে গেল। ও গলা উঁচু করে দেবুকে বলল, 'চিন্তা কইরেন না দাদা। পিন্টুরে সব বুঝায়ে দিসি। ও ঠিক পৌঁছে দিবে।'

দেবু ওর দিকে তাকিয়ে হাত উঁচু করল একটু। আর আমি ভাবলাম আমরাই তো এখনও ঠিক করে বলতে পারছি না কোথায় যাব। পিন্টু কী করবে তাহলে?

২

কুষ্ঠিয়ায় একটা চিনিকলের গেস্টহাউস বুক করা আছে আমাদের জন্যে। ওখানে লালনের মাজার, আরও কিছু মন্দির দেখে আমরা যাব পাকুইরা ইস্কুল দেখতে। পাকুইরা। দেবাংশু এই নামটা বলার পরেই আমি তবসুমকে বলি। তবসুম মৃত্তিকা, আমার দীর্ঘদিনের ফেসবুক বন্ধু, তাকে আমি কোনওদিন চোখেই দেখিনি। সে বলল পাকুইরা? এরকম গ্রাম তো বাংলাদেশে হাজার হাজারে থাকতে পারে, কোন জেলা?

আমি দেবাংশুর ওখান থেকেই চাপা স্বরে ফোন করেছিলাম মৃত্তিকাকে। নীলা আছে পাশের ঘরেই, ও কিছু জানুক দেবাংশু চায়নি। সবচেয়ে ভালো হত আমার বাড়ি বা বাইরের কোথাও থেকে ফোন করলে। কিন্তু দীর্ঘদিন বাড়ি থেকে বেরোয়নি দেবাংশু, একবার ভেবেছিলাম ওকে আর মৃত্তিকাকে একসঙ্গে কনফারেন্স কলে ধরে কথা বলিয়ে দেব। কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপের কনফারেন্স কল ও আদৌ নিতে পারবে কিনা সন্দেহ। তাছাড়া বাড়িতে ফোন বাজলেই নীলা পাগলের মতো ছুটে আসে। এসে জিজ্ঞেস করে, 'নার্সিংহোম থেকে? কী বলল? কবে ছাড়বে?' ওর মন সেই একটা দিনের মধ্যেই পড়ে আছে। তার পরের কথা কিছু রেজিস্টার করেনি। তাই দেবাংশুর ফোন সবসময় সাইলেন্ট মোডে থাকে। কত কল এসে পড়ে থাকে, দেবাংশু দিনের শেষেও একবার চেক করে না। বর্তমানের দাবি ওর কাছে অর্থহীন হয়ে গেছে, ভবিষ্যতের কোন ছবিও ও দেখতে পায় না, ওর কাছে হয়তো তাই একমাত্র সত্য অতীত, কোনও নিকট অতীত নয়, সুদূর অতীত, যা ও কখনও নিজের চোখেও দেখেনি, শুধু গল্প শুনেছে।

কোনও উদ্বাস্তু কলোনিতে নয়, মায়ের চাকরি সূত্রে হসপিটালের কোয়ার্টারে থাকত তারা। সেখানে সারাদিন ঠাকুমা বসে বসে বিড়বিড় করতেন ফুলদিয়া গ্রামের কথা। তাঁর বাবা ছিলেন ময়মনসিংহের ডিস্ট্রিক্ট তালুকদার, আনন্দমোহন কলেজের উলটোদিকে তাঁর অফিস ছিল। ঠাকুমার মুখে সে কেবল শুনেছে তেলোভেলোর মাঠ, বিপিন পার্ক, অষ্টমীর স্নান, মহাকালী পাঠশালার গল্প।

আমি লাফিয়ে উঠি। ময়মনসিংহের ফুলদিয়া খুঁজে পাওয়া কঠিন কিছু না। তবসুমের বাবা-মা এখনও ময়মনসিংহতেই থাকেন। দেবাংশু আমার উৎসাহে জল ঢেলে বলে, 'ঠাকুমার বিয়ে হয়েছিল এগারো বছর বয়সে, তারপর একবার দু'বার গেছে হয়তো। ওখানে আমার কেউ নেই।'

-পাকুরিয়ায় কে আছে? আমি ইতস্তত করে বলি।

-এই একটা নামই শুনেছি বাবার মুখে। পাকুরিয়ার ইস্কুল, তার বিরাট মাঠ, লাইব্রেরি, লাইব্রেরির জানলার সামনে একটা মুচকুন্দ ফুলের গাছ,

ছোটগল্প

মুচকুন্দ ফুল, লাইব্রেরি আর ভূতের গল্প দিয়ে তো একটা জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে না, বিশেষ করে বিদেশে। কিন্তু দেবাংশুকে এখন এভাবে বলা যাবে না। আমি শুধু বলি, 'জেলাটা বলতে পারবে? কোন জেলা'? যেন অনেক গভীরে ডুব দিয়ে কিছু খোঁজার চেষ্টা করছে এইভাবে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল দেবাংশু।

পেছনের মাঠে ফুটবল, একটা ইঁদারা, তারপরেই জঙ্গল। জঙ্গলে একটা পিরের দরগা ছিল, বছরের দু'-একটা বিশেষ দিন ছাড়া আর কেউ যেত না, বাবা অনেক সময় সেখানে গিয়ে বসে থাকত টিফিনের সময়, একদিন দেখেছিল একটা সাদা শাড়ি পরে কে যেন জঙ্গলে ছুটে ঢুকে গেল।

কিন্তু মুচকুন্দ ফুল, লাইব্রেরি আর ভূতের গল্প দিয়ে তো একটা জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে না, বিশেষ করে বিদেশে। কিন্তু দেবাংশুকে এখন এভাবে বলা যাবে না। আমি শুধু বলি, 'জেলাটা বলতে পারবে? কোন জেলা'?

যেন অনেক গভীরে ডুব দিয়ে কিছু খোঁজার চেষ্টা করছে এইভাবে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল দেবাংশু। তারপর বলল, 'আসলে বাবা তো কিছুই বলত না, এই স্কুলের কথাই অল্প দু'-চারবার। ঠাকুমা অনেক কথা বলত, কিন্তু সেসব তার বাবার বাড়ি ফুলদিয়া গ্রামের। শ্বশুরবাড়ির কথা তেমন কিছুই না। কেন জানি না আমার মনে হয়, এদের তেমন পছন্দ করতেন না ঠাকুমা, সম্ভবত তাঁর শাশুড়ি তাঁকে খুব কষ্ট দিত।

-ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স?

-ওই শব্দটা কি তখন ছিল? যা হয় আর কী। দুটো আলাদা কালচার। রান্নাবান্না, লংকা, আলুর ব্যবহার, মাছে পেঁয়াজ দেওয়া হবে কি না– এই নিয়েও লেগে যেত মনে হয়।

-এই গ্রামের কথা কি কিছুই বলত না ঠাকুমা?

-আগুন আগুন! নৌকায় উঠে ঠাকুমা দেখেছিল রাজাকাররা আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। যখন বেরোবার তার কয়েক ঘণ্টা আগেই বেরিয়ে এসেছিল ওরা। সময়ের এদিক ওদিকে বেঁচে যায়।

আগুন! এই শব্দটা কি বলা যাবে তবসুমকে? আগুনে জ্বলা ভিটেমাটির রেফারেন্স দিয়ে কি আস্ত একটা গ্রামকে খোঁজা যায়? হঠাৎ দেবাংশু বলে, ও আরেকটা কথা, ঠাকুমা প্রায়ই বলত, 'খুলনা জেলার লোকেরা ভালো হয় না, ময়মনসিংহের লোকেদের মতো বড় মন কারো না। ছেলে ভালো দেখেই বিয়া দিসিল বাবা।'

খুলনা! তাহলে খুবই সম্ভব পাকুরিয়া ইস্কুল খুলনা জেলাতে। স্কুল খুঁজে পেলে হয়তো ওদের গ্রামটাও খুঁজে পাওয়া যাবে।

৩

লালনের মাজারে যাওয়ার কোনও ইচ্ছে ছিল না দেবাংশুর। সে কেবলই কুষ্টিয়া থেকে বেরিয়ে পড়তে চাইছিল। আমি কুষ্টিয়া জোর করেই জুড়েছি। লালনকে নিয়ে যা শুরু হয়েছে, তাতে পরে আর যদি কিছুই দেখা না হয়! লোকগান খোঁজার সূত্রে আমাকে কয়েকবার আসতে হয়েছে বাংলাদেশে, তাই আমি দেবাংশুর অযাচিত গাইড হয়ে বসেছি। নীলাকে সপ্তা দুয়েকের জন্য তার দিদির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওর আদি গ্রাম যদি নাও পাওয়া যায়, সোনার বাংলার এই শ্যামল রূপ কি ওকে শোক থেকে বার করে আনতে পারবে না? মাজার থেকে বেরিয়েছি, তবসুম ফোন করল, 'তমাল ভাই, পাকুইরা পাইসি। তালা উপজিলার মধ্যে পড়সে ওইটা। সাতক্ষীরা জিলা। আপনাদের ড্রাইভারের নম্বর দিবেন। অরে কইয়া দিমু।'

কুষ্টিয়া থেকে বেরিয়ে পিন্টু 'বন্ধু তিনদিন তোর বাড়িত গেলাম' চালিয়ে দিল। শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল ও হয়তো আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছে, আমরা কি পাকুইরার স্কুলে পৌঁছেও গ্রামটা খুঁজে পাব না? শহর ছেড়ে আমরা ক্রমেই গ্রামের রাস্তায়। তবসুমের সঙ্গে ফোনে বুঝে নেবার পরেও দু'বার রাস্তা গুলিয়ে অবশেষে পিচের রাস্তা ছেড়ে ইটের রাস্তায় নেমে এল পিন্টু। রাস্তার বাঁদিকে একটা বোর্ডে লেখা গুলশন মসজিদ, পাকুরিয়া। একজনকে স্কুলের কথা জিজ্ঞেস করতেই সে ডানদিকে যেতে বলল। বিরাট ক্যাম্পাস। সাদা বাড়ির ওপর আকাশি নীলে লেখা পাকুরিয়া উচ্চবিদ্যালয়। স্থাপিত ১৯৩৪।

এতদিনের স্কুল! একশো বছরের দিকে হাঁটছে তো। ইদের ছুটি চলছে। স্কুল বন্ধ। দেবাংশু পেছন দিকে চলে গেল, তারপর চিৎকার করে বলল 'তমাল এদিকে আয়'।

গত ছ'মাস ওর গলায় একটা দুটো শব্দ শুনেছি হয়তো, সে এমন চিৎকার করে ডাকছে! পেছনে বিরাট জায়গা, সেখানে একটা ইঁদারার ধারে উত্তেজিত মুখে দাঁড়িয়ে ও। মুচকুন্দ গাছ নেই, তবে একটা বিরাট শিরীশ গাছ, রেইন ট্রি যাকে বলে, এই উপমহাদেশের মাথায় বৃষ্টির আশা নিয়ে জেগে।

শিরীশ গাছের নীচে বসে এক বৃদ্ধ এক মনে ঘাস ছাঁটছিল। সে চোখের ওপর হাত রেখে রোদ আড়াল করে বলল 'কারে চান?'

দেবাংশু কি বলবে শীতাংশু মজুমদারের কথা, সেই তেরো বছরের ছেলেটা, বোর্ডের পরীক্ষা দেবার আগেই এখান থেকে যাকে চলে যেতে হয়েছিল? আমি তাকাই ওর দিকে। দেবাংশু বলে, 'এমনি ঘুরছি। এখানকার ছাত্ররা সবাই লোকাল, না আশপাশের গ্রাম থেকেও আসে?'

'লোকাল কোথায়? বেশিই আউট ছেলে। তেল্কুপি, যুগীপুকুর, বড়বিলা, কাশিপুর, কুমিরা, জুজ খোলা, ভারসা, পারকুমিরা, পাটকেলঘাটা- কত গ্রাম থেকে ছেলেরা আসে। আগে আরও কত ছেলে ছিল। কারেও দেহি না এহন।'

তেল্কুপি, যুগীপুকুর, বড়বিলা, কাশিপুর, কুমিরা, জুজ খোলা, ভারসা, পারকুমিরা, পাটকেলঘাটা- দেবাংশু বিড়বিড় করে নামগুলো। আচমকা সে আমার হাত চেপে ধরে বলে, 'তমাল, একটা বিয়ের কার্ড ছিল, বুঝলি, হয়তো এখনও কোনও ড্রয়ারে রাখা আছে, মা কিছু ফেলত না।'

আমার মাথায় বিপদ ঘণ্টি বাজে। ওকে আনলাম শোক থেকে বার করে আনার জন্যে। ও কি পুরোপুরি...?

আমি বলি, 'শোন দেবু, কাছেই সাগরদাঁড়ি, মধুসূদন দত্তের আদি গ্রাম, ওখানে যাব চল, কপোতাক্ষ ইকো পার্ক হয়েছে একটা। খুব ভালো লাগবে।'

-যাব তো। তার আগে ভারসায় যেতে হবে।

-ভারসা?

-আমার আদি গ্রাম। বাবার এক বন্ধু আসত মাঝে মাঝে। সুজয় মিত্র। মার মুখে শুনেছিলাম বাবা আর সুজয় কাকু একই গ্রামের ছেলে। সুজয় কাকুর মেয়ের বিয়ের কার্ডে লেখা ছিল এই নামটা। আদি গ্রাম ভারসা, অধুনা কলকাতা নিবাসী বিজয় মিত্রের একমাত্র পৌত্রীর বিবাহ- এরকম কিছু। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি। বাবা তো সারাক্ষণ নিজের মনে ডুবে থাকত, মাও হসপিটাল ডিউটি করে, সংসার করে হা ক্লান্ত। কিন্তু ওই শব্দটা মনে থেকে গেছে।

নিড়ানি পাশে রেখে সেই বৃদ্ধ আমাদের অবাক হয়ে দেখছিল।

একটু পরে আমরা ভারসা গ্রামের কালী মন্দিরের সামনে বিপ্লব মজুমদারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলাম, দেবুদের জ্ঞাতি বিপ্লব মজুমদার ওর হাত আঁকড়ে ধরে ছিলেন, বারবার করে বলছিলেন আজকের দিনটা থেকে যাওয়ার কথা। ওদিকে তবসুম ফোন করছিল, মনে করিয়ে দিচ্ছিল খুলনায় আমার ভাষণ আছে, আজ রাতের মধ্যেই যেন পৌঁছে যাই।

ছবিটবি তোলা হল, একটা প্লাস্টিকে একমুঠো মাটিও নিল দেবাংশু, বাড়ি নেই, কিন্তু বিপ্লববাবু বাড়ির জায়গাটা দেখিয়েছেন। গাড়িতে উঠে দেবাংশু আমার হাত জড়িয়ে বলল, 'থ্যাংক ইউ তমাল, তোর জন্যেই এটা সম্ভব হল।'

২৯ বছরের তরতাজা ছেলে, সপ্তাংশু চলে যাবার পর এই ছ'মাসে এই প্রথম দেখলাম দেবাংশুর মুখ ঝলমল করছে। গাড়ি চলছিল। পিন্টু আবার 'গাঁজার নৌকো' চালিয়েছিল, সেটা দেবাংশু খেয়ালই করল না।

বরং অন্য সন্দেহ

নয়ের পাতার পর

সবার জীবনে এমন সুযোগ আসে কি না জানা নেই। বিভূতিভূষণের 'তালনবমী' অবলম্বনে ছবি সহজ পাঠের গপ্পে ছোটু যেমন তার দাদাকে জিজ্ঞেস করে, 'এ দা, ডিম চুরি করলেও কি ঠাকুর পাপ দেয়?' প্রত্যুত্তরে দাদা গোপাল বলে, 'দিক গে, খিদে পেলে তো ঠাকুর খাবার এনে দেয় না।' ছোটবেলা থেকে যে ধ্যানধারণাগুলো অন্ধের মতো মেনে চলতে শেখায় আমাদের পরিবার কিংবা পরিপার্শ্ব, সেই সমস্তকিছুকে পালটা প্রশ্ন ছুড়ে ওই গোপালের মতো মনন গড়ে ওঠার সুযোগ হয়েছিল অধমের। সদ্য উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা হালকা গোঁফ-দাড়ি গজানো আমরা কলকাতায় 'হোককলরব' দেখে ফেলেছিলাম।

মনের বীজতলাটা তৈরি করল কলেজ জীবন। দে সিকা, তারোকভস্কি, আইজেনস্টাইন কিংবা ওয়াংকারওয়াই, মাকমলবাফ। এদিকে ঋত্বিক, মৃণাল কিংবা সত্যজিৎ, চ্যাপলিনের ছবি দেখার জ্ঞানচক্ষু উন্মোচন ঘটল। এখনকার প্রজন্ম অনেক তাড়াতাড়ি এসব ছবি দেখার এক্সপোজার পায়। তর্ক করার রসদ পায়।

ততদিনে আমরা কয়েকজন পাগলু-আওয়ারা টুকরো পেরিয়ে নতুন টুকরোতে পদার্পণ করেছি। মধ্যবিত্তের বিচরণভূমি। এরা রাজনীতি করে, সাহিত্য পড়ে, নাটক দেখে, নাটক করে। রাস্তায় ফ্ল্যাশ মব, শর্ট ফিল্ম বানায়, ক্যামেরা কিনে খ্যাচখ্যাচ ছবি তোলে। যে-সে ছবি নয়, অ্যাস্থেটিক ছবি। দশবার ফ্রেন্ডস দেখে ফেলে। পিকি ব্লাইন্ডার্স না ব্রেকিং ব্যাড, তর্ক জোড়ে। রবীন্দ্র সদনে একসঙ্গে গিটার নিয়ে গান গায়। জীবনে গতি অনেক। শহরের অন্য টুকরোগুলোর সঙ্গে এদের খুব একটা সম্পর্ক নেই। মাঝেমধ্যে ত্রাণ দিতে যাওয়া ছাড়া।

ত্রাণ পাওয়া টুকরোর বর্তমান প্রজন্ম অবশ্য মোবাইলের দৌলতে রিলসের ময়দানে নেমেছে। তারা ম্যাসকুলা ফেমিনা দেখে না। তাদের উত্তরণ ওই একটু দেবের ব্যোমকেশ, কিংবা সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের দশম অবতার পর্যন্ত। তবে মির্জাপুর কিংবা পঞ্চায়েতের বেলায় কোনও বাছবিচার নেই। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামে এরা স্কুল কম যায়। কাজ করে। সন্ধেবেলা ফিরে তাস কিংবা ক্যারম পেটায় না। পুকুরপাড়ে বসে থাকে। একে অপরের সঙ্গে আড্ডা দেয় না। ফ্রি ফায়ার, পাবজি খেলে। টাকাপয়সা নিয়ে ঝগড়া করে।

শিলিগুড়িতে রবীন্দ্র সদন কিংবা ময়দানের মতো একটা আড্ডার জায়গা নেই। বাঘা যতীন পার্কে বিকেল থেকে যা একটু ভিড় হয়। সেখানে প্রেম হয়। আড্ডা হয়। আবার অনলাইন জুয়া হয়। আইপিএলের ম্যাচগুলোতে। ছোটরা টিউশন যায়। বাড়ি ফেরে। আবার টিউশন যায়। বাড়ি ফিরে ওটিটি দেখে রাত করে ঘুমায়। পরের দিন ফের স্কুল-টিউশন যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়।

দশ বছর আগে এক তরুণের বেঁচে থাকা, আর এখনকার এক তরুণের বেঁচে থাকার মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য। মাত্র দু-তিন বছরের ব্যবধানে আজকাল জেনারেশন গ্যাপ হয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যে সময়ে দাঁড়িয়ে নিখিলেশকে বলেছিলেন, আমি কেমন করে বেঁচে আছি, তুই এসে দেখে যা... সেই পরিস্থিতি আজ বদলেছে বটে, তবে আজও কবির মতো ছারপোকার পাশে হাঁটে অনেক ছারপোকাই। সেই ছারপোকাদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি হয় বেশি। চোখে চশমা আসে অনেক তাড়াতাড়ি। সে চশমা দিয়ে দেখে অনেককিছুই। কিন্তু অ্যাটেনশন স্প্যানের তাড়নায় খুব তাড়াতাড়ি না-দেখা করে দেয় সব। এভাবেই বেঁচে আছে ওরা। আমরাও।

ডিজিটাল ক্রিয়েটর

নয়ের পাতার পর

আইপিএল থেকে আইএসএল নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে ওরা। বেলা গড়িয়ে গেলেও গল্প চলতে থাকে।

স্মৃতির গলিপথ ধরে আসে ছোটবেলার মুহূর্তরা। একসঙ্গে বসে কার্টুন দেখা, রবিবারের ঠাকুমার ঝুলি, বিকেলে পাড়ার মাঠে ক্রিকেট। বহুদিন ব্যাট হাতে নেয়নি দুজন। পীযূষ জানাল, গ্রামের মাঠে নাকি আজকাল খুব একটা খেলাধুলো হয় না। বছরে দু'-একটা টুর্নামেন্টের আয়োজন করে স্থানীয় ক্লাব। ওইটুকুই।

বয়সে ছোটরা দুই ভাগে বিভক্ত। একদল পড়ার চাপে নুইয়ে পড়েছে। স্কুল-টিউশন ছাড়াও তবলা, আঁকার ক্লাসে ঠাসা শিডিউল। আরেকদল ডুব দিয়েছে ভার্চুয়াল জগতে। মোবাইলে গেম, ইনস্টাগ্রামে রিলস, ফেসবুকে চ্যাটিংয়ে। শহরের ছবিটাও এক, বলল আয়ুষ। মাঠের বদলে শৈশব এখন সকাল থেকে বিকেল ভারী ব্যাগ নিয়ে ছোটে স্কুল-টিউশন-কম্পিউটার ক্লাসে। তারপর ডিজিটাল কোচিং-সাঁতার শিখে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

ওদের অধিকাংশই কার্টুন দেখে না, ছুটির দুপুরে ঠাকুমার পাশে শুয়ে গল্প শোনে না, ভোরে উঠে টিভিতে মহিষাসুরমর্দিনী দেখে না, পুজোর সময় আনন্দমেলা কেনে না। বেশিরভাগেরই গল্পের বই পড়ার উৎসাহ বা ধৈর্য নেই। ফোনের মতো ওরা স্মার্ট। যে বয়সে আয়ুষ-পীযূষরা বাবার ডায়ালপ্যাডের মোবাইল ফোনে সাপ-লুডো খেলত, সেই বয়সিদের হাতে হাতে এখন স্মার্টফোন।

পড়ার ফাঁকে ওরা ব্যস্ত থাকে সোশ্যাল মিডিয়ায়। মত্ত হয় ভিডিও গেমের নেশায়। নজরদারির ফাঁক গলে দিকভ্রষ্ট হয় অনেকেই। খাওয়াদাওয়ারও ধরন পালটেছে। ফুড ভ্লগারদের ভিডিও দেখে বায়না জুড়ে দেওয়া তো 'ঘর ঘর কি কহানি'। শুধু খাবার কেন, পছন্দসই যে কোনও জিনিস না পেলে জেদ আরও চেপে বসে। তবে দু'-একজন আছে, যারা ছক ভাঙে। সাবেকিয়ানায় অভ্যস্ত হয়।

গল্পে গল্পে সূর্য ডুবল। এবার ওরা উঠল। দুজনে যাবে স্বপ্নের বাড়ি। আয়ুষ আর পীযূষের পাড়াতুতো দাদা সে। ছেলেটা ছোট থেকেই মেধাবী, সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছে। একে তো নিয়োগ বন্ধ, তার ওপরে দুর্নীতি। তবুও স্বপ্ন হার মানেনি। তার দুনিয়ায় ক্যাফে-ওয়েব সিরিজ-পাহাড়প্রেম নেই, আছে শুধু মায়ের চিকিৎসা এবং বোনের ডিএলএডে ভর্তির টাকা জোগাড়ের তাগিদ। কোচিং নেওয়ার সামর্থ্য নেই, তবে ইউটিউব দেখে দিব্যি প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। আয়ুষ শিলিগুড়ি থেকে বইপত্র, নোটস নিয়ে এসেছে ওকে দেবে বলে। স্বপ্নরাই স্বপ্ন দেখাচ্ছে তরুণদের। কঠিন সময়ে হাল না ছেড়ে নিজের ওপর আস্থা রেখে জীবনযুদ্ধে জেতার স্বপ্ন।

পালটে গিয়েছে

নয়ের পাতার পর

এখন মিউরা নাকি সত্যি-মিথ্যা বলে না, তারা বলে 'নো ক্যাপ'-'ক্যাপ'। ওরা ল্যাদ খায় না, হয়ে যায় 'কাউচ পটেটো'। কথার মধ্যেও ইংরেজি শব্দের আধিক্যই বেশি। মিলেনিয়াল মোনালিসা ওর ভাইঝির থেকে এরকম অনেক জেন জি স্ল্যাং শিখল, যাতে ফোমো না হয়ে যেতে হয় (ফিয়ার অফ মিসিং আউট)।

পরেরদিন সকালের কথা। মিউকে স্কুলে পৌঁছে দেবে মোনালিসা। আজ আর স্কুলবাস নয়, পিপস'এর সঙ্গে নিজেদের গাড়িতে স্কুল যাবে সে। তাড়াহুড়ো করে সাড়ে আটটার আগেই বেরিয়ে পড়ল দুজনে। মোনালিসার আবার অভ্যাস, গাড়িতে উঠে গান শোনার। রেডিওর সুইচ অন করতেই বেজে উঠল, 'স্মুথ লাইক বাটার, লাইক এ ক্রিমিন্যাল আন্ডারকভার।' সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিল মোনালিসা, বলল, 'এটা বিটিএসের গান না? দাদা আবার কবে থেকে এসব শুনতে শুরু করল?' মিউ উত্তর দিল, এটা ও শোনে। ওর নাকি দারুণ লাগে গানগুলো, বাটার, ডায়নামাইট, সব ওর মুখস্থ। বলেই ফের গানটা চালিয়ে দিল। এই বিটিএসের গান যে মোনালিসার বাকি বন্ধুদের মতো তারও পছন্দ নয়, সেটা আর কী করে বিটিএস আর্মির একজন একনিষ্ঠ সদস্যকে বলবে? মনে পড়ে গেল, কয়েকদিন আগেই অফিসে বসে বিটিএসের গানগুলো বোঝার চেষ্টা করছিল মোনালিসা অ্যান্ড কো.। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে সেই শান-শ্রেয়া থেকে হালের দর্শন রাভাল, অনুভ জৈনে ফিরে গিয়েছিল। অগত্যা বিটিএসের গান শুনতে শুনতেই স্কুলে পৌঁছাল দুজনে। মিউকে স্কুলের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে এল মোনালিসা। গাড়ি স্টার্ট দিয়েই চালিয়ে দিল কুমার শানু প্লে-লিস্ট। বেজে উঠল, দো দিল মিল রহে হ্যায়। নিজের মনে মনেই বলল, এবার যেন কানটা আরাম পেল। কোথায় কুমার শানু, উদিত নারায়ণ, সোনু নিগম, শ্রেয়া ঘোষালের সেই ক্লাসিক গানগুলো, যেগুলো কোনওদিন পুরোনো হবে না। এই 'ক্রেজ'টা সবসময় থাকবে। এই সময়কার সবকিছুই যেন বড্ড অস্থায়ী। আজ এই গান ট্রেন্ডিং রয়েছে, দু'দিন পর আর সেই গানটা ভুলেই যাবে জেন জি। এখন গানের জনপ্রিয়তা ইউটিউব, স্পটিফাইয়ের ভিউ দেখে বোঝা যায়, তাও কয়েকদিনের জন্য। দু'দিন পর সেই জায়গা অন্য গান নিয়ে নেয়। ছোটবেলায় সিডি ভাড়া করে বা কিনে নিয়ে এসে ডিভিডিতে সিনেমা দেখা, মিউরা সেসবের মজা কোনওদিন জানতেও পারবে না। এখন তো নেটফ্লিক্স, ইউটিউবে একবার সাবস্ক্রিপশনেই বছরভর ওয়েব সিরিজ, সিনেমা দেখা যাচ্ছে। তখন কবে কোন সিনেমা রিলিজ করবে, সেটা খবরের কাগজ দেখে জানত দুই ভাইবোন। সিনেমার ট্রেলার, টিজার, বিটিএস (ব্যান্ড নয়, বিহাইন্ড দ্য সিন) বলেও জিনিস হয়, জানতই না তারা। দু'-একটা সিনেমার এন্ড ক্রেডিটে অবশ্য বিটিএস দেখানো হত, সেটা গুটিকয়েক। এখন তিন-চার মাস আগে থেকে পোস্টার, টিজার, ট্রেলার লঞ্চ, সবটাই মিউদের মুঠোফোনে। কোন মাসে কোন সিনেমা, ওয়েব সিরিজ, কোনটা হলে, কোনটা ওটিটিতে রিলিজ করবে, সেটা মুখস্থ তাদের। এদের ছোটবেলাটা এরকমই।

বাস্তবের জীবনটাও অনেকটা একই। মোনালিসার মনে হল, সঞ্জুর সেই শকালাকা বুম বুমের পেন্সিলটা যদি থাকত, তাহলে পুরোনো সেই ছোটবেলাটাকে ফিরে পেতে চাইত সে। আট থেকে আশি সবাই 'ফোমো' হওয়ার ভয়ে ছুটে যাচ্ছে। পছন্দ, রুচি বদলাতেই থাকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, শুধু মূল্যবোধগুলো যেন মিউ, মিউয়ের বন্ধু রিচা ভুলে না যায়।

অলীক পাখি

বিপুল দাস
আঁকা : অভি

বাইরে গিয়ে দেখল রাস্তার ওপর শান্তিদা একাই দাঁড়িয়ে আছে। পাজামা, রঙিন পাঞ্জাবি, পায়ে স্নিকার নয়– জিনসের প্যান্ট আর সাদা টি-শার্ট পরা। শান্তিদাকে এই পোশাকেই বরাবর দেখেছে তপন। টাইট টি-শার্টে শান্তিদার বুকের চওড়া ছাতি বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। শান্তিদা সেটা জানে নিশ্চয়। হয়তো কোনও দিন কেউ প্রশংসাচ্ছলে বলেছিল। তারপর টি-শার্ট ছাড়া আর কিছু পরে না।

‘আরে, কী সৌভাগ্য, তুমি আমার দরজায় স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছ। এসো, ভেতরে বোসো।’

‘তুই কেন তেল মারছিস? সত্যি কথা কী জানিস, তেল মারলেও এখন আর টের পাই না। জায়গাগুলো অবশ হয়ে গেছে। তুই নেহাত অনেক জুনিয়ার, নইলে... যাগগে, স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তোকে। আমার ছেলেদের ওয়ার্ডের সব বাড়িতেই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ছবি আর একটা সাদা গোলাপ দিতে বলেছি। প্রথমে ভেবেছিলাম লালগোলাপ দেব। পরে ডিসিশন চেঞ্জ করলাম। সব দিক ভেবে কাজ করতে হয়। রাজনীতি, বুঝলি, যাকে বলে ক্ষুরস্য ধারা, নিশিতা দুরত্যয়াদুর্গং ব্লা ব্লা। কার সঙ্গে আর এসব কথা আলোচনা করব, বল। সবগুলো মাথামোটা কাতলামাছ। সব সময় প্রাসঙ্গিক থাকতে হয়, বুঝলি। ভেসে থাকতে হয়। একবার তুমি সার্কিটের বাইরে গেলে তো, সঙ্গে সঙ্গে তোমার জায়গা দখল হয়ে যাবে। জানিস তো, প্রকৃতি শূন্যস্থান পছন্দ করে না। পাওয়ারের চারপাশে অসংখ্য বৃত্ত। আমরা তো মফসসলের সাধারণ কর্মী, নিজের স্বার্থের জন্য নয়, পার্টি ভালোবেসেই পার্টি করি।’

‘জানি তো, তুমি অন্য রকম মানুষ। টি-শার্টটা ব্র্যান্ডেড মনে হচ্ছে। দারুণ স্মার্ট দেখাচ্ছে তোমাকে।’

‘আরে, ওসব আমি বুঝি না। লোকজন গিফট দেয়। ব্র্যান্ডেড ফ্যান্ডেড বুঝি না। কী রে লিলি, কোন ক্লাস হল?’

‘এই তো, এবার মাধ্যমিক দেবে।’ লিলি জড়োসড়ো হয়ে সামনের টুলে চা-বিস্কুট রাখলে তপনই উত্তর দিল।

লিলির চলে যাওয়ার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল শান্তিদা। ছোট মাপের একটা শ্বাস ফেলল। তপন শান্তিদার আসল কথার জন্য অপেক্ষা করছিল। হ্যাপি স্বাধীনতা দিবস বলতে শান্তিদা আসেনি।

‘তোর দুটো বোন, শিউলি আর লিলি, দুজনের অনেক তফাত। তোর এই বোনটা বেশ ভালো। পড়তে চাইলে অনেকদূর পড়াস। কিছু সমস্যা হলে আমাকে বলিস। বাবা কেমন আছেন?’

‘ওই, ডায়ালিসিস চলছে নিয়মিত। টানতে তো হবেই।’

‘এবার তবে সিধুর বিয়ে দে। চাকরি তো হয়ে গেছে।’

কুয়োর পাড়ে লিচুগাছের ডালপালার আড়ালে কিছু খুঁজছে, তপনকে দেখলে সে রকম মনে হয়। আসলে তার চোখের দৃষ্টি পাতাবাহার ছাড়িয়ে, আকাশের মেঘটেঘ ছাড়িয়ে আরও অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়ছিল। হয়তো মেঘের ওপারে কোনও অলীক পাখি খুঁজছিল তপন।

‘বলো শান্তিদা, তুমি কিছু অন্য কথা বলতে এসেছ।’

‘হুঁ, তোদের ফ্যামিলির সঙ্গে আমার অনেককালের যোগাযোগ। পার্টির বাইরেও সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমি সম্পর্ক রাখি। সেখানে ভোটের কড়ির হিসেব কষি না। অতটা ধূর্ত আমি হতে পারিনি, নইলে এতদিনে জেলা কমিটিতে জায়গা পেতাম।’

‘জানি শান্তিদা, তোমার সমস্যা– একটু বেশি লেখাপড়া শিখে ফেলেছ। বলো, কী বলতে সাতসকালে এসেছ।’

‘তোদের জামাই ভুজঙ্গ একটা ঝামেলা করে ফেলেছে। আমার হাতের বাইরে কেসটা চলে গেছে। ওকে ইমিডিয়েট কোথাও সরে যেতে বল। দূরে কোথাও পাঠিয়ে দে। নন-বেলেবেল অফেন্স, আমার কিছু করার নেই। করবও না।’

শিউলির কথা ভেবে বুক কেঁপে উঠল তপনের। কে জানে কোন বিপদে পড়েছে ভুজঙ্গ। বোনজামাই, এড়িয়ে যেতে পারবে না। থানাপুলিশ, কোর্টকাছারি করা যাবে, কিন্তু খুনফুন হয়ে গেলে কে সামলাবে। উলটোটাও হতে পারে, সে নিজেই কোথাও ছুরিচাকু চালিয়ে দিয়েছে কিনা– কে জানে। অত সাহস হবে বলে মনে হয় না। আসলে প্রচণ্ড ভীতু।

‘কী করেছ ভুজঙ্গ? সে রকম কিছু বাজে কাজ করলে আমিও তোমাকে কিছু করতে বারণ করব। বাস্টার্ড। আমাদের এখন সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা। ফেলতেও পারছি না, গিলতেও পারছি না। ফ্যামিলির মুখে কালি মাখিয়ে দিয়েছে একদম।’

‘জানি সেসব। সবার ঘরের খবর রাখতে হয় আমাদের। কোথায় কোন পার্টি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, কাদের বাড়ির ছেলে কাদের ট্রাকে কাদের মিছিলে যাচ্ছে, কোন দোকানি কাদের ডাকা বনধে দোকান খোলা রেখেছে– সব হিসেব রাখতে হয়। রাজ্যপাট চালানো অত সহজ নয়। এখন যারা গর্তে আছে, একটু সুযোগ পেলেই সেসব ধেড়ে ইঁদুরগুলো বেরিয়ে আসবে। আমাদের খেতের ধান সব খেয়ে যাবে।’

‘তোমাকে আমি কোনও অন্যায় কাজ করতে বলব না। কোনও আনডিউ অ্যাডভান্টেজ নিতে চাই না আমি। যা ডিসিশন নেবার, তুমি নিতে পারো।’

‘কাল রাতে কালাঙ্গির খালের ধারে একটা মেয়ের বডি পাওয়া গেছে। খুন করা হয়েছে। সম্ভবত মেরে ফেলার আগে রেপ করা হয়েছে। ডাক্তারি পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে। আমাদের এরিয়ায় এই প্রথম এরকম ঘটনা ঘটল। আমার প্রেস্টিজ একেবারে পাংচার। কোথাকার মেয়ে, কী নাম, এখানে অত রাতে কী করে

পর্ব -১১

শান্তি চক্রবর্তী বেরিয়ে গেল। তপনের চা ঠান্ডা জল হয়ে গেছে। শান্তিদার কাপের নীচে আঠা-আঠা জলে একটা মাছি আটকে আছে। মাঝে মাঝে ডানা নেড়ে ওড়ার চেষ্টা করছে। পনেরোই অগাস্টের সকালটা একদম তেতো হয়ে গেল তপনের। ভেবেছিল একটু বেলা হলে ভিড় কমবে, তখন হারুণের দোকানে মাংস আনতে যাবে, এখন আর ইচ্ছেই করছে না।

এল– সেসব পুলিশ ছানবিন করছে। তুই তো জানিস, আমার নিজস্ব একটা নেট-ওয়ার্ক আছে, নইলে আপ-টু-ডেট থাকা যায় না। সব আপডেট সেখান থেকেই পেয়ে যাই। পলিটিক্স করব, না নিজের ইয়ে, কী বলে পদ সামলাব– বড় মুসিবতের ব্যাপার। আশপাশের খবর তো রাখতেই হয়। ভুজঙ্গ, নানু শেখ আর নতুনবাজারের বাচ্চুর নাম পেলাম। আমার ওপরে কিন্তু চাপ আসছে। এলাকার শান্তিশৃঙ্খলার ব্যাপার। অপোজিশনের গোপাল নস্কর মুখিয়ে আছে। খবর পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। এতক্ষণে নিশ্চয় খবর পেয়েও গেছে। দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে মিছিল করবে, থানা ঘেরাও করবে। এর আগে যেন পৃথিবীতে কোথাও কোনও দিন রেপ হয়নি, মার্ডার হয়নি। বল, আমি কী করব।’

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল তপন। শিউলির মুখটা বারে বারে চোখে ভাসছে। তপন জানে এই কেসে প্রমাণ হলে ভুজঙ্গর লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট হবেই। কী করবে তপন, শান্তিদার পায়ে পড়ে বলবে– ভুজঙ্গকে বাঁচাও। নাকি বলবে– তুমি যা ভালো বোঝো, তাই করো। ভুজঙ্গ, তার বোন শিউলির বর, রাতের অন্ধকারে আরও দুজন বন্ধুর সঙ্গে একটা মেয়েকে খালের ধারে টেনে নিয়ে জোর করে জামাকাপড় খুলে নিয়েছে। রেপ করেছে পরপর। তারপর হয়তো গলা টিপে মেরে ফেলেছে। তপন কি ভুজঙ্গর পক্ষে কথা বলবে। তার বোনের বর, সেই জন্য? ভুজঙ্গ সারাজীবন জেলে পচে মরলে শিউলি পারমানেন্টলি তাদের ঘাড়েই বসে থাকবে। স্বভাব ভালো নয় শিউলির, বয়সও বেশি নয়। তারপর সেও কী কেলেঙ্কারি করবে, তার ঠিক নেই। পাড়ায় যদি তাদের ফ্যামিলির নামে একবার বদনাম ছড়িয়ে যায়, তবে সেই কলঙ্কের দাগ মোছা সহজ নয়। সিধুর বিয়ে, লিলির বিয়ে দিতে ঝামেলা হবে। বিয়েতে ভাংচি দেবার লোকের অভাব হয় না। এখন তার সিদ্ধান্তের ওপর ভুজঙ্গর, সঙ্গে শিউলিরও ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কী করবে তপন।

‘তুমি যা ভালো মনে করো, সেটাই করতে পারো। ভুজঙ্গকে বাঁচানোর দায় আমি নেব না, সে জন্য আমি তোমাকে কোনও অনুরোধও করব না। ভয়ংকর ঘেন্নার কাজ করেছে ভুজঙ্গ, সামনে থাকলে আমি এখনই ওকে গলা টিপে মেরে ফেলতাম। একটা শুয়োরের বাচ্চা। সরি শান্তিদা।’ ‘ও কে। আমি জানতাম তুই ছেলেটাকে প্রশ্রয় দিবি না। আর, আসল ব্যাপার কি জানিস, এমনভাবে ফেঁসেছে – ওকে বাঁচানো একদম অসম্ভব ব্যাপার হয়ে গেছে। তুই বোধহয় শুনিসনি, নতুনবাজারে বাচ্চুর দোকান পাবলিক তছনছ করে দিয়েছে। আগুন দিতে গিয়েছিল, তাহলে পুরো বাজার সাফ হয়ে যেত। আমাদের ছেলেরা অনেক বুঝিয়ে আটকেছে। পাবলিক আর পুলিশ তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওদের। পুলিশ ধরতে পারলে প্রাণে বেঁচে যাবে, কিন্তু গণরোষের মুখে পড়লে মব লিঞ্চিং হয়ে যাবে। আমারও কিছু করার থাকবে না। উঠি রে আমি। পার্টি অফিসে ফ্ল্যাগ তুলতে হবে, বিডিও অফিসে যেতে হবে, বাজার কমিটির অফিসে যেতে হবে। রাতভর বৃষ্টি, আর এখন কেমন ঝমঝমে রোদ উঠেছে। ছাতা নিয়ে বেরোলে ভালো হত।’

শান্তি চক্রবর্তী বেরিয়ে গেল। তপনের চা ঠান্ডা জল হয়ে গেছে। শান্তিদার কাপের নীচে আঠা-আঠা জলে একটা মাছি আটকে আছে। মাঝে মাঝে ডানা নেড়ে ওড়ার চেষ্টা করছে। পনেরোই অগাস্টের সকালটা একদম তেতো হয়ে গেল তপনের। ভেবেছিল একটু বেলা হলে ভিড় কমবে, তখন হারুণের দোকানে মাংস আনতে যাবে, এখন আর ইচ্ছেই করছে না। লিলিকে আর এককাপ চা দিতে বলল তপন। বাড়ির কারও কানে এখনও কিছু যায়নি। বলা যায় না, একটু বাদেই হয়তো এ বাড়িতেও পাড়ার ছেলেরা ভুজঙ্গকে খুঁজতে আসবে। তখন সবই জানাজানি হবে। হারামজাদা যে কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছে, কে জানে। পুলিশ ঠিকই গর্ত থেকে টেনে বার করে আনবে। সে বাড়ি থেকে বেরোলে হয়তো সবাই তার মুখের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাবে।

‘দাদা, জামাইবাবু সম্পর্কে শান্তিদা যা বলে গেল– আমি শুনেছি। এখন আমাদের কী হবে? আমি বাড়ি থেকে বেরোতে পারব না। জামাইবাবুর কি ফাঁসি হবে? দিদিও কিন্তু তাহলে সুইসাইড করবে।’

টুলে চা রেখে বাসি কাপটা হাতে নিল লিলি। তার চোখে ভয় জমে আছে।

‘ভয় পাস না। ক’টা দিন গেলেই দেখিস সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি জানতাম এরকম কিছু ঘটবে একদিন। অনেকদিন ধরেই একটা বাজে আড্ডায় পড়েছিল। এবার গাড্ডায় পড়েছে। সিধু আমাকে বলেছিল পুলিশ ওর খোঁজখবর করছে। শিউলির জন্য ভাবিস না, ও সুইসাইড করার মেয়ে নয়। কোথায় শিউলি?’

‘টিভি দেখছে। দুপুরে একটা সিরিয়াল হয়, সেটা। চা-টা খেয়ে নে দাদা, নইলে এটাও জুড়িয়ে যাবে।’

একটু বাদেই শান্তিদার ফোন এল। ভুজঙ্গ, নানু, বাচ্চু– তিনজনই ধরা পড়েছে। দুটো বাইকে করে পালাচ্ছিল। এক্সপ্রেসওয়ের টোল গেটে ধরা পড়েছে। সেকশন তিনশো দুই, তিনশো ছিয়াত্তর ছাড়াও আরও অনেক ধারা জুড়ে দেবে, সবাই জানে। ভুজঙ্গ শেয়ালের মতো চালাক, আবার খরগোশের মতো ভীতুও। মারতে হবে না, জোরে ধমক দিলেই সব স্বীকার করবে। সাহসী নয়, স্বভাবটা চোরের মতো। কখনও তপনের ঘরে ঢুকলে সরাসরি তপনের চোখে তাকিয়ে কথা বলে না। চোরের মতো ঘরের এদিক ওদিক দেখে। খাটের নীচে, আলমারির মাথায় বড় সুটকেসগুলোর দিকে তাকায়। চোখ দুটো লোভে চকচক করে ভুজঙ্গর। তার ঘর থেকে ঘড়ি হারিয়ে যাওয়ার পর বাধ্য হয়ে কোর্টে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তালা দিয়ে যেতে শুরু করেছিল ইদানীং। আশ্চর্য! ভুজঙ্গর মতো ভীতু এরকম কাজ করার সাহস কোথা থেকে পেল। ঘরের ভেতর থেকে টিভির আওয়াজ আসছে। মা তুঝে সালাম, বোধহয় বিজ্ঞাপন। তপন উঠে আবার কুয়োতলায় লিচুগাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল। কী করার আছে তার, এ বাড়ির জামাই রেপ এবং মার্ডার কেসের আসামি। আমি-ই কেন– চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল তপনের। আমাকে কি কেউ রেহাই দেবে না কোনও দিন। *(চলবে)*

দূরে কোথায় দূরে দূরে

এবারই জন্মশতবর্ষ কিংবদন্তি গায়িকা কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শান্তিনিকেতনে তাঁর অজস্র স্মৃতি ছড়িয়ে রয়েছে। কখনও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কাঁটা চামচে খাওয়ার অভিজ্ঞতা। কখনও শান্তিনিকেতন থেকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে ট্রেনে যাওয়ার অভিজ্ঞতা।

স্বপন কুমার ঘোষ

১৯৭০ সালের মাঝামাঝি আমি যখন বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কাজে যোগ দিই, তখন বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উপগ্রন্থাগারিক। ১৯৭১ সালের প্রথমদিকে এক বুধবার সকালে শান্তিনিকেতনের নীচু বাংলার কোয়ার্টারে বীরেনদা স্ত্রী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। সেই তখন থেকে ২০০০ সালের এপ্রিল অবধি দীর্ঘ উনত্রিশ বছর মোহরদির পরিবারের আমি একজন সদস্য হয়ে গিয়েছিলাম।

মানুষ হিসেবে মোহরদি ছিলেন অসাধারণ, অতুলনীয়া, দয়ালু এবং সংবেদনশীল। উনি হয়তো বুঝতে পারতেন না যে তিনি কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সুন্দর সাবলীল স্বভাবের জন্য সমাজের যে কোনও মানুষ সহজে তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারতেন।

ছেলেবেলা থেকেই তিনি আশ্রমে রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন এবং আপন করে পেয়েছেন, কত সহজভাবে তিনি তাঁর কাছে গিয়েছেন। তিনি যেমন তাঁর কাছে নানারকম আবদার করতেন, তেমন আবার নালিশও করতেন। একটা মজার ঘটনা বলি- মোহরদির কাছ থেকেই কয়েকবার শোনা। তখন তিনি পাঠভবনের ছাত্রী। পাঠভবনের শিক্ষক ধনপতিদা (লাহা) তাঁর অঙ্কের খাতায় শূন্য দিয়েছিলেন। অঙ্ক না পারার জন্য ক্লাসে দাঁড় করিয়েও রেখেছিলেন। এই জন্য ক্লাসের পর সোজা তিনি সোজা উত্তরায়ণে গিয়ে গুরুদেবের কাছে নালিশ করেছিলেন। কবি শুনে বলেছিলেন- ‘তোকে বুঝি ক্লাসে দাঁড় করিয়ে রাখে? তুই কিছু ভাবিস না, আমি তাকে বলে দেব।’ এরপর গুরুদেব শিশি থেকে কয়েকটা লজেন্স তাঁর হাতে দিয়েছিলেন। মোহরদি অমনি আনন্দে দৌড়াতে দৌড়াতে গুরুপল্লির বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন।

ছেলেবেলায় বরাবরই রোগা ছিলেন। মাঝেমধ্যে তাঁর জ্বর হত, অসুস্থ হয়ে পড়তেন। কবি মূলত হোমিওপ্যাথি বা বায়োকেমিক ওষুধপত্র দিয়ে তাঁর চিকিৎসা করতেন। মোহরদির শরীর খারাপের জন্য রবীন্দ্রনাথের চিন্তার শেষ ছিল না। তাঁর শরীরস্বাস্থ্য ঠিক করে তোলার জন্য কণিকার মা অনিলা দেবী ও বাবা সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কবি আলোচনা করতেন। এমনকি মোহরদির স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর সঙ্গে পুরীতে যাবার জন্য কবি সবরকম ব্যবস্থা করেন। প্রায় মাসখানেক তাঁরা পুরীতে ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন কবির নাতনি নন্দিনী (পুপে)।

কণিকার প্রতি রবীন্দ্রনাথের কী যে অপত্যস্নেহ ছিল, তার আরও একটি ঘটনার কথা না বললেই নয়। কবি মাঝেমধ্যেই বিশ্বভারতী নাচ-গানের দল নিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে যেতেন। একবার তিনি দল নিয়ে গেলেন অধুনা মুম্বইয়ে। সেই দলে সব থেকে ছোট সদস্য ছিলেন কণিকা। গুরুদেব অতিথি হিসেবে উঠেছিলেন সরোজিনী নাইডু-র বাড়িতে। সেখানে কবির সম্মানে এক ভোজ সভার আয়োজন হয়েছিল। খাবার টেবিলে সবাই বসেছেন। কাঁটা চামচ দিয়ে খাবার যে আদবকায়দা তা তখনও মোহরদির একেবারেই জানা ছিল না। গুরুদেব তার জন্য একটা আলাদা টেবিলে খাবার ব্যবস্থা করতে বলেন এবং গুরুদেব তাঁর পাশে বসে খান। আর কীভাবে কাঁটা চামচ দিয়ে খেতে হয় তাও কবি তাঁকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। কণিকার প্রতি রবীন্দ্রনাথের সস্নেহ নজর সবসময়ই ছিল।

এবার শেয়ার ট্যাক্সি নিয়ে একটি মজার ঘটনা বলি। ১৯৮০ সালের গোড়ার দিকে আপার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের দ্বিতীয় শ্রেণির যাত্রী হিসেবে কলকাতা যাচ্ছিলাম। আমাদের গন্তব্য বোলপুর থেকে শিয়ালদা। মোহরদির সঙ্গে যাওয়া মানে বিপুল খাওয়ার আয়োজন। বোলপুর থেকে ট্রেন ছাড়ল আর মোহরদি সকালের টিফিন বের করলেন। আমি বেশ জমিয়ে খেলাম কিন্তু উনি অভ্যাসমতো খুব কম খেলেন। তখন আপার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসে চাল পাচার হত। আমি আমার সাংবাদিকতার কারণে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলাম। পাশাপাশি বসে যাওয়ার সময় উনি আমাকে সস্নেহে বললেন– ‘ওদের সঙ্গে বেশি কথা বলো না।’ আমি বললাম– ‘জানেন মোহরদি, ওরা গরিব, যদিও সমর্থনযোগ্য নয় তবুও বলি, পেটের তাগিদেই ওরা এসব করতে বাধ্য হয়।’ শুনেই টাকার ব্যাগ খুলে আমায় বললেন ওদের তাহলে আমি কিছু টাকা দিই। আমার আপত্তিতে উনি নিরস্ত হলেন।

ট্রেন শিয়ালদা পৌঁছাল। আমি একজন যাত্রীসহায়ককে (কুলি) ডেকে নিয়ে আমাদের মালপত্র তার মাথায় ও কাঁধে তুলে দিলাম। স্টেশনে নেমে আমার পিছনে লাগবার জন্য কুলির হাতে তামার চাকতিতে যে নম্বর আছে তা উনি খুব গভীরভাবে নিরীক্ষণ করছিলেন। এটা দেখে আমি মোহরদিকে বললাম- ‘আপনি তো দারুণ স্মার্ট হয়ে গিয়েছেন, তাহলে আমার আসার কী দরকার ছিল।’ তা শুনে মোহরদি মিটিমিটি হাসছিলেন। বুঝলাম ওঁর উদ্দেশ্য সফল।

সেই সময় শিয়ালদা স্টেশনে ট্যাক্সির খুব আকাল। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি- স্ট্যান্ডে একটিই মাত্র ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। তাও আবার ভিতরে একজন যাত্রী বসে। আমি তাঁর কাছে গিয়ে জানতে চাই- আপনি কোথায় যাবেন? উত্তরে তিনি জানান গোলপার্ক যাবেন। আমি তাঁকে জানাই– ‘আমার সঙ্গে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। আমরা বালিগঞ্জ ফাঁড়ি যাব। শিল্পী বাণী ঠাকুরের বাড়ি।’

ওঁর তখন বিস্ময়ের পালা। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়! দেখে বললেন– ‘চেহারা খারাপ হয়ে গেছে।’ শুনে আমি তাঁকে বলি- একথা ওঁর সামনে বলবেন না। বরং বলবেন আপনি আগের মতোই আছেন। কেননা এমন কথা শুনলে ওঁর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। আগামীকাল ওঁর গানের অনুষ্ঠান আছে। শুনলে সারারাত উনি হয়তো ঘুমোতে পারবেন না।’

আমি স্ট্যান্ড থেকে ফিরে এসে মোহরদিকে বলি একটা শেয়ার ট্যাক্সি পেয়েছি। শুনে উনি বললেন– ‘আমি শেয়ার ট্যাক্সির নাম শুনিনি, শেয়ার ট্যাক্সির কথা জানি না।’ সেকথায় কর্ণপাত না করে আমি ট্যাক্সির দিকে এগিয়ে যাই। এছাড়া তখন আর আমার উপায় ছিল না। আমার উদ্দেশ্য নির্বিঘ্নে মোহরদিকে বাণীদির বাড়ি পৌঁছে দেওয়া। ট্যাক্সির যাত্রী মোহরদিকে যথারীতি সম্মান জানিয়ে বসার আহ্বান জানালেন। বললেন– ‘আমার সৌভাগ্য যে আমি প্রবাদপ্রতিম শিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যাচ্ছি।’ ট্যাক্সিতে মোহরদি ওঁর পানের বাটা খুলে সহযাত্রীকে পান খাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করলেন। জানি না উনি পান খান কী না। কিন্তু আমি সামনের সিটে বসে দেখলাম অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে উনি পান চিবোতে লাগলেন। টুকটাক কথাবার্তা বলতে বলতেই আমরা বাণী ঠাকুরের বাড়ি পৌঁছে গেলাম। সহযাত্রীটি আমাদের ট্যাক্সি ভাড়া কিছুতেই নিতে চাইছিলেন না। শেষপর্যন্ত তাঁকে অর্ধেক ভাড়া দিতে রাজি করাই।

বাণীদি দরজা খুলতেই মোহরদি আনন্দে উত্তেজিত হয়ে বলেন, ‘জানিস বাণী, আজ একটা দারুণ ট্যাক্সিতে এলাম। শেয়ার ট্যাক্সি। আগে কখনও নাম শুনিনি। এই প্রথম চাপলাম। যেমন তাড়াতাড়ি এলাম, তেমন ভাড়া কম।’ কথা শেষ হতেই বাণীদি বলেন, ‘স্বপন তুই যে এসব কী করে করিস। তোর পক্ষেই এসব সম্ভব।’

পৌষমেলায় ছাতিমতলায় গাইছেন কণিকা।

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন নতুন বৌ।

বিশেষ নিবন্ধ

১৯৮০ সালের মাঝামাঝি বুধবারের এক সকাল। সেই সময় বুধবার বিশ্বভারতীর সাপ্তাহিক ছুটির দিন। নীচের ঘরে মোহরদি, তাঁর ছোট বোন বীথিকা (রুনু) মুখোপাধ্যায় ও গোরা সর্বাধিকারী আর আমি ঘরোয়া গল্পে মেতে ছিলাম। আন্দাজ সকাল দশটায় কলিং বেল বেজে উঠল। দরজা খুলে দেখি জনা আটেক ছাত্রী ও তাদের দুজন শিক্ষিকা শিলিগুড়ি থেকে মোহরদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। আমি বললাম ‘এখন মোহরদির শরীরটা ভালো নেই।’ ওঁরা বললেন– ‘আমরা তাঁকে বিরক্ত করব না, শুধু পায়ে মাথা ঠেকিয়ে আমরা চলে যাব।’ শরীর অসুস্থতার জন্য প্রথমে এই প্রস্তাবে উনি রাজি না হলেও আমার এবং রুনুদির অনুরোধে সায় দিলেন। আমি তাঁদের ভিতরে আসার আহ্বান জানাতেই তাঁদের সবার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মোহরদির অ্যাকিউট স্পন্ডলাইটিসের জন্য ঘাড় ঘোরাতে অসুবিধা হচ্ছিল। তাই তিনি তাঁদের সামনে আসতে বললেন। তাঁরা একে একে এসে দিদিকে প্রণাম করলেন। উনি সবাইকে বসতে বললেন এবং প্রত্যেকের সঙ্গে আন্তরিকভাবে কথা বললেন। আমি আর রুনুদি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি। এর মধ্যে মোহরদি রুনুদিকে বললেন- ‘রুনু দেখ তো, বাড়িতে কী কী মিষ্টি আছে। তাই থেকে সবাইকে মিষ্টিমুখ করা।’ তখন কে বলবে উনি একটু আগে অসুস্থতা বোধ করছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আমি মীরা বিশ্বাসের কথা বললাম। বলতেই মোহরদি বললেন – ‘হ্যাঁ, শিলিগুড়ির মেয়ে মীরা আমার সংগীত ভবনে প্রিয় ছাত্রীদের একজন।’ উত্তরবঙ্গে তিনি যখনই অনুষ্ঠান করতে যেতেন, তখনই মোহরদি মীরাদির বাড়িতে উঠতেন। শিলিগুড়ির বাবুপাড়ার মীরা ১৯৫৭ সালে সংগীত ভবনে ছাত্রী হিসাবে ভর্তি হন। এখানকার পাট চুকিয়ে শিলিগুড়িতে তিনি ‘সুরলোক’ নামে সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। ২০৩০ সালে মীরার জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হবে।

কবিতা

মৃত্যু
সুমন মল্লিক

সেদিন কী উথালপাতাল! দ্রিমিকি দ্রিমিকি বুক ভ'রে বেজেছিল চুপকথা
দু-কোটি হাতে জড়িয়ে রেখে বিদায় আকাশের মেঘে স্বাক্ষর করেছিলাম
সারিবদ্ধ ঝাউগাছেরা ভোলেনি নিশ্চয়ই জামার নীচে আহত মনের গান
লাভাগ্রস্ত মনে হয়েছিল লোকালয়, অস্তগামী সূর্যে কুঠার চলেছিল ব্যথার
সে বড় বিচিত্র একটি দিন, যার মাঝে আজও মাদুর পেতে বসি নিশ্চুপ
অঙ্গহানির মতো সেই বিদায়, যা একাধারে বিচ্ছেদ আর পুনঃপুন মৃত্যু

স্মৃতি
পার্থপ্রতিম মজুমদার

স্মৃতির ভিতরে কার পদছাপ, কার?
কে শুধু আঁধার করে আসে?
কে আমার দুখজাগানিয়া?

কে তবু আমার কাছে আসে!

প্রশ্ন, প্রশ্ন শুধু
উত্তর কে যে দেবে আর?

বিকেল-রঙের সেই পাখি
স্মৃতিসরণিতে তবু আসে
আসে আর কথা বলে যায়

কথার ভিতরে কত কথা
পুড়ে মরে... ধোঁয়া ওঠে... হায়......

সরীসৃপ
কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেলে আসা শ্রাবণের
চোখ বরাবর দাঁড়িয়ে পড়ি;
অথচ অবসন্নতার পাশে পড়ে থাকা
হাহাকারের ময়লাটুকু
সরানো আমাদের শপথ ছিল।
পড়ন্ত বিকেলের রোদ মুছে গেলে
চাঁদের গায়ে ফুটে উঠত গদ্যময় উঠোন।
এখন অপঠিত জ্যোৎস্না সব –
বর্ষাও এসে কেঁদে চলে যায় অবিরাম।
ভরা বসন্তের সীমানা জুড়ে
উদাসীনতার বয়াম খুলে বসি;
নির্বিবাদী মন নিয়ে কিছু গোছানো সংলাপ,
বাকি হিংস্রতার ফণা তুলে থাকা সরীসৃপ সময় –
যার পরতে পরতে জটিল রাস্তায়
খুন হয়ে পড়ে থাকা
আততায়ীর হাতের সম্পর্কের যাবতীয়...

একটি লেখা
জয়দেব চক্রবর্তী

কত উচ্ছেদের বিনিময়ে
তৈরি এক ভ্রমণের দেশ

গোপন করে রেখেছে যার
অশ্রুধারা, দগ্ধ স্মৃতিকথা

তুমিও এসেছ তার কাছে
ঝলমলে পোশাকে, সজ্জায়

তার মতো উদ্দেশ্যপ্রবণ
ভুলে যেতে চাইছ সবটাই

যে তার ছদ্ম ধারণা দিয়ে
শুরু করে সময় গণনা

বুঝতে পারে না সেসবের
উত্তরে থাকে খণ্ড চেতনা

কেন তুমি না খুঁড়ে কালকে
না জেনে স্তব্ধ দিনের কথা

কাকে বলো পরিণাম আর
কার সঙ্গে মিশে যেতে চাওয়া

জন্ম প্রতিমার হাতে বুঝি
কখনও স্থির থাকে জল

যদি থাকে, তবে তাকে পায়
গোধূলির লুণ্ঠিত আঁচল

এমন অস্থির দিনে দেখো
যেখানে ভেঙেছে যত ঘুম

তোমাকে তোমার মতো চিনে
আমি চিনি নিহত কুসুম

মন : গ্রাফ
উর্বশী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রত্যেক মনের একটা ব্যথা ঘর থাকে।
কখন কোন রান্না বাটি মুহূর্তে যে-
সে ঘরের দরজা খুলে যায়,
কেউ বলতে পারে না।

আষাঢ়ের ব্যস্ত আকাশের জ্যামে
বিরক্ত মেঘেদের মতো
থমকে দাঁড়ায় তখন মন।
ঘরের ভেতর সুপার সাইক্লোন।
দু'আঙুল ভুল তখন নিমেষে একশো হাত,
পলক না পড়তেই পেরিয়ে যায়
পৃথিবীর শেষ গিরিখাত।

ঝড়ের পর দিন
পাঁচ ব্যাটারির টর্চ দিয়ে খুঁজেও
ঘরে
এক টেবিল চামচ সান্ত্বনা পাওয়া যায় না।

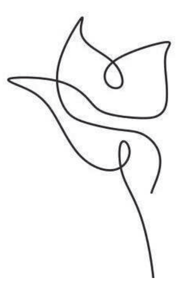

হলদে ফুলের বাহার
শ্রেষ্ঠা সরকার

মাতলা নদীর ধারে, হলদে ফুলের বাহার আছে।
লাবণ্য যেন আকাশছোঁয়া,
দিগন্তে কমলা রঙের সাথে তার ভাব বটে।
ফুটফুটে সাদা রাজহাঁস আর একদল পায়রা সন্ধি করে,
কালচে ধূলির মরশুমে বরং নিজেকে আগলে রেখো,
নতুন কোনও ক্ষণে আবার হলদে ফুলের বাহার এনো

এডুকেশন ক্যাম্পাস

রাইমা সরকার, নবম শ্রেণি, শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল।

আলেখ্য সরকার, ষষ্ঠ শ্রেণি, গয়েরকাটা উচ্চবিদ্যালয়।

সুতপা বর্মন, পঞ্চম শ্রেণি,
দিনহাটা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

অনুষ্কা বসু মজুমদার, পঞ্চম শ্রেণি,
জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট হাইস্কুল।

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

রাজবলহাটের শ্বেতকালী

পূর্বা সেনগুপ্ত

আজ থেকে প্রায় ৪০০ বছর আগের কথা, ভারত তখন মোগল শাসনের অধীন। হুগলি জেলার গণ্ডগ্রাম ভুঁরশুঁট। জলা জঙ্গলে পরিপূর্ণ এই অঞ্চলে মূলত আদিবাসীদের বসবাস, আর এঁদের রাজা এক বাগদি সর্দার, নাম শনিভাঙর। এই নিবিড় জঙ্গলে বাস করতেন কিছু কাপালিক। তাঁদের পূজিত ভীষণা কালীমূর্তি আজও দৃশ্যমান।

শনিভাঙর কাপালিকদের খুব ভক্ত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল নিত্য যোগাযোগ। কাপালিকদের পূজিত কালীমূর্তির উদ্দেশে নরবলির বিধান ছিল। সেই নরবলি জন্য প্রয়োজনীয় মানুষ ধরে আনতেন রাজা শনিভাঙর। একবার তিনি বলির উদ্দেশ্যে এক ব্রাহ্মণ কুমারকে বন্দি করে আনলেন। কাপালিকগণ তরুণটিকে দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার সময় জানালেন, একে দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ কিশোরটির দেহে কিছু খুঁত আছে।

কাপালিকগণ বলির অযোগ্য ঘোষণা করলে শনিভাঙরের কাছ থেকে কিশোরটিকে চেয়ে নিলেন, কারণ প্রথম দেখেই কিশোরটির উপর বেশ মায়া পড়ে গিয়েছিল কাপালিক পুরোহিতের। এরপর থেকে কাপালিক পুরোহিতের কাছে মানুষ হতে লাগলেন কিশোরটি, তার নাম চতুরানন মিশ্র। অন্য কাপালিকগণের সহায়তায় ও শনিভাঙরের সহায়তায় এই কিশোরকে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী করে তুললেন পুরোহিত কাপালিক। অবশেষে তরুণ চতুরানন সর্ববিষয়ে কুশলী হয়ে শনিভাঙরের পরামর্শদাতা রূপে নিযুক্ত হলেন।

চতুরানন সর্ববিদ্যার সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যাতেও পারদর্শী ছিলেন, বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ সন্তানের পরামর্শলাভে ধীরে ধীরে ভুঁরশুঁটের পরিবর্তন আসতে লাগল। আগে বাগদি রাজের রাজত্বে জলা-জঙ্গলে পূর্ণ অঞ্চলে চলত কেবল লুঠতরাজ আর দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার। কিন্তু চতুরানন তাঁর শিক্ষা ও বিচক্ষণতা দিয়ে রাজাকে ধীরে ধীরে বুঝালেন, জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষবাস শুরু হল। পানীয় জলের জন্য কূপ খনন করলেন, চাষের জন্য খাল কেটে জল আনতে লাগলেন। প্রজাদের জীবনধারা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হল। সকল প্রজা এতে খুশি হলেও চতুরাননের মনে শান্তি নেই, নরবলির জন্য এই অঞ্চলে বাস করতে হয়েছে তাঁকে! নিশ্চিত মৃত্যুর ভীতি ও যন্ত্রণা কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে! জঙ্গল কেটে চাষের আবাদ করলেও কাপালিকদের আস্তানা ও নরবলি মোটেই বন্ধ করতে পারেননি এখনও। রাজা শনিভাঙরই এই জঘন্য ও ভয়ানক প্রথার সমর্থক, তাই কাপালিকগণ নির্ভয়ে এ প্রথাকে বলবৎ রেখেছে। তাই ধীরে ধীরে শনিভাঙরকে বধ করার পরিকল্পনা করতে থাকেন চতুরানন, কারণ শনিভাঙরের মৃত্যু হলে অনেক পথচারী আর অকালে মৃত হবেন না। শনিভাঙরের হাত দিয়ে কাপালিকদের বাধ্য হয়ে উঠবেন না। শনিভাঙরই বন্দি করেছিলেন তাই শনিভাঙরকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করে ভুঁরশুঁটের সিংহাসনে বসলেন চতুরানন মিশ্র। সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসীদের প্রভাব খর্ব হয়ে নতুন সংস্কৃতি সম্পন্ন রাজত্ব শুরু হল। চতুরানন প্রথমেই নরবলি বন্ধ করলেন।

রাজার পদে আসীন হয়ে চতুরানন দামোদরের তীরে নতুন রাজধানীর পত্তন করলেন, নাম গড় ভবানীপুর। এই গড় ভবানীপুরে রাজত্বকালে চতুরানন তাঁর কন্যার জন্য পাত্রের সন্ধান করতে লাগলেন। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে সদ বংশের পাত্র লাভ করাই দুরূহ, এই সময় রাজদরবারে অনুষ্ঠিত এক ধর্মসভায় উপস্থিত হলেন ফুলিয়া গ্রামের বিখ্যাত কবি রামায়ণ রচয়িতা কৃত্তিবাস ওঝার (মুখোপাধ্যায়) ভাই গোপাল পণ্ডিত ও তাঁর নাতি সদানন্দ মুখোপাধ্যায়। ধর্মসভা ও শাস্ত্রবিচার শেষ হলে চতুরানন সেই সুন্দর সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী সদানন্দকে জামাই করবেন বলে মনস্থির করলেন। গোপাল মিশ্র তাঁর প্রস্তাবে রাজি হলে সদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে চতুরানন মিশ্রের কন্যা তারাদেবীর বিবাহসম্পন্ন হল। চতুরানন সদানন্দকে নিজের উত্তরাধিকারী করে সমস্ত রাজ্যের ভার দিয়ে বানপ্রস্থ নিয়ে কাশী চলে গেলেন। সদানন্দ রাজা হয়ে তাঁর রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করেছিলেন দামোদর নদের দুই তীরে হাওড়া ও হুগলি জেলা পর্যন্ত। তারকেশ্বর থেকে শিয়াখালা পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব বিস্তৃত ছিল বলে জানা যায়। রাজা সদানন্দ এই অঞ্চলে তুলোর চাষ প্রবর্তন করেন। সেই তুলো থেকে কাপড় বোনা শিখে সেই অঞ্চলের মানুষ নতুন জীবিকার সন্ধান লাভ করে।

চতুরানন ও সদানন্দ দুজনেই এই অঞ্চলকে আদিবাসীদের সংস্কৃতি থেকে অনেক উন্নত সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। এই অঞ্চলে কাপড় বোনা শুরু হলে অঞ্চলটি তাঁতি প্রধান হয়ে উঠল। কৃষ্ণনগর খানাকুল, আঁটপুর, রানির বাজার, রাজবলহাট, আঁটঘরা প্রভৃতি তাঁতের কাপড়ের জন্য বিখ্যাত আজও। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে রাজা সদানন্দ অন্তর্মুখ ও ঈশ্বরপ্রাণ হয়ে পড়েন। সেই সময় তাঁর শ্রীরামরাঘব নামে এক তন্ত্রসাধকের সঙ্গে পরিচয় হয়, এই পরিচয় রাজা সদানন্দের জীবনের মোড় ঘুড়িয়ে দেয়, তিনি তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে শোনা যায় এবং এরসঙ্গে যেটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তা হল তন্ত্রসাধনাকালে স্বপ্নে এক দেবীমূর্তির দর্শন।

রাজা সদানন্দের হৃদয়-বল্লভী এই দেবীই দেবী রাজবল্লভী নামে পূজিতা হচ্ছেন। রাজার প্রিয় বলেই বোধহয় দেবীর নামকরণের ধারা এই রকম। তাঁর নামের মতোই তাঁর রূপটিও একটু ভিন্ন! দেবীর এই রূপ কোনও পুরাণে বর্ণিত হয়নি। দেবীর শরীর সাধারণ আকারের চেয়ে দীর্ঘ, দেবী গৌরাঙ্গী, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মতো তাঁর গায়ের রং। তিনি দণ্ডায়মান, ডান হাতে খড়্গ, বাম হাতটি দেবী একটু ছড়িয়ে রেখেছেন, তারমধ্যে একটি পাত্র। মা দ্বিভুজা। মায়ের ডান পা-টি মহাকালের উপর। এই মহাকাল ঠিক শায়িত অবস্থায় বিরাজিত নন, তাঁর হাত এবং পা দুটি একটু উঁচু করা এবং বুক উঁচু করে চিত হওয়ার ভঙ্গিমায় শায়িত। দেবীর বামপদ জোড়হস্ত, শ্মশ্রুগুল্ফে আবৃত মুখমণ্ডল বিশিষ্ট পায়ের নীচে শায়িত ভৈরব মূর্তিটির মাথার উপর। মূর্তিটিকে 'বিরূপাক্ষ ভৈরব' নামে চিহ্নিত করা হয়। দেবীর কণ্ঠে নরমুণ্ডমালা, মানুষের ছোট ছোট হাতের কোমরবন্ধনী কোমরে জড়ানো। ত্রিনেত্রা দেবী বহু অলংকারে ভূষিতা। তাঁর মস্তকে বিরাট মুকুট শোভা পায়, দেবী প্রসন্নবদনা শুধু নন, তাঁর ওষ্ঠে মৃদু হাসির রেখা। দীর্ঘাকৃতি এই দেবীকে চোদ্দো হাত লম্বা কাপড় পরানো হয়। রাজা সদানন্দ যখন এই দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন তখন দিল্লির রাজসিংহাসনে মোগল সাম্রাজের অধিপতি সম্ভবত হুমায়ুন। রাজা স্বপ্নে প্রাপ্ত এই দেবীকে অক্ষয় তৃতীয়ার শুভলগ্নে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

রাজা সদানন্দ দৈবাদেশ অনুযায়ী দেবী মূর্তিকে অভিনবভাবে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর অনুসরণ করা পদ্ধতি আজও পালিত হয়। প্রতিমাটি মাটি দিয়ে প্রস্তুত করা বলে নানা পোকামাকড় ইত্যাদির জন্য এগারো-বারো বছর অন্তর তা পুনর্নির্মাণ করতে হয়। পণ্ডিতগণ একটি শুভদিন স্থির করেন এবং দিন স্থির করার পর সরস্বতীপুজোর পরদিন দেবীর জীর্ণ বিগ্রহটি বিসর্জন দেওয়া হয়। প্রতিমা তৈরি হয় গঙ্গাজল ও গঙ্গামাটি দিয়ে। প্রাচীনকালে গঙ্গামাটি ও জল বাঁকে করে শেওড়াফুলি থেকে আনা হত। এখন আধুনিক যানেই মূল উপকরণগুলি সংগ্রহ করা যায় দ্রুত। এই প্রতিমার কোনও কাঠামো নেই , সেই প্রাচীনকাল থেকে যে মাটির বেদির উপর প্রতিমার অবস্থান সেই বেদির উপরই মায়ের নতুন প্রতিমা তৈরি হয়। সেই প্রাচীন মাটির বেদিটিকে বর্তমানে পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। মায়ের মূর্তি তৈরির আগে বিসর্জনের পদ্ধতিটি জানা দরকার, এই মূর্তি কোনও বাঁশের কাঠামো দিয়ে তৈরি নয়, তামার সূক্ষ্ম জালের উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে মূর্তি তৈরি হয়। সরস্বতীপুজোর পর দিন তামার জাল থেকে তুষ ও মাটি ছাড়িয়ে নিয়ে দিঘিতে মাতৃদেহ বিসর্জন দেওয়া হয়। তারপর মন্দির বন্ধ করে মাটির বেদির উপর একটি কাঠ লম্বালম্বি করে রাখা হয়, এই কাষ্ঠখণ্ডটি নাকি প্রথম থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে বলে দাবি করা হয়। এরপর তামার জালের উপর তুষ দিয়ে ধীরে ধীরে দেবী অবয়ব নির্মিত হয়। যাঁরা প্রতিমা তৈরি করেন তাঁরা খুব শুদ্ধাচারে, স্নান করে এই কার্য সম্পন্ন করেন কারণ, হুবহু দেবীর বিগ্রহ ফুটিয়ে তোলা কম সাধনার কাজ নয়। মূর্তি নির্মাণ শেষ হলে আরেকটি অক্ষয় তৃতীয়াতে দেবীর পুনরায় যাগ-যজ্ঞ হোমের মাধ্যমে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়। দেবীর আসনের তলায় একটি তামার কুণ্ডের মধ্যে কালো পাথরের শিলা আছে, ওই শিলা নাকি বাগদি সর্দার শনিভাঙরের আমলে পূজিত। দেবীর বাম দিকে প্রাচীন চতুর্ভুজা দণ্ডায়মান বিষ্ণুমূর্তি, বিষ্ণু মূর্তির দু'পাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবী বিরাজ করেন। তাছাড়া সমস্ত শাকসবজি দিয়ে বিনা তেলে মশলায় কাঠের আগুনের জালে রাজবল্লভীর ঘ্যাঁট বলে একটি তরকারি হয়, এই ঘ্যাঁটের সঙ্গে একটু মাছের বন্দোবস্ত থাকে। এই হল দেবীর দিনের বেলার ভোগ আর রাতে ঘিয়ে ভাজা লুচি, ছানা আর আঁখের গুড় দিয়ে শীতলভোগ দেওয়া হয়। দেবীকে শয়নের আগে গড়গড়ায় তামাক সেজে দেওয়া হয়। দেবী তামাকের নেশা মিটিয়ে আরামে নিদ্রা যান। এই ব্যবস্থা রাজার একান্ত বল্লভ বা প্রিয় হওয়ার জন্য? না কি তান্ত্রিক আচারের অঙ্গরূপে পুজো ও সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছে তা জানা যায় না। দেবী রাজবল্লভীকে নিয়ে গড়ে উঠেছে নানা অলৌকিক কাহিনী। দেবীপুজোর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ক্ষণ হল আশ্বিনের শুক্লা নবমী, অর্থাৎ দুর্গা নবমী তিথি। শোনা যায় দুর্গাপুজোর ঠিক সন্ধিক্ষণটিতে দেবীর উদ্দেশ্যে প্রজ্জ্বলিত দীপটির শিখা হঠাৎ বেশি রকম উজ্জ্বল হয়ে যায়। নাট মন্দিরের মাঝখানে দুটি হাঁড়িকাঠ বসানো আছে বলির জন্য। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, এই দেবীর বলির মধ্যেও বিশেষত্ব আছে। দেবীর সম্মুখে নবমী তিথিতে চারটি বলি হয়। প্রথম বলিটি প্যাঁচ বলি। এই বলির বিশেষত্ব হচ্ছে এই বলির জন্য কোনও হাড়িকাঠ ব্যবহার করা হয় না। একটি ছাগকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখে পাঁচটানে তার বলি দেওয়া হয়। এরপর একটি মহিষ, একটি মেষ ও শেষে একটি ছাগবলি হয়। দেবীর বলিকে নিয়ে একটি অসামান্য কাহিনী লোকমুখে শোনা যায়। এই কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসও সংযুক্ত হয়ে আছে।

পর্ব - ৫

প্রতিমাটি মাটি দিয়ে প্রস্তুত করা বলে নানা পোকামাকড় ইত্যাদির জন্য এগারো-বারো বছর অন্তর তা পুনর্নির্মাণ করতে হয়। পণ্ডিতগণ একটি শুভদিন স্থির করেন এবং দিন স্থির করার পর সরস্বতীপুজোর পরদিন দেবীর জীর্ণ বিগ্রহটি বিসর্জন দেওয়া হয়। প্রতিমা তৈরি হয় গঙ্গাজল ও গঙ্গামাটি দিয়ে।

ভুঁরশুঁট বংশের অষ্টম পুরুষ রাজা রুদ্রনারায়ণ অপুত্রক ছিলেন। প্রথম পত্নী বিয়োগের পর দ্বিতীয় পত্নী নির্বাচন করেন বিচিত্র পদ্ধতিতে। রাজা একদিন অশ্বারোহণে গড়ের কাছ দিয়ে যেতে যেতে দেখলেন এক অসামান্য পুরুষ বেশধারী কন্যা কেবলমাত্র একটি বল্লমের সাহায্যে তিন তিনটি মহিষ শিকার করলেন। এই দৃশ্য দেখে রাজা কন্যাটির সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে জানতে পারলেন দীননাথ চৌধুরী নামে এক রাজকর্মচারীর অবিবাহিত কন্যা তিনি, নাম ভবশংকরী দেবী।

ছোটবেলায় মাতৃহারা এই কন্যাকে দীননাথ সর্ববিদ্যায় পারদর্শী করেছিলেন, কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে কন্যার একটি শর্ত তাকে কন্যার বিবাহ প্রদানে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল। ভবশংকরী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে পুরুষ তাঁকে অসিযুদ্ধে পরাজিত করতে পারবেন তার গলাতেই তিনি বরমাল্য প্রদান করবেন। এদিকে স্বয়ং রাজা ভবশংকরীর পাণিপ্রার্থী হওয়াতে দীননাথ পড়লেন বিপদে। তাঁর কন্যার প্রতিজ্ঞা যে পুরুষ তাঁকে অসিযুদ্ধে পরাজিত করতে পারবেন তাকেই তিনি বিবাহ করবেন। কিন্তু রাজার কাছে কন্যার এই প্রতিজ্ঞার কথা কী করে ব্যক্ত করেন? তিনি যে অন্নদাতা! তাই দীননাথ শরণাপন্ন হন রাজপুরোহিতের। 'একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে! রাজাকে জামাতা রূপে লাভ করার বাসনা যেন পরিপূর্ণ হয়!' রাজপুরোহিতের মধ্যস্থতায় ভবশংকরী নিজের প্রতিজ্ঞাটি রাজার কাছে একটু ঘুরিয়ে বললেন, রাজা যদি আগামী দুর্গানবমী পুজোর দিন এক কোপে দুটি মহিষ ও তাদের গলায় ঝোলানো একটি মেষ বলি দিতে পারেন তবে আমি তাঁকে পতিত্বে বরণ করব!।' রাজা একথা শুনে জানালেন তিনি এই প্রস্তাবে রাজি আছেন একটি শর্তে, কন্যাকেও একইভাবে দুটি মহিষ ও একটি ঝুলন্ত মেষ বলি দিতে হবে।

দুজনেই দুজনার প্রস্তাবে রাজি হলেন। নির্দিষ্ট শুভক্ষণের আগে অশ্বারোহণে মন্দিরে উপস্থিত হলেন ভবশংকরী, হাতে খোলা তরবারি নিয়ে প্রবেশ করলেন এবং মন্দিরে প্রণাম করলেন। রাজা রুদ্রনারায়ণ আগে থেকেই মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন, রাজপুরোহিত শুভ মুহূর্তটি ঘোষণা করতেই দু'দিক থেকে দুটো তরবারি ঝলসে উঠল, এক সঙ্গে তিনটি, তিনটি ছয়টি পশুর মুণ্ডচ্ছেদ হল। বীরাঙ্গনা তরুণী সেই পশুর রক্ত নিয়ে রাজার কপালে তিলক কেটে দিলেন। তারপর যেমন এসেছিলেন, তেমনই ফিরে গেলেন।

রাজা রুদ্রনারায়ণের যোগ্য সহধর্মিণী ছিলেন ভবশংকরী। রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর তিনি যে অসীম দক্ষতা ও সাহসিকতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করেছিলেন তার জন্য দিল্লির বাদশাহ আকবর তাঁকে 'রায়বাঘিনী' উপাধি প্রদান করেন।

এই গৃহদেবীর সঙ্গে এই বীর নারীর জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দেবীর অলৌকিক উপস্থিতি নিয়ে কত কিংবদন্তিই না লোকমুখে প্রচারিত। প্রাচীনকালে এই মন্দিরের পাশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হত। সেই নৌপথে এক বণিক বাণিজ্য করতে যাচ্ছিলেন, দেবী তখন নদীর তীরে বালিকার বেশে বসে ছিলেন। নদীর পাড়ে সেই অপূর্ব সুন্দরী কন্যাকে দেখে বণিক নৌকা থামিয়ে নৌকাতে তুলে নিলেন জোড় করে। দেবী তখন বণিকের সপ্তডিঙার একটির থেকে আরেকটিতে যেতে লাগলেন, আর তিনি পা দেওয়ামাত্র ডিঙাগুলি ডুবে যেতে লাগল। এইভাবে যখন ছয়টি নৌকা ডুবে গেল তখন বণিক বুঝতে পারলেন এই কন্যা সামান্য কেউ নন। তিনি দেবীর পা ধরে ক্ষমা চাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে ছয়টি নৌকা ভেসে উঠল বটে কিন্তু কন্যাটিকে আর দেখা গেল না। কন্যাটিকে না দেখতে পেয়ে বণিক তীরে উঠে এলেন এবং দেবী রাজবল্লভীর মূর্তি দর্শন করে তাকেই মহাসমারোহে পুজো প্রদান করলেন।

দেবী রাজবল্লভীর শক্তির উপর আরেকটি লোককাহিনী প্রচলিত, এই কাহিনীটি বাংলার অনেক দেবী মন্দিরের মাহাত্ম্য বর্ণনার সময় ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও এই কাহিনীর মধ্যে মৌলিকতার অভাব তবু এই কাহিনীর উল্লেখ করা হল। শোনা যায় মন্দিরের কাছে এক শাঁখারির কাছ থেকে মা স্বয়ং এক রমণীর বেশ ধরে শাঁখা পরেন। শাঁখারি দাম চাইলে দেবী তাঁকে রাজবাড়ি দেখিয়ে বলেন, 'ওই বাড়ি থেকে দাম নিয়ে নিও। শাঁখারি যখন রাজবাড়িতে শাঁখার দাম চাইতে গেলে রাজকর্মচারীরা তাঁকে পাগল বলে তাড়িয়ে দিলেন। এমন কোনও মেয়ে রাজবাটিতে নেই! কিন্তু শাঁখারি তো দেখেছেন, তাঁর কাছ থেকে শাঁখা পরে দিঘির জলে স্ননে করতে নামল মেয়েটি। সকলে এই কথায় অবাক হয়ে দিঘির সম্মুখে উপস্থিত হল, শাঁখারি নিজের অপমানের কথা ভেবে চোখের জল ফেলতে লাগলেন, তিনি দেখেছেন মেয়েটিকে এই দিঘিতে নামতে কিন্তু এখন তো কোনও মেয়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না! কে তাঁর কথা বিশ্বাস করবে? এই সময় হঠাৎ দিঘির জল আলোড়িত হয়ে উঠল, দিঘির মাঝখান থেকে ভেসে উঠল দুটি দেবী হস্ত, তাতে সুন্দর দুটি শাঁখা। এইসব ঘটনা রাজা সদানন্দের আমলে ঘটেছিল। দেবীর হস্ত দুটি দেখে রাজা সদানন্দ নাকি কেঁদে ফেলেছিলেন। তিনি রাজা হয়ে, দেবীর ভক্ত হয়ে দেবীর দর্শন পেলেন না, স্বপ্নে দেখলেন মাত্র! কিন্তু তারই প্রজা এক সামান্য শাঁখারি দেবীকে দর্শন করে ধন্য হলেন। রাজা সদানন্দের কাছ থেকে শাঁখারি পেয়েছিল প্রচুর উপঢৌকন। আজও দেবীর সপ্ত ডিঙার কাহিনীকে স্মরণ করে একটি মহাষ্টমীর দিন সাতটি ছোট ছোট নৌকা তৈরি করে তা জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। ডুবিয়ে দেওয়ার সময় গান গাওয়া হয় তারপর পূজারি চণ্ডীপাঠ শুরু করেন এবং পুজো শুরু হয়।

(উৎস : হোমাগ্নি পত্রিকা, রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, আঁটপুর, হুগলি। রাজ-রাজেশ্বরী দেবী রাজবল্লভী (শ্বেতকালী)ও সিদ্ধভূমি আঁটপুর । শ্রী সুব্রত সান্যাল)

ছোট তারা

প্রথম শ্রেণির ছাত্র আয়ুষ দাস আবৃত্তি ও আঁকায় পারদর্শী। নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক স্কুলের এই পড়ুয়ার প্রতিভায় গর্বিত স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

বাণিজ্যিক শহর শিলিগুড়িতে ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিতে একসময় হকার্স কর্নার তৈরি হয়। কিন্তু তার ফলে গুনতিতে এই ব্যবসায়ীদের মাথা কমেনি, বরং এখন আরও বেড়ে গিয়েছে। আসলে শিলিগুড়ি শহরে পুরনিগমের মাথায় যাঁরাই যখন বসেছেন, তাঁরা এনিয়ে মাথা ঘামাননি। আর এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় সবারই মাথাব্যথা শুরু হয়েছে। নিট ফল রোজগার হারিয়ে হকারদের মাথায় হাত। এবার এঁদের ঠিকানা কী হবে, উত্তর খুঁজলেন **রাহুল মজুমদার**।

কোন পথে ফুটপাথ

হাসমি চক

কোথায় দখল

হাসমি চক থেকে হিলকার্ট রোড ধরে সেবক রোডের দিকে যেতে জায়গায় জায়গায় ফুটপাথ দখল হয়েছে। জয়মণি ভবন থেকে সেবক মোড়ের দিকে যেতে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক পর্যন্ত ফুটপাথে একাধিক চায়ের দোকান রয়েছে। এর বাইরে ওই এলাকায় বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে ফুটপাথেই বিক্রি করা হচ্ছে। পাশাপাশি দুটি বড় ছাতার ব্যবসায়ী দোকান থাকা সত্ত্বেও তাঁদের সমস্ত সামগ্রী ফুটপাথজুড়ে রাখেন।

পণ্য ও পার্কিং

সেবক মোড় থেকে হাসমি চক পর্যন্ত একাধিক এলাকায় ফুটপাথ দখল করে জামাকাপড়ের দোকান, লটারির দোকান, ফাস্ট ফুডের দোকান বসছে। রয়েছেন ফুলের ব্যবসায়ীরাও। এই পুরো এলাকায় একাধিক জায়গায় ফুটপাথেই বাইক পার্কিং করা থাকে।

আসবাব ও বিদ্যুৎ

সেবক মোড় থেকে পানিট্যাঙ্কি মোড় পর্যন্ত রাস্তার বাম দিকে ফুটপাথ দখল করে আসবাবপত্রের দোকানের সামগ্রী রাখা থাকে। অন্যদিকে, উলটো ফুটে ফুটপাথে হার্ডওয়্যার এবং ইলেক্ট্রিক্যাল দোকানের সামগ্রী রাখা থাকে।

পোষ্যের খাবার

হাসমি চক থেকে বিধান রোডের দিকে যেতে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের ঠিক উলটো দিকে, ফুটপাথজুড়েই চলছে ব্যবসা। বিভিন্ন পশুপাখির বিক্রেতারা সামগ্রীগুলি ফুটপাথেই রেখে দেন। কিছুটা এগিয়ে পোষ্যর খাবারের দোকান। সেখানকার সামগ্রী তো আবার ফুটপাথ ছাড়িয়ে রাস্তার দিকে চলে আসে।

ডাব ও দশকর্মা

মিত্র সম্মিলনী যাওয়ার গলি ছাড়িয়ে গোষ্ঠ পালের উলটো দিকে ফুটপাথ দিয়ে ১০০ মিটার হাঁটা যাবে। তারপর আবার শুরু দখল। এবার ডাব বিক্রেতারা, দশকর্মার দোকানের মালিক সহ অন্য ব্যবসায়ীরা সমস্ত সামগ্রী ফুটপাথেই রেখেছেন। ওই পথে কেউ ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে পারবেন না।

কত হকার

বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরা ব্যবসায়ী সমিতির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শিলিগুড়ি শহরে ১০ হাজার লিপিবদ্ধ এবং পাঁচ থেকে সাত হাজার তালিকার বাইরে হকার এবং ফুটপাথ ব্যবসায়ী রয়েছেন।

হিলকার্ট রোড

কী ভাবছেন ব্যবসায়ীরা

নালা ও ফুটপাথ

আনন্দ ঘোষ (হিলকার্ট রোডে ফুটপাথে চায়ের দোকান) : ১৫ বছর ধরে এই জায়গায় চায়ের দোকান করি। ক'দিন আগে কয়েকজন এসে বলেছেন নালার ওপর থেকে দোকান তুলে নিয়ে ফুটপাথে বসতে। আবার কয়েকজন এসে বলছেন দোকান তুলে নিতে। একজন এসে আধার কার্ডের জেরক্স নিয়েছেন। নাম ঠিকানা নিয়ে গিয়েছেন। জানি না কী হবে। অন্য কোথাও দোকান দিলেও এখানকার মতো ব্যবসা হবে কি না সেটা নিয়েও সংশয় রয়েছে।

আতঙ্কে আছি

মুনমুন তিওয়ারি (জয়মণি ভবনের সামনে খবরের কাগজ বিক্রেতা): ৩০ বছর থেকে এই জায়গাতেই ব্যবসা করছি। আগে খবরের কাগজ ও বই বিক্রি করতাম। এখন বই বিক্রি না হওয়ায় খবরের কাগজ আর ঘরের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রি করি। মুখ্যমন্ত্রী তো বলেছেন ফুটপাথ থেকে সরে যেতে হবে। আমাদের মতো গরিবদের কী হবে? আদৌ কি কোথাও দোকান পাব? আদৌ কি ব্যবসা থাকবে? বাড়ির লোক আতঙ্কে রয়েছে।

এখন সিজন

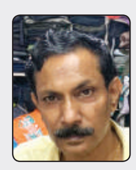

অলোক তিওয়ারি (হিলকার্ট রোডে ছাতার দোকান চলে এসেছে ফুটপাথে) : আমি অনেকদিন ধরেই ব্যবসা করি। এখন সিজন চলছে। তাই ফুটপাথে সামগ্রী রেখেছি। পরে সরিয়ে নেব।

ভোগান্তি পথচারীদের

রাস্তা বন্ধ

হেঁটে কলেজ যাতায়াত করলে আমি এমনিতে ফুটপাথ ধরেই যাতায়াত করি। কিন্তু মাঝে মাঝেই ফুটপাথ থেকে নেমে যেতে হয়। দেখবেন কিছু কিছু দোকানের আইসক্রিমের ফ্রিজারটাও ফুটপাথের ওপরে রাখা রয়েছে। কোথাও কোথাও টায়ার সাজানো থাকে ফুটপাথে। কেউ কেউ আবার তো বন্ধই করে দিয়েছেন ফুটপাথ।

–ঋষিকা আগরওয়াল *(কলেজ ছাত্রী)*

লোকদেখানো

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে। কিন্তু এখানে যা হচ্ছে সবটাই হয়তো মানুষকে দেখানোর জন্যে। কারণ প্রতিদিনই কাগজে পড়ছি, টিভিতে দেখছি প্রশাসন ফুটপাথ দখলমুক্ত করছে। আবার পরের দিন হাঁটতে গিয়ে দেখি সব দখল হয়ে রয়েছে।

–সমীরণ সূত্রধর *(বেসরকারি স্কুলের বাংলার শিক্ষক)*

ত্রিপল ঝুলছে

এখন তো ফুটপাথও নিরাপদ নয়। সেদিনই তো ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে গিয়েই একজন দিদির প্রাণ চলে গেল। আমি যখন ফুটপাথ ধরে যাতায়াত করি তখন কোথাও ওপরে ঝুলতে থাকা ত্রিপল মাথায় লাগে। কোথাও ফুটপাথে রাখা সামগ্রী ডিঙিয়ে যেতে হয়।

–বেবি সমাদ্দার *(শিবরামপল্লির গৃহবধূ)*

বিধান রোড

বিকল্প কী

- যাঁরা ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা করছেন সেরকম ছোট ব্যবসায়ীদের জন্যে পৃথক বাজার করা যেতে পারে
- যতদিন না বাজার হচ্ছে ততদিন ওই এলাকাতেই একটা কোণার দিকে দোকান করতে দেওয়া যেতে পারে
- যে ব্যবসায়ীরা দোকান থাকা সত্ত্বেও সামগ্রী ফুটপাথজুড়ে রেখে পথ বন্ধ করে দিচ্ছেন তাঁদের জরিমানা করা হোক

১৫ অগাস্টের পর টোটো নিয়ন্ত্রণ : মেয়র

তৈরি এসওপি ধরে কাজ করবে পুলিশ, পুরনিগম

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : ১৫ অগাস্টের পর থেকেই শহরের যানজট সমস্যা সমাধানে টোটোতে লাগাম টানবে প্রশাসন। ইতিমধ্যে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) তৈরি সারা। শিলিগুড়ি পুরনিগম ও শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ যৌথভাবে এসওপি তৈরি করেছে। ১৫ অগাস্টের পর থেকেই ওই এসওপির ভিত্তিতে অ্যাকশন শুরু হবে। শনিবার 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে নাগরিকের প্রশ্নের জবাবে এমনই দাবি করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পরিচয়ে এক ব্যক্তির টোটো সমস্যা সমাধানের আবেদনের প্রেক্ষিতে মেয়রের এমন বক্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। মেয়রের কথায়, 'টোটো নিয়ে আমরাও বিরক্ত। পুর কমিশনার ও ট্রাফিকের ডিসিপি মিলে একটি এসওপি তৈরি করেছে। এখন বৃষ্টির জন্যে সেটা কার্যকর করা হচ্ছে না। অগাস্ট থেকে কার্যকর হবে।' পরে মেয়র জানান, পুলিশ ও পরিবহণ দপ্তর এসওপি কার্যকর করবে। পুরনিগম তাদের সহযোগিতা করবে।

শিলিগুড়িতে মাত্র পাঁচ হাজার বৈধ টোটো থাকার কথা। কারণ, জেলা প্রশাসন ওই সংখ্যক টোটোকেই রেজিস্ট্রেশনের অনুমতি দিয়েছে। পুরনিগমের দেওয়া টেম্পোরারি আইডেন্টিফিকেশন নম্বরের (টিআইএন) ভিত্তিতে ওই রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয়েছিল। প্রশাসন সূত্রেই খবর, বর্তমানে শহরে সব মিলিয়ে ২০ থেকে ২৫ হাজার টোটো চলছে। এর মধ্যে দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের দেওয়া পাঁচ হাজার রেজিস্ট্রিকৃত টোটোর বাইরে জলপাইগুড়ি জেলায় রেজিস্ট্রেশন হওয়া টোটো সহ অন্য জেলা থেকে আসা রেজিস্ট্রেশনহীন টোটো রয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশ, কোনও টোটোই জাতীয় ও রাজ্য সড়কে চলাচল করতে পারবে না। কিন্তু শিলিগুড়িতে সেই নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই অবাধে প্রধান সড়কগুলি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে টোটো। ফলে, শহরজুড়ে বাড়ছে যানজটও। এই পরিস্থিতিতে শহরের এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণে এসওপি তৈরি করেছে প্রশাসন। সূত্রের খবর, এসওপি অনুযায়ী ভিনজেলার টোটোকে শহরে চলতে দেওয়া হবে না। রেজিস্ট্রেশনহীন টোটো প্রধান সড়কে উঠতে পারবে না। হিলকার্ট রোড ও বিধান রোডে টোটো চলাচল নিষিদ্ধ করা হবে। বর্ধমান রোড ও সেবক রোডে যে সার্ভিস রোড তৈরি হচ্ছে সেখান দিয়ে রেজিস্ট্রেশন হওয়া টোটো যাতায়াত করবে। এমনই আরও একগুচ্ছ পরিকল্পনা রয়েছে বলে খবর। তবে সবটাই অগাস্টের পরে কার্যকর হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। এজন্য এখন থেকেই শহরে সমীক্ষা শুরু হয়েছে। বর্তমানে শহরে কত টোটো রয়েছে, বাইরে কত- সব তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে। অগাস্টের মধ্যে সেই তালিকা তৈরি করে ফেলা হবে। এরপর পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

কারবালায় গৌতম

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : কারবালায় জল জমার সমস্যার বিষয়টি সামনে আসতেই এলাকা পরিদর্শনে গেলেন মেয়র গৌতম দেব। শনিবার সকালে তিনি কারবালা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা বোঝার চেষ্টা করেন। গৌতম বলেন, 'জল জমার পাশাপাশি কবরস্থানে আলো নিয়ে সমস্যা রয়েছে। আমরা সমাধানের চেষ্টা করছি। ইন্টারনাল ড্রেনেজ সিস্টেমের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।' মেয়রের আশ্বাসে এদিন সন্তোষ প্রকাশ করেছেন কারবালা কমিটির সদস্যরা। কারবালার সঙ্গে সংযোগকারী নিকাশিনালার ওপর থাকা দোকান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'নিকাশিনালার দোকান বসানো হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

পুলিশ হেপাজত

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : দেড় বছর পুরোনো ডলার সহ দুই ব্যক্তিকে শুক্রবার গ্রেপ্তার করেছিল মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ। ডলারগুলো ধৃতদের হাতে কীভাবে পৌঁছাল, সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতদের শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতে নিয়েছে মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতরা এর আগেও এই ধরনের কোনও ডলার কিংবা মুদ্রা পাচার করেছে কি না সে ব্যাপারেও খোঁজখবর নিতে শুরু করেছে পুলিশ।

শুক্রবার মেডিকেল ফাঁড়ি এলাকার একটি হোটেলে ঘরভাড়া করে ওই ডলার লক্ষাধিক টাকায় বিক্রির ছক কষেছিল মহম্মদ সরিফুদ্দিন এবং দীপাঞ্জন মজুমদার।

অপচয় রুখতে

ইসলামপুর, ১৩ জুলাই : অবশেষে পরিস্রুত পানীয় জলের অপচয় রুখতে ইসলামপুর জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর পদক্ষেপ করল। ইতিমধ্যে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের চারটি ট্যাপকলে বিবকক লাগানো হয়েছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর সূত্রে খবর, ইসলামপুর পুরসভার সঙ্গে সমন্বয় রেখে শহরের যে সমস্ত এলাকায় বিবককহীন ট্যাপকল রয়েছে সবগুলিতে বিবকক লাগানোর কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে।

ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পরিজনের দাপট

আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৩ জুলাই : হাসপাতালের ভেতরে ২৪ ঘণ্টা রোগীর পরিজনদের দাপট। সেসব সামাল দিতে হিমসিম খাচ্ছে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এই সুযোগে 'তোলাবাজি' চলছে চুটিয়ে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় আইনি পদক্ষেপ সহ প্রয়োজনে এফআইআর করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন হাসপাতালের সহকারী সুপার সন্দীপন মুখোপাধ্যায়।

সন্দীপন বলেন, 'হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন কর্মী টাকার বিনিময়ে রাতে পরিজনদের ভেতরে থাকতে দিচ্ছেন। এই কথা আমাদের কানে এসেছে। প্রায় সারাদিন রোগীর পরিজনরা হাসপাতালের প্যাসেজ দখল করে বসে থাকছেন। বাধা দিলে গেটে নিরাপত্তারক্ষীদের উপর অনেকে চড়াও হচ্ছেন। গোটা হাসপাতালে পান এবং গুটখার পিক ফেলে নোংরা করে রেখেছে। তাই আমরা আইনি পথে পরিস্থিতি মোকাবিলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' পুলিশের পাশাপাশি ইসলামপুর মহকুমা প্রশাসনেরও দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

কয়েক মাস আগে হাসপাতালে গুটখা, পান খেয়ে ঢুকলে ৫০০ টাকা জরিমানা ধার্য করেছিল মহকুমা প্রশাসন। প্রশাসনের তরফে অভিযান চালিয়ে গুটখাখোরদের বিরুদ্ধে জরিমানা আদায় করার নজিরও রয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি সেই তিমিরেই। মহকুমা শাসক মহম্মদ আবদুল শাহিদ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। তবে প্রশ্ন উঠছে হাসপাতালের সিকিউরিটি এজেন্সির ভূমিকা নিয়ে।

চলতি মাসে ইসলামপুর হাসপাতালে চিকিৎসকের এক নার্সকে থাপ্পড় মারার অভিযোগ ওঠে। অভিযুক্ত সেই চিকিৎসককে বদলির দাবিতে নার্সদের বিক্ষোভ নিয়ে মুখ পুড়েছিল স্বাস্থ্য দপ্তরের। তিনজনের তদন্ত কমিটি গড়ে রিপোর্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা করা হয়েছে।

এর মধ্যে রোগীর পরিজনদের সামাল দিতে নাভিশ্বাস উঠছে কর্তৃপক্ষের। সরকারি নিয়ম অনুসারে হাসপাতালে ভিজিটিং আওয়ার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা, বিকেলে ৪টা থেকে ৬টা। রোগী ভর্তির সময় পরিজনদের একটি ভিজিটার্স কার্ড দেওয়া হয়। ওই কার্ড নিয়ে ভিজিটিং আওয়ারে রোগীর সঙ্গে মাত্র একজনই দেখা করতে পারবেন। তিনি এলে একে একে বাকিরা যেতে পারবেন। কিন্তু সেই নিয়ম মানছে কে? অভিযোগ, নিরাপত্তারক্ষীদের ধাক্কা মেরে একজন রোগীর সঙ্গে দেখা করতে সাত-আটজন ঢুকে পড়ছেন। চিকিৎসকদের রাউন্ডের সময়ও বিভিন্ন বিভাগে পরিজনদের ভিড় জমে থাকছে। রোগীদের সময়ে ওষুধ দিতে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে নার্সদের। পরিজনদের বের হতে বললে নার্স এবং চিকিৎসকদের কপালে জুটছে চোখরাঙানি এবং হুমকি।

মহকুমা হাসপাতালে পরিজনদের থাকার আলাদা ঘর রয়েছে। কিন্তু পরিজনরা ২৪ ঘণ্টাই হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের প্যাসেজ দখল করে বসে থাকছেন। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাড়তি রোজগার করছেন হাসপাতালের কর্মীদের একাংশ। রাতে রোগীদের কাছাকাছি বা প্যাসেজে থাকতে দেওয়ার বিনিময়ে মাথাপিছু ৫০ থেকে ১০০ টাকা গুনতে হচ্ছে। মহকুমা শাসকের কথায়, 'রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে আমার প্রশ্ন, তাহলে হাসপাতালের নিরাপত্তা এজেন্সি কী করছে?' লক্ষাধিক টাকার বিনিময়ে এজেন্সি নিরাপত্তার কাজের বরাত পায়। তাদের ব্যর্থতা নিয়ে ওঠা প্রশ্নের সদুত্তর অবশ্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছেও নেই।

ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পরিজনের ভিড়। শনিবার।

ব্যাগ ফেরালেন অটোচালক

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : তাড়াহুড়ো করে বিমানবন্দরে নামার সময় অটোতে ব্যাগটি ভুলে গিয়েছিলেন এক পর্যটক। শনিবার ব্যাগটি তাঁকে ফিরিয়ে দেন অটোচালক বিনোদ মাহাতো। ফেলে যাওয়া ওই ব্যাগের মধ্যে প্যান কার্ড, আধার কার্ড, নগদ অর্থ সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথি ছিল। বিনোদের কথায়, 'আমরা যদি সবাই একে অপরের সহযোগিতা করি, তাহলে রাস্তায় কোনও সমস্যাই থাকবে না।'

শনিবার সকালে মাটিগাড়া হয়ে চেকপোস্টের দিকে অটো নিয়ে যাচ্ছিলেন বিনোদ। রাস্তায় ওই পর্যটক অটো থামিয়ে বাগডোগরা বিমানবন্দরে যাবেন বলে জানান। বিনোদ তাঁকে বিমানবন্দরে পৌঁছে দেন। বিমানবন্দর থেকে চেকপোস্টের অটোস্ট্যান্ডে ফেরার সময় বিহার মোড়ের কাছে দুই মহিলা অটোয় ওঠেন। চেকপোস্ট অটোস্ট্যান্ডে পৌঁছানোর পর একটি বড় ব্যাগ বিনোদের নজরে পড়ে। এরপরই চেকপোস্ট অটোস্ট্যান্ডের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয় বিমানবন্দরের অটোস্ট্যান্ডের সঙ্গে। ব্যাগের বিষয়টা বলতেই বিনোদ জানতে পারেন, এক পর্যটক ব্যাগের খোঁজ করছেন। এরপর বিমানবন্দরের এক অটোচালক ওই পর্যটককে নিয়ে চেকপোস্ট অটোস্ট্যান্ডে যান। ব্যাগ ফিরে পেয়ে বিনোদকে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি ওই পর্যটক।

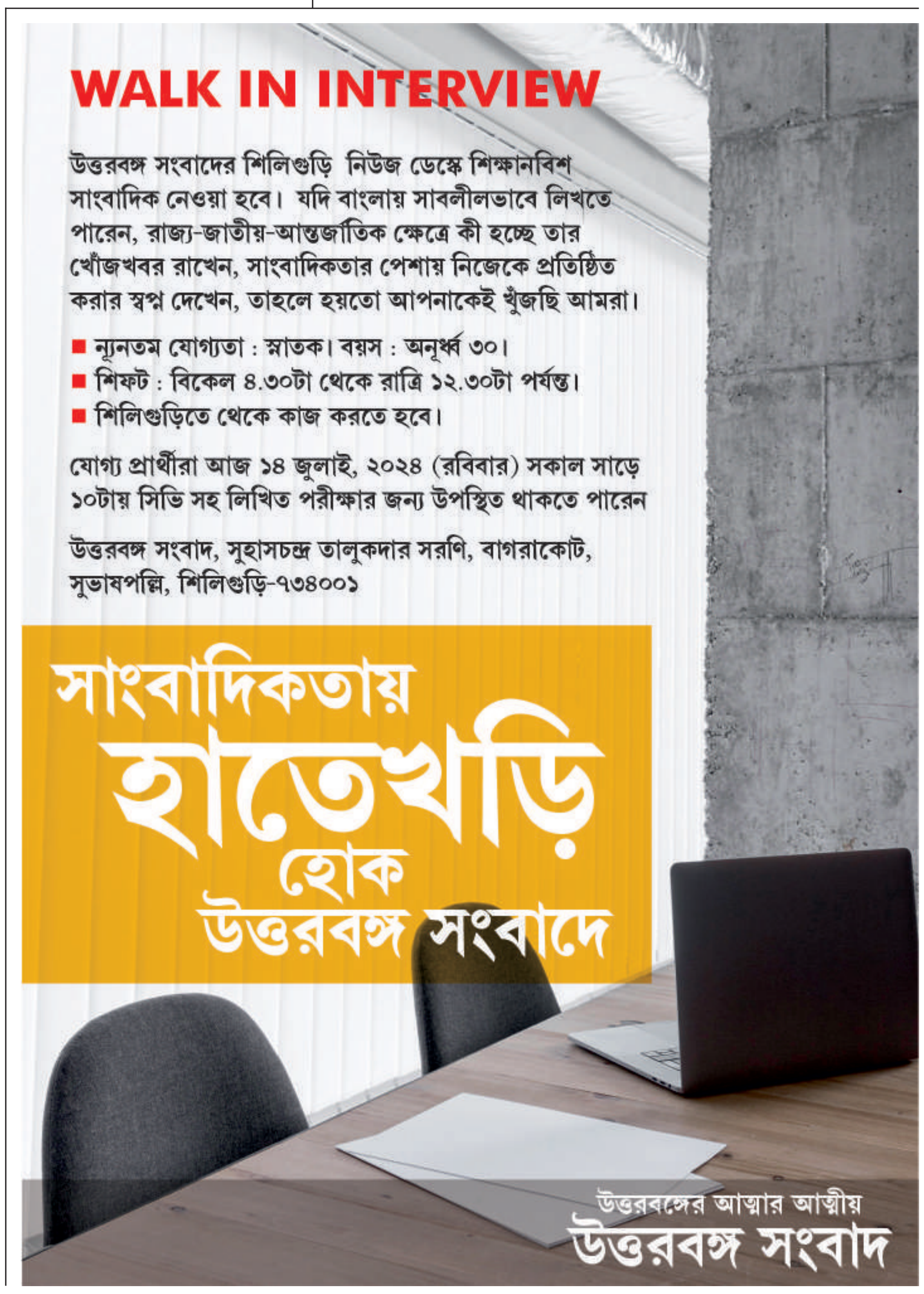

অর্থসংবাদ

জনপ্রিয় হচ্ছে লিকুইড ফান্ড

কৌশিক রায়

মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি জনপ্রিয় হলেও অনেক বিনিয়োগকারী ফান্ডে লগ্নি করতে পছন্দ করেন না। তাঁদের যুক্তি, ফান্ডে করা লগ্নি লক ইন হয়ে যায় অর্থাৎ যে কোনও সময়ে তুলে নেওয়া যায় না। জরুরি পরিস্থিতিতে লগ্নি তুলে নিলে জরিমানাও দিতে হয়। তাঁদের এই সমস্যা সমাধান করতে পারে লিকুইড ফান্ড।

লিকুইড ফান্ড কী?

লিকুইড ফান্ড হল একটি ওপেন এন্ডেড ডেট মিউচুয়াল ফান্ড। খুবই স্বল্পমেয়াদের এই ফান্ডের তহবিল বিনিয়োগ করা হয় ডেট এবং মানি মার্কেটের বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্টে। এই ফান্ড অন্যান্য মিউচুয়াল ফান্ডের তুলনায় কম ঝুঁকিপূর্ণ এবং জরুরি অবস্থার জন্য অর্থ জমা করার পক্ষে একটি ভালো বিনিয়োগের মাধ্যম। যে কোনও সময়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায় এবং তার জন্য কোনও জরিমানা গুনতে হয় না।

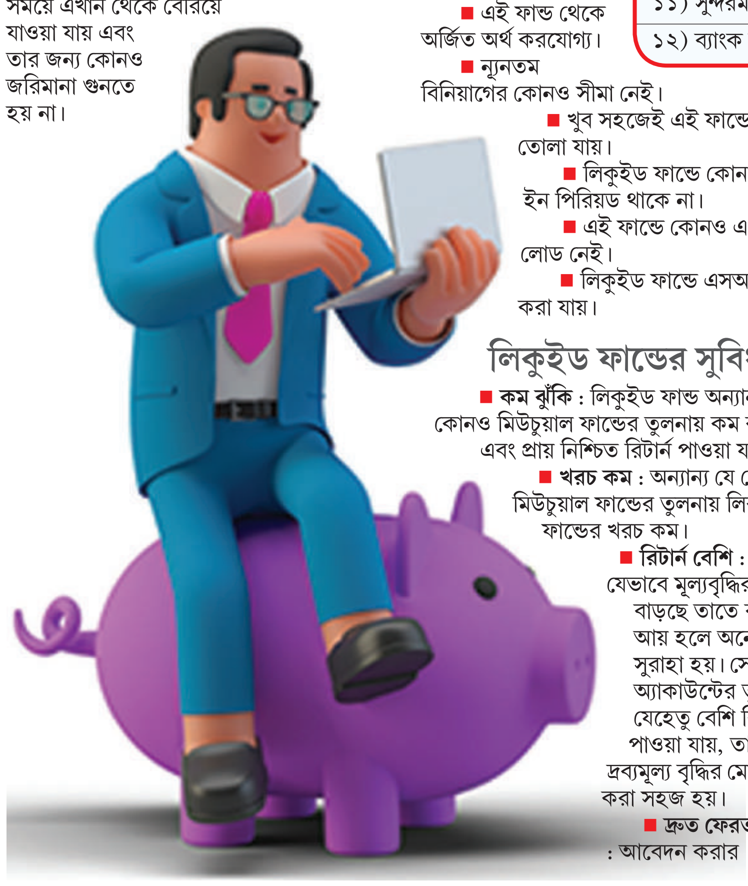

কারা বিনিয়োগ করতে পারেন?

আপনার হাতে অতিরিক্ত অর্থ আছে কিন্তু আপনি তা দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করতে চাইছেন না। এমন পরিস্থিতিতে লিকুইড ফান্ডে লগ্নি আদর্শ হতে পারে। ওই অর্থ ভবিষ্যতে কখন ব্যবহার করবেন তা স্থির করে নিয়ে বাজারে ভালো পারফর্ম করা কোনও লিকুইড ফান্ডে সেই অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন।

লিকুইড ফান্ডের বৈশিষ্ট্য

- যে কোনও সেভিংস অ্যাকাউন্টের তুলনায় লিকুইড ফান্ডে বেশি রিটার্ন পাওয়া যায়।
- এই ফান্ড থেকে অর্জিত অর্থ করযোগ্য।
- ন্যূনতম বিনিয়াগের কোনও সীমা নেই।
- খুব সহজেই এই ফান্ডের টাকা তোলা যায়।
- লিকুইড ফান্ডে কোনও লক ইন পিরিয়ড থাকে না।
- এই ফান্ডে কোনও এগজিট লোড নেই।
- লিকুইড ফান্ডে এসআইপি করা যায়।

লিকুইড ফান্ডের সুবিধা

- **কম ঝুঁকি** : লিকুইড ফান্ড অন্যান্য যে কোনও মিউচুয়াল ফান্ডের তুলনায় কম ঝুঁকিপূর্ণ এবং প্রায় নিশ্চিত রিটার্ন পাওয়া যায়।
- **খরচ কম** : অন্যান্য যে কোনও মিউচুয়াল ফান্ডের তুলনায় লিকুইড ফান্ডের খরচ কম।
- **রিটার্ন বেশি** : যেভাবে মূল্যবৃদ্ধির হার বাড়ছে তাতে বাড়তি আয় হলে অনেকটাই সুরাহা হয়। সেভিংস অ্যাকাউন্টের তুলনায় যেহেতু বেশি রিটার্ন পাওয়া যায়, তাই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মোকাবিলা করা সহজ হয়।
- **দ্রুত ফেরত** : আবেদন করার একদিনের মধ্যে লিকুইড ফান্ডের টাকা ফেরত পাওয়া যায়। এই সুবিধা অন্যান্য অনেক ফান্ডেই পাওয়া যায় না।

লিকুইড ফান্ডের অসুবিধা

বাজারের সঙ্গে যুক্ত থাকায় লিকুইড ফান্ডে ঝুঁকি থেকেই যায়। এর পাশাপাশি অন্যান্য যে কোনও ফান্ডে লিকুইড ফান্ডের তুলনায় রিটার্ন বেশি পাওয়া যায়।

সেরা কয়েকটি লিকুইড ফান্ড

এই মুহূর্তে বাজারে চালু রয়েছে একাধিক লিকুইড ফান্ড। এর মধ্যে ধারাবাহিকভাবে ভালো রিটার্ন দিচ্ছে এমন কয়েকটি লিকুইড ফান্ড হল-

ফান্ড	তহবিল (কোটি)	রিটার্ন (%)
১) কোয়ান্ট লিকুইড ফান্ড	২৬২৮	৫.৯৯
২) মাহিন্দ্রা ম্যানইউ লাইফ লিকুইড ফান্ড	১১৪৯	৫.৮৬
৩) আদিত্য বিড়লা সানলাইফ লিকুইড ফান্ড	৪২৮০৫	৫.৮৬
৪) এডেলওয়াইজ লিকুইড ফান্ড	৫০৩৪	৫.৮৬
৫) ইউনিয়ন লিকুইড ফান্ড	২৮১৫	৫.৮৩
৬) পিজিআইএম ইন্ডিয়া লিকুইড ফান্ড	৩৯৯	৫.৮৩
৭) বরোদা বিএনপি পারিবা লিকুইড ফান্ড	৭৮৯৯	৫.৮৩
৮) অ্যাক্সিস লিকুইড ফান্ড	২৩২৬০	৫.৮২
৯) মিরে অ্যাসেট লিকুইড ফান্ড	১০৭২৯	৫.৮২
১০) নিপ্পন ইন্ডিয়া লিকুইড ফান্ড	২৮৭৯০	৫.৮২
১১) সুন্দরম লিকুইড ফান্ড	৫৪৮১	৫.৮২
১২) ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া লিকুইড ফান্ড	১৪৪৩	৫.৮১

পরিশেষে একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। লিকুইড ফান্ডে লগ্নি কখনই দীর্ঘমেয়াদের জন্য উপযুক্ত নয়। দীর্ঘমেয়াদে লগ্নি করতে হলে হাইব্রিড, ইকুইটি ফান্ড সেরা বিকল্প হতে পারে। এই ধরনের ফান্ডে লিকুইড ফান্ডের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি রিটার্ন পাওয়া যায়। তাই খুব স্বল্পমেয়াদে ভালো রিটার্ন পাওয়ার লক্ষ্যে বেছে নেওয়া যেতে পারে এই লিকুইড ফান্ড।

(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

পিএমএস এবং মিউচুয়াল ফান্ড

সিদ্ধার্থ সরকার

পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (পিএমএস) নাকি মিউচুয়াল ফান্ড, আপনার বিনিয়োগের জন্য কোনটি বেছে নেবেন? এই সিদ্ধান্ত নিতে অনেক সময়ই সমস্যায় পড়েন বিনিয়োগকারীরা। দুই ক্ষেত্রেই যেমন সুবিধা রয়েছে, তেমন অসুবিধাও রয়েছে। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাই সব দিক বিবেচনা করতে হবে। আসুন দেখে নেওয়া যাক এদের মধ্যে কোন বিনিয়োগ বিকল্পটি আপনার জন্য উপযুক্ত হবে -

পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস

পেশাদার পোর্টফোলিও পরিচালকদের দ্বারা পরিচালিত এই সার্ভিস বিনিয়োগকারীদের ব্যক্তিগতভাবে বিনিয়োগের লক্ষ্যপূরণ করে। সাধারণত উচ্চ বিত্তশালীদের জন্য আদর্শ বিনিয়োগের পথ দেখায় পিএমএস। এখানে প্রত্যেক বিনিয়োগকারীর পোর্টফোলিও আলাদাভাবে পরিচালিত হয়। তাই রিটার্নও প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আলাদা হয়। বর্তমানে পিএমএস-এ বিনিয়োগ ২৫ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০ লক্ষ টাকা করেছে সেবি।

সুবিধা :

- ব্যক্তিগত পছন্দ এবং আর্থিক লক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে কাস্টমাইজড বিনিয়োগ পোর্টফোলিও অফার করে পিএমএস।
- এক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীরা সরাসরি সিকিউরিটিজের মালিকানা পান। এতে তাঁদের বিনিয়োগের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং পুরো বিষয়টিতে যা স্বচ্ছতা প্রদান করে।

অসুবিধা :

- মিউচুয়াল ফান্ডের তুলনায় পিএমএস-এর চার্জ অনেক বেশি হওয়ায় তা রিটার্নকে প্রভাবিত করে।
- ন্যূনতম বিনিয়োগের অঙ্ক বেশি হওয়ায় অনেক সাধারণ বিনিয়োগকারীর পক্ষে পিএমএস বেছে নেওয়া সম্ভব হয় না।

মিউচুয়াল ফান্ড

পেশাদার ফান্ড ম্যানেজারদের দ্বারা পরিচালিত সিকিউরিটিজগুলির একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ পোর্টফোলিওতে বিনিয়োগ করার জন্য একাধিক বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে অর্থ নিয়ে একটি তহবিল তৈরি করে এই মিউচুয়াল ফান্ড। খুবই অল্প অর্থ দিয়ে মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন বিনিয়োগকারীরা।

সুবিধা :

- মিউচুয়াল ফান্ডে বিভিন্ন সিকিউরিটিজে বিনিয়োগে বৈচিত্র্য থাকায় তা ঝুঁকি অনেকটাই কমিয়ে দেয়।
- মিউচুয়াল ফান্ডগুলি অভিজ্ঞ ফান্ড ম্যানেজারদের দ্বারা পরিচালিত হয়, যাঁরা বিনিয়োগকারীদের হয়ে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন।

অসুবিধা :

- এখানে সামগ্রিকভাবে একটি বিনিয়োগের কৌশল নেওয়া হয় যেখানে ব্যক্তিগত পছন্দ বা লক্ষ্য গুরুত্ব পায় না।
- মিউচুয়াল ফান্ডে ঝুঁকি ফান্ড ম্যানেজারদের সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত হয়।

অতীতের পারফরমেন্স এবং ভবিষ্যতের দিশা

পিএমএস এবং মিউচুয়াল ফান্ডের অতীতের পারফরমেন্স বিচার করলে দেখা যায় উভয় ক্ষেত্রেই দীর্ঘ মেয়াদে ইতিবাচক রিটার্ন পাওয়া গিয়েছে। যদিও পিএমএস বড় অঙ্কের তহবিল আছে এবং বেশি ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক উচ্চবিত্তশালী বিনিয়োগকারীদের বেশি রিটার্ন দিয়েছে। অন্যদিকে মিউচুয়াল ফান্ডগুলি খুচরো বিনিয়োগকারীদের জন্য বহুমুখী এবং সাশ্রয়ী বিনিয়োগের বিকল্প প্রদান করে।

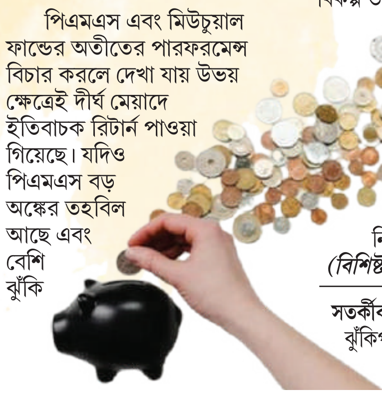

ভারতীয় বাজারে পিএমএস বা মিউচুয়াল ফান্ড বেছে নেওয়ার আগে বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশ্য, আর্থিক লক্ষ্য, ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক লক্ষ্যপূরণের জন্য বিনিয়োগের বৈচিত্র্য গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত চাহিদা এবং পছন্দের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সুসংহত বিনিয়োগ পোর্টফোলিও তৈরি করতে আর্থিক বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়াও জরুরি।

পিএমএস এবং মিউচুয়াল ফান্ড - দুই ক্ষেত্রেই সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে। তাই প্রতিটি বিনিয়োগ বিকল্প ভালোভাবে যাচাই করে এবং নিজেদের আর্থিক লক্ষ্যপূরণে তা কতটা বেশি কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে, তা বিবেচনা করেই বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হবে বিনিয়োগকারীদের।

(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : আইটিসি

- **সেক্টর** : কনজিউমার ● **বর্তমান মূল্য** : ৪৫৯
- **এক বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ** : ৩৯৯/৪৯৯
- **মার্কেট ক্যাপ** : ৫,৭৩,৩২১ কোটি
- **বুক ভ্যালু** : ৫৯.৬৬ ● **ফেস ভ্যালু** : ১
- **ইপিএস** : ১৬.৩৮ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড** : ৩.০০
- **পিই** : ২৮.০২ ● **তিন বছরে রিটার্ন** : ১২৮.২৭ শতাংশ ● **আরওই** : ২৭.৪৫
- **সুপারিশ** : কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট** : ৫২৫

একনজরে

- ২০২৩-’২৪-এর চতুর্থ কোয়ার্টারে আইটিসি’র মোট আয় ২.০ শতাংশ বেড়ে ১,৯৪,৪৬৫ কোটি টাকা হয়েছে। যদিও চড়া করের জন্য নিট মুনাফা সামান্য কমে ৫১,২০৬ কোটি টাকা হয়েছে।
- সিগারেট থেকে আয় ৭.৫ শতাংশ এবং হোটেল ব্যবসা থেকে আয় ১৫.১ শতাংশ হারে বেড়েছে। কাগজ এবং প্যাকেজিং ব্যবসা অবশ্য চিনের কড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ধাক্কা খেয়েছে।
- আইটিসি’র ৪১ শতাংশ শেয়ার বিদেশি আর্থিক সংস্থা এবং ৪৩.৮ শতাংশ শেয়ার রয়েছে দেশি আর্থিক সংস্থাগুলির হাতে।
- ৭০টিরও বেশি দেশে পণ্য রপ্তানি করে আইটিসি।
- এফএমসিজি ব্যবসার প্রসারে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে আইটিসি। সানরাইজ, বিঙ্গো, ইপ্পি ইত্যাদি ব্র্যান্ড ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে।
- সিগারেটে চড়া কর মুনাফা লাগাতার কমাচ্ছে।
- শ্রীলঙ্গায় সম্প্রতি হোটেল রত্নদীপা চালু করেছে আইটিসি। হোটেল ব্যবসায় মুনাফাও লাগাতার বাড়ছে।
- মূল ব্যবসা থেকে হোটেল ব্যবসা আলাদা (ডিমার্জার) করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইটিসি।
- কেআর চোকসি, মতিলাল অসওয়াল, প্রভুদাস লীলাধর সহ একাধিক ব্রোকারেজ সংস্থা এই শেয়ার কেনার পরামর্শ দিয়েছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

ফের নয়া রেকর্ড গড়ল শেয়ার সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। সেনসেক্স ৮০৮৯৩.৫১ এবং নিফটি ২৪৫৯২.২০ পয়েন্টে পৌঁছে এই নজির গড়েছে। সপ্তাহ শেষে অবশ্য সামান্য নেমে দুই সূচক থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৮০৫১৯.৩৪ এবং ২৪৫০২.১৫ পয়েন্টে। আপাতত শেয়ার বাজারে ঊর্ধ্বমুখী দৌড় অব্যাহত থাকতে পারে। মুনাফা তোলার হিড়িকে মাঝেমধ্যে সূচক ধাক্কা খেলেও এই মুহূর্তে বড় কোনও পতনের আশঙ্কা প্রায় নেই। এই বিষয়টি বিবেচনা করেই আগামীদিনে বিনিয়োগকারীদের লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। লগ্নির জন্য বেছে নিতে হবে গুণগত মানের ভালো শেয়ারকে। দীর্ঘমেয়াদে ভালো শেয়ারে লগ্নি এখনও বড় অঙ্কের মুনাফার সন্ধান দিতে পারে।

আগামী ২৩ জুলাই সাধারণ বাজেট। এখন সেই বাজেটের দিকেই তাকিয়ে লগ্নিকারীরা। বাজেট ঘিরে প্রত্যাশা অনেক। তৃতীয় দফার মোদি সরকারের এটিই প্রথম বাজেট। বিগত দুই দফার সংস্কার ও উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ এবারও বজায় থাকবে বলে আশা করছেন লগ্নিকারীরা। বাজেট প্রত্যাশা পূরণ করলে সূচকের এই স্বপ্নের দৌড় আরও কিছুদিন চলবে বলে আশা করা যায়। এর পাশাপাশি সূচক শীর্ষে পৌঁছে যাওয়ায় অস্থিরতাও বাড়বে। এই বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে।

২০২৪-’২৫ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারের ফল প্রকাশ শুরু হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা টিসিএসের ভালো ফল শেয়ার বাজারকে চাঙ্গা করেছে। প্রথমসারির অন্য সংস্থাগুলি ভালো ফল প্রকাশ করলে এই উত্থানের ধারা বজায় থাকবে। সূচকের রেকর্ড উত্থানে মদত দিয়েছে আমেরিকার মূল্যবৃদ্ধির পরিসংখ্যানও। সেদেশের মূল্যবৃদ্ধির হার গত এক বছরের সর্বনিম্ন অঙ্কে নেমে এসেছে। যা সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা ফের এগিয়ে এনেছে। আশা করা হচ্ছে, আগামী সেপ্টেম্বরের বৈঠকে সুদের হার কমানোর প্রক্রিয়া শুরু করা হতে পারে। আমেরিকায় সুদের হার কমলে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে সারা বিশ্বের শেয়ার বাজারে। এর পাশাপাশি সুদের হার কমানো শুরু করতে পারে অন্যান্য দেশও।

করোনা পরবর্তী সময়ে ভারতীয় শেয়ার বাজারে যে উত্থান শুরু হয়েছিল তা এখনও চলছে। এই বুল রান দীর্ঘমেয়াদে বজায় থাকতে পারে। তার জন্য বড় ভূমিকা রাখতে পারে বাজেট এবং সুদের হার কমা। মূল্যবৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণে আসায় চলতি বছরেই সুদের হার কমানোর প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। সুদের হার কমলে শেয়ার বাজারের উত্থান আরও দীর্ঘস্থায়ী হবে। এই বুল রানের সুবিধা নিতে লগ্নিকারীদের লগ্নির প্রাথমিক বিষয়গুলিকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে হবে। লগ্নি করতে হবে দীর্ঘমেয়াদে। দৈনন্দিন কেনাবেচা থেকে বিরত থাকতে হবে।

অন্যদিকে সোনা-রুপোর বাজার এখনও ঝিমিয়ে। তবে আগামীদিনে ফের ঊর্ধ্বমুখী দৌড় শুরু করতে পারে এই দুই মূল্যবান ধাতুর দাম।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **টিভিএস মোটর** : বর্তমান মূল্য-২৪৩৯.৪৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৫১৯/১২৯৫, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-২৩৫০-২৪০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১৫৮৯৫, টার্গেট-২৭৮০।
- **গেল** : বর্তমান মূল্য-২২৮.৭১, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৩৪/১০৫, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-২১০-২২০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৫০৩৭৯, টার্গেট-২৭৬।
- **অম্বুজা সিমেন্ট** : বর্তমান মূল্য-৬৭৬.৫০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭০৭/৪০৪, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৬৩৫-৬৬৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৬৬৬৩০, টার্গেট-৭৫০।
- **এনএইচপিসি** : বর্তমান মূল্য-১১৩.০২, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১১৮/৪৫, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৯৫-১০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১৩৫২৮, টার্গেট-১৪২।
- **সান ফার্মা** : বর্তমান মূল্য-১৫৭৭.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬৩৯/১০৩১, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-১৫০০-১৫৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৭৮৪৪৭, টার্গেট-১৭৫০।
- **হ্যাল** : বর্তমান মূল্য-৫৪৮৯.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৬৭৪/১৪৮৫, ফেস ভ্যালু-৫.০০, **কেনা যেতে পারে-৫২০০-৫৪০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৬৭১০৩, টার্গেট-৬৩৫০।**
- **বিপিসিএল** : বর্তমান মূল্য-৩০৬.৬০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৪৪/১৬৬, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-২৮৫-৩০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৩৩০১৮, টার্গেট-৩৭৪।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : উপরের বক্তব্য লেখকের নিজস্ব মতামত। লগ্নির সিদ্ধান্ত বিনিয়োগকারীর ব্যক্তিগত বিষয় এবং বাজারগত ঝুঁকিসাপেক্ষ। অনুগ্রহ করে বিনিয়োগ করার আগে কোনও আর্থিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করুন।

নতুন উচ্চতার খোঁজে ভারতীয় শেয়ার বাজার, ব্যাটন কি এবার আইটির হাতে?

বোধিসত্ত্ব খান

বিনিয়োগকারীরা দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে উঠছেন এবং বিশেষজ্ঞরা বলতে বলতে ক্লান্ত হচ্ছেন যে, নিফটি এবং সেনসেক্স নতুন উচ্চতা ভাঙছে। বিগত এক মাসে নিফটি বৃদ্ধি পেয়েছে ৫.০৬ শতাংশ এবং সর্বকালীন উচ্চতা ২৪,৫৯২.২০ পয়েন্ট ছুঁয়েছে। সেনসেক্স গত এক মাসে বৃদ্ধি পেয়েছে ৫.১২ শতাংশ এবং তার সর্বকালীন উচ্চতা ৮০,৮৯৩.৫১ পয়েন্ট ছুঁয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকা এবং এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন শেয়ার বাজার নতুন করে শক্তি দেখাচ্ছে যার প্রভাব কিছুটা হলেও ভারতীয় শেয়ার বাজারে পড়েছে। নির্বাচনের ফলাফলের দিন বাজারে সুবিশাল ধস নামার পর রেলওয়েজ, শিপিং, ডিফেন্স, পাওয়ার, ফিন্যান্স প্রভৃতি সেক্টর অভাবনীয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি শিপিং স্টক দ্বিগুণ সম্পদ সৃষ্টি করে দিয়েছে বিনিয়োগকারীদের।

শুক্রবার ভারতীয় শেয়ার বাজারে নিফটি এবং সেনসেক্স আবার তাদের সর্বকালীন উচ্চতা ছাড়িয়ে যায়। টিসিএস প্রত্যাশা ছাড়িয়ে ভালো করার পরই আইটি সেক্টরে দুরন্ত র‌্যালি শুরু হয়। বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার ২ থেকে ১০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পায়। জুন, ২০২৪ কোয়ার্টারে টিসিএসের লাভ দাঁড়িয়েছে মোট ১২,১০৫ কোটি টাকা। যা জুন, ২০২৩-এর ১১,১২০ কোটি টাকার তুলনায় ৮.৮ শতাংশ বেশি। যদিও তা মার্চ, ২০২৪-এর ১২৫০২ কোটি টাকার তুলনায় ৩৯৭ কোটি টাকা কম। এই কোম্পানি শেয়ার প্রতি ১০ টাকা অন্তর্বর্তী ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। শুক্রবার টিসিএসের শেয়ারের দাম ৬.৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ভালো ফল করেছে নিফটির আরও একটি আইটি কোম্পানি এইচসিএল টেক। তাদের মোট লাভ ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা দাঁড়িয়েছে ৪২৫৭ কোটি টাকায়। বিগত বছর জুন, ২০২৩-এ এদের লাভ ছিল ৩৫৩৪ কোটি টাকা। কোম্পানি শেয়ার প্রতি ১২ টাকা করে ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। শুক্রবার যে আইটি কোম্পানিগুলি দারুণ উত্থান দেখে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জেনসার টেকনলজি, এইচসিএল টেক, কেপিআইটি, কোফর্জ, বিড়লা সফট, এমফ্যাসিস, উইপ্রো, পারসিসটেন্ট, ওরাকেল, এলটিআই মাইন্ডট্রি, ইনফোসিস, টেক মাহিন্দ্রা ইত্যাদি।

শুক্রবার অন্যান্য যে কোম্পানিগুলি তাদের ত্রৈমাসিক ফল প্রকাশ করেছে তার মধ্যে অন্যতম হল পাওয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফিন্যান্সিং কোম্পানি আইআরইডিএ। জুন, ২০২৩-এ তাদের লাভ ছিল ২৯৫ কোটি টাকা, সেখান থেকে ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করে তা দাঁড়িয়েছে ৩৮৪ কোটি টাকা। এছাড়া এই কোম্পানি তাদের নেট এনপিএ বা নন পারফর্মিং অ্যাসেট ফিসকাল ইয়ার ২৩-২৪-এর ১.৬১ শতাংশ থেকে কমিয়ে এনেছে ০.৯৫ শতাংশে। রিনিউয়েবল এনার্জি সেক্টরে এই কোম্পানি যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে তা তাদের প্রতি কোয়ার্টারের ফলাফল দেখে আন্দাজ করা যায়। তবে শেয়ার বাজারকে চিন্তায় রাখতে পারে ভারতের রিটেল ইনফ্লেশন বা মূল্যবৃদ্ধি। যা গত চার মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং জুন মাসে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫.০৮ শতাংশে। চিন্তা বাড়াচ্ছে খাদ্যে মূল্যবৃদ্ধি যা গত ৮ মাস ধরেই ৮ শতাংশের ওপর। খাদ্যে মূল্যবৃদ্ধি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯.৪ শতাংশে। বিশেষ করে সবজি এবং ডালের দামবৃদ্ধি অস্বাভাবিক। সারা ভারতজুড়ে তীব্র তাপপ্রবাহ এবং উত্তরবঙ্গে অত্যধিক বৃষ্টিপাত- সবমিলিয়ে সাধারণ মানুষ একেবারে জেরবার হয়ে রয়েছেন। আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, বর্তমানে মূল্যবৃদ্ধির যা অবস্থা তাতে ঋণে সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা খুবই কম সামনের কয়েকমাসে।

শুক্রবার আমেরিকায় এসঅ্যান্ডপি (০.৫৫ শতাংশ), ন্যাসড্যাক (০.৬৩ শতাংশ) এবং ডাউজোন্স (০.৬২ শতাংশ) বৃদ্ধি পায় এই আশায় যে, ফেডারেল ব্যাংক হয়তো বা অতি দ্রুত ঋণে সুদের হার কম করবে। তবে ভারতের আইআইপি ডেটা কিন্তু ভালো করেছে। ১ এপ্রিল, ২০২১-এর ৫ শতাংশের তুলনায় মে মাসে তা দাঁড়িয়েছে ৫.৯ শতাংশে। ভারতে আইআইপি বা ইন্ডেক্স অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন বা শিল্প উৎপাদন সূচক হল একটি অর্থনৈতিক সূচক যা দেশের শিল্প উৎপাদনের অবস্থাকে নির্ধারণ করতে ব্যবহার করা হয়। এর প্রধান উপাদান হল খনি ও খনিজ উৎপাদন, উৎপাদন বা ম্যানুফ্যাকচারিং এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন। এর মাধ্যমে অর্থনীতির বৃদ্ধি বা পতন বোঝা যায়। শুক্রবার যে কোম্পানিগুলির শেয়ার সর্বোচ্চ বৃদ্ধি পায় তার মধ্যে রয়েছে রেলটেল, সোনাটা, আইএফসিআই, অয়েল ইন্ডিয়া, আইনক্স উইন্ড, পিটিসি ইন্ডিয়া ফিন্যান্স, জি এন্টারটেইনমেন্ট, আইআরএফসি, মানাপ্পুরম ফিন্যান্স, ইরকন ইন্টারন্যাশনাল ইত্যাদি। শুক্রবার যে কোম্পানির শেয়ারগুলির দাম কমেছে তার মধ্যে রয়েছে ম্যালকম ইন্ডিয়া, অতুল অটো, ভারত বিজলি, ম্যাক্রোটেক ডেভেলপার্স।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

নির্মম অত্যাচার
(১ জুলাই)

সালিশি সভার রায়ে পরকীয়ায় যুক্ত অভিযোগে এক যুগলকে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর করা হল। পরে এক তৃণমূল নেতা ধৃত। রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড়।

বাসে ডাকাতি
(২ জুলাই)

রানাঘাট থেকে কোচবিহারগামী একটি বেসরকারি বাসে সকালে দুঃসাহসিক ডাকাতি। ঘোকসাডাঙ্গার এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য। পরে বেশ কয়েকজন ধৃত।

নদীবাঁধে ফাটল
(২ জুলাই)

বালুরঘাট শহরের সরোজ রঞ্জন সেতু সংলগ্ন এলাকায় আত্রেয়ীর নদীবাঁধে ফাটল দেখা দেওয়ায় ব্যাপক আতঙ্ক। খবর পেয়ে এলাকায় প্রশাসনের দ্রুত পরিদর্শন।

চোখের সামনেই
(৩ জুলাই)

প্রশাসনের চোখের সামনেই নার্সিংহোম তৈরি চললেও কেউই তা লক্ষ করেননি। পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। পরে প্রশাসনিক তৎপরতা।

চলতি কা নাম গাড়ি

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ির বাসিন্দারা যে প্রাণ হাতে রাস্তায় নামেন সেটা বললে এতটুকু বাড়িয়ে বলা হবে না। কিছুদিন আগে স্কুলবাসের ধাক্কায় দুর্ঘটনায় এক শিক্ষিকার মৃত্যুর ঘটনাই তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। এমন ঘটনা যে একটিই ঘটেছে, তা নয়। আছে অজস্র। সমস্যা মেটাতে তবুও প্রশাসনের যেন হেলদোলই নেই। তবে উপায় আছে।

শিলিগুড়ি শহর প্রতিনিয়ত বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে রাস্তায় প্রাণ হাতে নিয়ে চলার প্রবণতাও। এই প্রবণতার আর দোষ কী! যেভাবে রাস্তাঘাটে যানবাহনের সংখ্যা বাড়ছে তাতে তো আর এই প্রবণতাকে কোনওভাবেই দোষ দেওয়া যাবে না। কিছুদিন আগেই স্কুলবাসের ধাক্কায় হাসপাতাল মোড়ের কাছে দুর্ঘটনায় ফুটপাথে থাকা এক শিক্ষিকার প্রাণ গেল। তার কিছুদিন আগে ইসকন মন্দির রোডে পথ দুর্ঘটনায় এক তরুণ মারা গেলেন। উদাহরণের তালিকা তৈরি করতে বসলে খুব তাড়াতাড়ি বড়সড়ো একটা তৈরি করে দেওয়া যাবে। কিন্তু সমস্যার সুরাহা? সেটি সহজে মেলার নয়।

শহরের রাস্তাঘাটে যানজটের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল, গত কয়েক বছরে শহরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন উড়ালপুলে কীভাবে ভিড় বেড়েছে সেটা দেখেছেন? এক একটা সময় হাসমি চকে সিগন্যাল লাল হলে উড়ালপুলের অনেকটা অংশ পর্যন্ত যানজট ছড়িয়ে যায়। শহরের যানজট বৃদ্ধির গ্রাফটা এতেই অনেকটা পরিষ্কার।

কী কারণে যানজট বাড়ছে? উত্তরটা সহজ। শহরে যানবাহনের সংখ্যা বাড়ছে। মানুষ বাড়লে পাল্লা দিয়ে যে যানজটও যে বাড়বে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সমস্যা হল, আমাদের অনেকের মধ্যেই নিজস্ব গাড়ি কেনার প্রবণতাটা বেড়ে চলা। গত কয়েক বছরে শহরে একের পর এক গাড়ির শোরুম চালু হওয়ার ঘটনাতেই তা পরিষ্কার। আগে শহরে বিক্রি হওয়া গাড়ির বেশির ভাগই পাহাড়ে যেত। এখনও যায়। কিন্তু এখন শহরের নিজস্ব গাড়ি-সম্ভারটিও ভারী হয়েছে। ইএমআই, ধারে গাড়ি কেনার সুযোগ, সঙ্গে 'জীবন আর কতদিনের' মনোভাব...পরিবারে একটি চার চাকার অন্তর্ভুক্তি বেশি সময় নেয়নি।

আর এখানেই বিপদ বাড়ছে। যত সংখ্যক গাড়ি চলাচলের জন্য শহরের রাস্তাঘাটগুলি চওড়া রয়েছে, তার তুলনায় অনেক বেশি গাড়ি রাস্তাঘাটে নামছে। শহরে একের পর এক স্কুল খুলছে। কে কত বেশি পড়ুয়া টানতে পারে সেই প্রতিযোগিতাও চলছে। পড়ুয়া বাড়লে স্কুলবাসের সংখ্যাও অবধারিতভাবে বাড়ছে। লক্ষ করে দেখুন, আগে সমস্ত স্কুলবাস অলিগলিতে ঢুকত না। আজকাল ঢোকে। ঢুকবেই। প্রতিযোগিতার বাজার। 'এ' স্কুলের বাস গলিতে না ঢুকলে বাবা-মা 'বি' স্কুলের দিকে নজর দিতে পারেন। তাই ব্যবসা হারানো চলবে না। অতএব, অলিগলিতেও স্কুলবাসের অবাধ বিচরণ। আর অলিগলিতেও জ্যাম। সময়ের অভাব মেটাতে গিয়েই অনেকের গাড়ির অ্যাক্সেলারেটারে চাপ। আর তাতেই হাসপাতাল মোড়ের কাছে প্রাণহানির মতো ঘটনা।

উপায় কী? সংবাদমাধ্যমে বহু লেখালেখি হয়েছে, বিতর্ক হয়েছে। সমস্যা মেটেনি। ঘুরেফিরে সেই সরকারের দিকেই ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি। একটা সময় দূষণ সমস্যা মেটাতে দিল্লিতে জোড়-বিজোড় সংখ্যায় যানবাহন চালু হয়েছিল। সেই ব্যবস্থা এখন হয়তো শহর শিলিগুড়িতেও প্রচণ্ড প্রয়োজন। প্রয়োজন, অপ্রয়োজনে গাড়ি রাস্তায় বের না হওয়া। রাস্তায় অযথা স্কুলবাসের সংখ্যা বৃদ্ধিও অপ্রয়োজনীয়। প্রয়োজনে প্রতিটি বাসে সিটের সংখ্যা বাড়িয়ে বেশি করে পড়ুয়াদের বসার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাতে বাসভাড়া কমলে বাবা-মায়েদেরও সুবিধা। হৃদরোগের প্রবণতা বাড়ছে। সমস্যা মেটাতে চিকিৎসকরা অনেকেই বেশি করে হাঁটার পরামর্শ দিচ্ছেন। যাতে রক্ত চলাচল বেড়ে শরীর সচল থাকে। তাই, বেশি করে হাঁটুন। পারলে সাইকেলও চালান। হাতে একটু বেশি সময় নিয়ে। গাড়ি, বাইক যতটা সম্ভব এড়িয়ে। প্রকৃতির ক্ষতিও এড়ানো যাবে। শিলিগুড়িও বাঁচবে।

ফেল রহস্য

প্রকাশ মিশ্র

২৫টি ডিগ্রি কলেজের মধ্যে কোথাও ৩ হাজার পরীক্ষার্থীর ১৯ জন উত্তীর্ণ, কোথাও বা ২২০০ জনের মধ্যে মাত্র ৩ জন। ডাহা ফেল নয়তো কী! গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘটনায় সবাই স্তম্ভিত। নাড়াঘাঁটায় উঠে আসছে নানা কারণ।

আল্লা তার খালি ছিঁড়ি ছিঁড়ি গেল! 'ছেঁড়া তার' নাটকের রহিমুদ্দিনের এই উক্তি ভীষণ প্রাসঙ্গিক গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও।

বিশ্ববিদ্যালয় যদি দোতারা হয়, তবে কলেজ, অধ্যাপক, পড়ুয়া সকলেই সেখানে তার। এই সমস্ত তারের সম্মিলিত অবদানেই সুর ওঠে দোতারায়। কিন্তু একটিমাত্র তারও ছিঁড়ে গেলেই ছন্দপতন। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবারে স্নাতক স্তরের প্রথম সিমেস্টারের ফলাফল যেন তারই সার্থক উদাহরণ।

নয়া শিক্ষানীতিতে স্নাতকের প্রথম সিমেস্টারের এই ফলাফলে ৯৭ শতাংশ মেজরে ফেল। ২৫টি ডিগ্রি কলেজে কোথাও ৩ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৯ জন উত্তীর্ণ, কোথাও ২২০০ পরীক্ষার্থীর মধ্যে মোটে ৩। প্রচণ্ডই করুণ ছবি। নিয়ম বলছে, মেজর ও মাইনর দুই বিভাগের মধ্যে অন্তত দুটিতে পাশ নম্বর পেলেই দ্বিতীয় সিমেস্টারে যাওয়ার ছাড়পত্র মেলে। কিন্তু পিঠে যুক্ত হবে ফেল করা বিষয়ের বোঝা। মোট ১২ খানা বিষয়ের বোঝা নিয়ে আবার লড়াই শুরু! তারপর? ফের ভরাডুবি? প্রশ্ন অনেক উত্তর অজানা। যেখানে উত্তর জানা নেই সেক্ষেত্রে অভিযোগের লম্বা লাইন তৈরি হয়। না, এখানেও ব্যতিক্রম হয়নি।

শুরুটা হয়েছে ফলাফল প্রকাশের পর অকৃতকার্য হওয়া পরীক্ষার্থীদের পাশে ত্রাতার ভূমিকায় দাঁড়ানো ছাত্র সংগঠনকে দিয়ে। কলেজে কলেজে বিক্ষোভ কর্মসূচি, স্মারকলিপি, অধ্যক্ষ ঘেরাও, বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন, ফলাফল প্রত্যাহারের দাবি। দায় চাপাতে পিছিয়ে নেই অধ্যক্ষরাও। নয়া শিক্ষানীতি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কিছু উদ্যোগ নেয়নি, কলেজে কলেজে সমন্বয় বৈঠক হয়নি, এমন হাজারও অভিযোগ। কিন্তু দায় ঠেলাঠেলির এই খেলায় অধ্যক্ষরা নিজেকে একবারও প্রশ্ন করেননি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি নয়া শিক্ষানীতি নিয়ে কর্মশালা, বৈঠক না করে থাকে তবে অধ্যক্ষরা কেন তখন এগিয়ে এলেন না? কেন যাচাই করলেন না নতুন শিক্ষানীতি আদৌ অধ্যাপকরা বুঝতে পেরেছেন কি না? নিয়ম মেনে কলেজে ক্লাস হচ্ছে কি না? পরীক্ষার আগে সিলেবাস শেষ হয়েছে কি না?

প্রশ্ন অনেক। তবু কিছু মাস আগে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯০ শতাংশ ফেলের উদাহরণ নাড়া দিয়েছিল সকলকে। চোখ এড়ায়নি গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। তখন যদিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মুখে একটাই কথা ছিল, উত্তরবঙ্গের ফলাফলের প্রভাব গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে খাটে না। আমরা সবরকমভাবে প্রস্তুত। তারপরেও কি এই ফলাফল কাম্য ছিল? তবে ফলাফলের এই ভরাডুবি একে একে বের করে এনেছে নেপথ্য অনেক কারণও।

কী সেই কারণ? গৌড়বঙ্গের ক্ষেত্রে অন্যতম একটি কারণ স্থায়ী উপাচার্য না থাকা। ২০২৩ সালে নয়া শিক্ষানীতির প্রয়োগ করার সময় উপাচার্য সংকটে ভুগেছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় যখন শিক্ষানীতির প্রয়োগের ব্যাপারে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে, তখনও বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যহীনতায় ভুগছে। পরে যখন নয়া শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর করা হল তখন অনেকটাই দেরি হয়ে গিয়েছে। মেজর সাবজেক্ট-এর যে সিলেবাস করা হয়েছে, তা শুধু উচ্চ মেধার ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবেই করা হয়েছে। সিলেবাস শেষ করা যায়নি। ছাত্রদের কথা দূর অস্ত, শিক্ষকরা অনেকেই সিলেবাস বুঝে উঠতে পারেননি। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সমন্বয়ের যথেষ্টই অভাব ছিল। নয়া শিক্ষানীতি চালু করার আগে কয়েক দফা ২৫টি কলেজের অধ্যক্ষদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার প্রয়োজন ছিল, যা করা হয়নি। নিয়মিত ক্লাস হচ্ছে কি না, অধ্যাপকরা নিয়মিত আছেন কি না, পরিকাঠামো যথাযথ রয়েছে কি না তা দেখার কাজ কলেজ সমূহের পরিদর্শকের। কিন্তু তিনি অস্থায়ী দায়িত্বে থাকা রেজিস্ট্রারের পদ নিয়েই ব্যস্ত থেকেছেন বলে অভিযোগ শিক্ষা মহলের। প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষার মাত্র এক মাস আগে কয়েকটি বিষয়ের সিলেবাস পাওয়া গিয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সিলেবাস শেষ করেননি অধ্যাপকরা। লুকিয়ে রয়েছে করোনার প্রভাবও। অধ্যক্ষদের একাংশ স্বীকার করে নিচ্ছেন, যাঁরা পরীক্ষা দিয়েছেন, তাঁরা করোনাকালে উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ, অনলাইন ক্লাসে অভ্যস্ত। ফলে নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিতি ছিল না। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী ৭০ শতাংশ উপস্থিতি ছাড়া পরীক্ষায় বসা যায় না। তাহলে এই পড়ুয়াদের পরীক্ষায় বসার অনুমতি মিলল কী করে? অবশ্য পড়ুয়াতেই বিষয়টি শেষ নয়, অধ্যাপকদের একাংশের ক্লাস না করিয়ে প্রাইভেট টিউশনে জোর, তাঁদের কাছে টিউশন না পড়ায় ইন্টারনাল নম্বর কমিয়ে দেওয়া সহ একাধিক অভিযোগও উঠে আসছে। হ্যাঁ, আপাদমস্তক তার যে ছিন্ন, তা পদে পদে স্পষ্ট।

তবে আশার কথা এই ডাহা ফেলের তকমা কাটাতে নয়া উপচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায় কলেজের অধ্যক্ষদের নিয়ে রিভিজিট কমিটি গড়েছেন। সব কলেজের অধ্যক্ষদের নিয়ে বৈঠকে সিলেবাস সরলীকরণ, পড়ুয়াদের ক্লাসমুখী করতে একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একধাপ এগিয়ে মালদা কলেজ কর্তৃপক্ষ। কলেজে পড়ুয়াদের উপস্থিতি বাড়াতে বায়োমেট্রিক চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুধু পড়ুয়া নয়, অধ্যাপকদের জন্যও এই বায়োমেট্রিক চালু করার জোরালো দাবি উঠছে। আশা করা যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সিলেবাসের বোঝা কমিয়ে পড়ুয়াদের জন্য ব্যবস্থা নেবে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও। তবেই হয়তো সমস্যা মিটবে। সুরে সুরে মিলে মেলবন্ধন পূর্ণ হবে।

জোর রক্ষা (৩ জুলাই)

রেলগেট খোলা থাকলেও গ্রিন সিগন্যাল পাওয়ায় কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস আসছিল। পরে রেলকর্মীদের তৎপরতায় ট্রেনটি কোনওমতে দাঁড়ায়। সোনগাছি চা বাগানের কাছে ঘটনা।

ভেন্ডিং জোন
(৬ জুলাই)

যে কোনও মূল্যে জবরদখল রুখতে প্রশাসন তৎপর। ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের জন্য কোচবিহার পুরসভার তরফে শহরে পাঁচটি ভেন্ডিং জোনের ব্যবস্থা কর হল।

বন্ধ সড়ক
(৮ জুলাই)

ধস নামার জেরে ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ করা হল। লাগাতার বৃষ্টির কারণেই পাহাড়ি পথে ভোগান্তি। সমস্যা মেটাতে তড়িঘড়ি রাস্তায় নামল প্রশাসন।

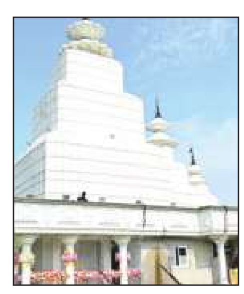

আদ্যাপীঠ মন্দির
(৮ জুলাই)

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা থেকে আলিপুরদুয়ারে নবনির্মিত আদ্যাপীঠ মন্দিরের উদ্বোধন করলেন। মন্দিরটি আলিপুরদুয়ার শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে।

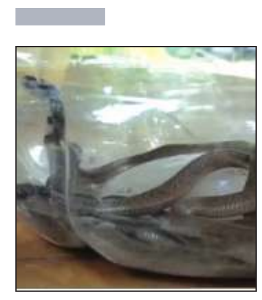

স্কুলে গোখরো
(৯ জুলাই)

মালদা গার্লস হাইস্কুলে গার্ডের ঘর থেকে একের পর এক গোখরো সাপের বাচ্চা উদ্ধার। সর্পপ্রেমী সংস্থার সদস্যরা গিয়ে আটটি সাপের বাচ্চা উদ্ধার করেন।

মেয়ে সেজে
(১২ জুলাই)

মেয়ে সেজে একটি ছেলে গার্লস স্কুলে ক্লাস করল। তিনদিন ক্লাস করার পর চতুর্থ দিন ধরা পড়ল। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে স্তম্ভিত শিক্ষা মহল।

ফিরে আসুক সেই বেঞ্চমার্ক

ভোগান্তি।। বৃষ্টির পর কোচবিহার শহরে জল জমেছে। ছবি : জয়দেব দাস

গৌরহরি দাস

বৃষ্টি আগেও হত, আজও হয়। কিন্তু আগে জল না জমলেও আজ জমে। কোচবিহার শহরে যাতে বৃষ্টির জল না জমে সেজন্য মহারাজারা বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তাতে বেশ কাজও হত। কিন্তু আজকাল শহরে বৃষ্টির জল জমায় অনেকেরই ভোগান্তি। সমস্যা এতটাই গুরুতর যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত ক্ষুব্ধ।

রাজার শহর বলা হয় কোচবিহারকে। এমনি এমনি বলা হয় না। তাঁরা যেভাবে যত্ন নিয়ে শহরটিকে গড়ে তুলেছিলেন তাতে তাঁদের দূরদর্শিতার ছাপটা ছিল স্পষ্ট। সম্প্রতি বেশ কয়েকদিন বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি হলে জল জমে। কোচবিহারেও জমেছে। সমস্যা হল, বৃষ্টি থামার ৫, ৭, এমনকি ২৪ ঘণ্টা বাদেও শহরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেশব রোড, রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ রোড সহ বেশ কিছু রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে থাকছে। মানুষের রাগও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে।

আবার সেই রাজাদের কথায় ফেরা যাক। রাজ আমলে শহরের জলনিকাশি ব্যবস্থার স্তর ঠিক রাখার জন্য একপ্রকার বেঞ্চমার্ক (হিসেব রাখার উপায়) ব্যবহার করা হত। কংক্রিটের তৈরি এই বেঞ্চমার্কগুলির মাথার ওপরটা ছিল অর্ধচন্দ্রাকার। উচ্চতা ছিল দেড়-দুই ফুট থেকে চার-পাঁচ ফুট। শহরের কোন জায়গায় নিকাশি ব্যবস্থার গভীরতা কেমন হবে, অর্থাৎ সেখানে মাটি কত ফুট গভীর করে কাটতে হবে, এই বেঞ্চমার্কগুলি সেই হিসেব দিত। তারপর সেগুলি মাটিতে পুঁতে দেওয়া হত। রাজ আমলে শহরের নিকাশিনালাগুলিতে বিভিন্ন জায়গায় এমন অসংখ্য বেঞ্চমার্ক পোঁতা। নিকাশি ব্যবস্থা পরিষ্কার করার সময় শ্রমিকরা মাটি কাটার সময় বেঞ্চমার্কগুলির অর্ধচন্দ্রাকার অংশ দেখতে পেলেই সেখানে মাটি কাটার কাজ বন্ধ করে দিতেন। এভাবে মাটি কাটায় নিকাশিনালাগুলি দিয়ে জল ঠিকমতো বয়ে যেতে কোনও সমস্যা হত না। অথচ আজ সমস্যা হচ্ছে। বলা ভালো, সেই সমস্যা আজ অনেকটাই গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শহরের প্রবীণ বাসিন্দাদের আজ আক্ষেপ, 'ছোটবেলায় প্রচুর বৃষ্টি দেখেছি। এমনও হত যে দিনের পর দিন ধরে বৃষ্টি চলত, থামার কোনও লক্ষণই থাকত না। আর আজ! সেই বৃষ্টির তেজ নেই। তফাত বলতে, আগে বৃষ্টি থামলে রাস্তায় বের হওয়া যেত। আজকাল জল জমে থাকায় বৃষ্টি থামার পরও রাস্তায় বের হওয়া দায়!'

দূরদৃষ্টি।। রাজ আমলে তৈরি কংক্রিটের বেঞ্চমার্ক।

সমস্যাকে ভালোভাবে খতিয়ে দেখতে গিয়ে বারে বারে এই বেঞ্চমার্কের বিষয়টিই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। রাজারা যে শুধু নিকাশিনালার ধারেই কংক্রিকেটের বেঞ্চমার্কের ব্যবস্থা করেছিলেন তা নয়, সেই সময় শহরের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ১৮টি পয়েন্টে খুঁটিতেও বেঞ্চমার্কের ব্যবস্থা করা থাকত। বৃষ্টি হলে শহরে কোথায় কতটা জল দাঁড়ায় তা তাতে লেখা থাকত। রাজ আমলে তৈরি এই বেঞ্চমার্কগুলির কিছু কপি সম্প্রতি প্রশাসন পেয়েছে। আর এই সূত্রেই শহরের জলনিকাশি ব্যবস্থাকে নিয়ে প্রশ্ন আরও জোরালো হয়েছে।

ঠিক কী কারণে পরিস্থিতির অবনমন হল? মনে করা হয়, বেঞ্চমার্কের নিয়ম না মেনে উন্নয়নমূলক কাজ করাতেই সমস্যা হয়েছে। পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের কোচবিহারের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুমন সরকার অবশ্য এই বেঞ্চমার্ককে ততটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তাঁর কথায়, 'শহর এখন অনেকটাই উন্নত। ফলে আগের বেঞ্চমার্ক দিয়ে তেমন কাজ হবে না। তবে পুরোনো ওই বেঞ্চমার্ক দেখে আমরা একটা ধারণা অবশ্যই পাব। সেটা কাজে লাগিয়ে আগামীতে নতুন করে শহরে নিকাশি সংক্রান্ত বেঞ্চমার্ক তৈরির বিষয়টি আমাদের মাথায় রয়েছে।' অন্যদিকে, শহরের বাসিন্দাদের একটা অংশের দিকে পুরসভার অভিযোগ। চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের কথায়, 'বাসিন্দাদের অনেকে বাড়িঘর উঁচু করার পাশাপাশি বাড়ির সামনে সরকারি নর্দমাকেও নিজেদের ইচ্ছেমতো উঁচু করে নিচ্ছেন। এর ফলে রাস্তার তুলনায় নর্দমা অনেকটাই উঁচু হয়ে যাচ্ছে। আর এর জেরেই জল নর্দমা পর্যন্ত না গিয়ে রাস্তায় জমে থাকছে।'

দ্রুত জাতীয় সড়ক চালুর সম্ভাবনা

আপাতত স্থায়ী সমাধান নয়, সিকিমের পথে অনুমতি ছোট গাড়ির

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : পাহাড়ে রোদ যেন আশার আলো নিয়ে এল। অবশেষে কাটতে চলেছে দুর্যোগের 'ফাঁড়া'। নতুন সপ্তাহে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি নতুন করে ধস না নামে, তবে আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে রাস্তাটি চালু হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। তবে কতদিন ওই রাস্তায় যান চলাচল অব্যাহত থাকবে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েই যাচ্ছে।

সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে বারবার রাস্তা বন্ধ করা ছাড়া উপায় থাকবে না। আর এই স্থায়ী সমাধানের পথে আপাতত হাঁটার কোনও সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের ন্যাশনাল হাইওয়ে ডিভিশনের তরফে আপৎকালীন ভিত্তিতে সিকিমের লাইফলাইন নামে পরিচিত এই জাতীয় সড়ক চালু করার চেষ্টা চলছে। পূর্ত দপ্তরের এক কর্তা বলছেন, 'কয়েকটি অংশে পাহাড় কাটার কাজ শেষ পর্যায়ে। কিছু এলাকায় রাস্তা মেরামত করা হয়েছে। বড় ধরনের সমস্যা না হলে দ্রুত যান চলাচল শুরু করা যাবে। তবে প্রথমদিকে ছোট গাড়িগুলিকে যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হবে।'

ভারী বৃষ্টি হলেই তিস্তার জলোচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে। যার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জাতীয় সড়ক। জলোচ্ছ্বাসের পাশাপাশি সড়কের গভীরে তিস্তার 'ক্যাপিলারি অ্যাকশন' চালানোয় বিভিন্ন অংশ ভেঙে নদীগর্ভে চলে গিয়েছে রাস্তার বিভিন্ন অংশ। এই যেমন শুক্রবার ভূমিধসের জেরে ২১ মাইলের একটা বড় অংশ তিস্তায় মিশেছে। রাস্তাটির প্রায় ৭০ শতাংশ ভাঙা।

একই অবস্থা বিরিকডাড়া, ২৭ মাইল সহ বেশ কয়েকটি এলাকায়। ওই সমস্ত এলাকায় নতুন করে পাহাড় কেটে পথ তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু তা কতদিন টিকে থাকবে, বা নতুন করে পাহাড় কাটতে হবে কি না, প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। তিস্তা নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন গার্ডওয়াল। কিন্তু বর্ষার মধ্যে গার্ডওয়াল দেওয়া সম্ভব নয়। বাস্তুকাররা জানাচ্ছেন, গার্ডওয়াল দেওয়ার জন্য রাস্তার পাড়ের অনেকটা গভীর থেকে দেওয়াল তোলা প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে জলস্ফীতি ঘটায় তা এখন সম্ভব নয়।

নতুন করে রাস্তা তৈরির অর্থ দেবে কে, তা নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা। রাস্তার ওই দশা হওয়ার পর থেকেই এনএইচআইডিসিএলকে সড়কের দায়িত্ব দেওয়ার দাবিতে সরব দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। তাঁর দাবি, 'রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের অধীনে থাকা ওই সড়কটির এমন হাল।' এমনকি তিনি বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করির সঙ্গেও।

অক্টোবরে সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের পর তিস্তার ত্রাসে জাতীয় সড়কটি বেহাল হতে শুরু হয়। যার জেরে দিনের পর দিন যান চলাচল বন্ধ থাকায় এনএইচআইডিসিএলের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন বিস্ট। সেই সময় তার দাবিতে সিলমোহর দেয় কেন্দ্র।

কিন্তু সড়কটি চালু হলে ফের দায়িত্ব চলে যায় পূর্ত দপ্তরের কাছে। এবারেও রাজ্য একই দাবি তোলায় পূর্ত দপ্তরের অনেকেই বুঝতে পারছেন না, শেষপর্যন্ত রাস্তা তৈরির দায়িত্ব তাদের হাতে থাকবে কি না।

উল্লেখ্য, জাতীয় সড়কের সিকিম প্রান্তের দায়িত্ব বিআরও'র পরিবর্তে এনএইচআইডিসিএলকে দেওয়ায় তাদের চিন্তা আরও বেড়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্থা দায়িত্ব পেলে রাজ্যের হাতে আর টাকা আসবে না, তা বুঝতে পেরেই কি কিছুদিন অপেক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে পূর্ত দপ্তর? রয়ে যাচ্ছে প্রশ্ন।

আশার আলো

- কয়েকটি অংশে পাহাড় কাটার কাজ শেষ পর্যায়ে, কিছু এলাকায় রাস্তা মেরামত করা হয়েছে
- প্রথমদিকে ছোট গাড়িগুলিকে যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হতে পারে
- তবে এখনই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথে হাঁটছে না রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের ন্যাশনাল হাইওয়ে ডিভিশন

জেলার খেলা

মাঝপথে খেলা ভণ্ডুল, চ্যাম্পিয়ন তরুণ তীর্থ

তরুণ তীর্থের খেলোয়াড়দের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের রামগোপাল আগরওয়াল, অমৃতকুমার চৌধুরী, বিমলা পাল ও জিতেন্দ্রমোহন দে সরকার ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল তরুণ তীর্থ। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে শনিবার ফাইনালে নির্ধারিত সময় শেষে স্টপেজ টাইমের খেলা চলার সময়ও তরুণ ০-১ গোলে পিছিয়ে ছিল। সেই সময় রেফারি তাদের পেনাল্টি দেওয়ার প্রতিবাদে রবীন্দ্র সংঘ মাঠ থেকে উঠে যাওয়ায় তরুণকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়। একমাত্র গোলটি করেন সুব্রত সোরেন।

রবীন্দ্রর সচিব শ্যামল নন্দী বলেছেন, 'লাইন্সম্যান বল আউট দেওয়ার পরও রেফারি আমাদের বিরুদ্ধে পেনাল্টি দিলেন। আমরা সিদ্ধান্ত সঠিক না ভুল সেই ব্যাপারে যাচ্ছি না। আমাদের প্রতিবাদ রেফারি কেন লাইন্সম্যানের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই এমন সিদ্ধান্ত নিলেন তার জন্য।' তিনি জানিয়েছেন, পরিষদের সঙ্গে রবীন্দ্রর আর কোনও সম্পর্ক রাখবে কি না তা চিন্তা করবে। বেশ কিছু রবীন্দ্রর সমর্থক আবার প্রশ্ন তুলেছেন, 'গোলরক্ষকের ভুলের জন্য পেনাল্টি দেওয়া হল। অথচ রেফারি গোলকিপারকে ন্যূনতম হলুদ কার্ড দেখালেন না। রেফারির এমন অদ্ভুত সিদ্ধান্তের কারণ কী?'

পরিষদের ফুটবল সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'রবীন্দ্রর ফুটবলারদের রেফারির সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে মাঠে নামার অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু ওরা না মানায় রেফারির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তরুণকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়েছে।' উত্তেজিত রবীন্দ্রর সমর্থকরা মাঠে রেফারির উদ্দেশ্যে বিক্ষোভ দেখান। সেইসময় তাঁদের থামাতে গিয়ে ক্রীড়া পরিষদের বেশ কিছু কর্মকর্তা নিগৃহীত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন। খেলা শেষে পুরস্কার তুলে দেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, মেয়র পারিষদ (ক্রীড়া) দিলীপ বর্মন, পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী প্রমুখ।

হাশমি চক মোড় থেকে উড়ালপুলের দিকে যাওয়ার রাস্তায় পথচারীদের জন্য করিডোর তৈরি করল পুলিশ। লোকজনকে ওই পথে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। শনিবার। ছবি ঃ শান্তনু ভট্টাচার্য

জমি কাণ্ডে অস্বস্তিতে মহুয়া

প্রথম পাতার পর

মহুয়ার কথায়, 'গজলডোবায় যে সরকারি জমি দখল হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেখানে এখনও দলের যে নেতাদের নাম উঠেছে তাঁরা প্রত্যেকেই শিলিগুড়ির। তাঁদের বিষয়ে দার্জিলিং জেলা নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নেবেন। মুখ্যমন্ত্রীটা কড়া পদক্ষেপ চাইছেন। তাই জলপাইগুড়িতে অভিযুক্ত নেতাদের ইতিমধ্যেই দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। প্রশাসন পদক্ষেপ করায় সাধারণ মানুষ খুশি। সাধারণ মানুষজনও অভিযুক্তদের রেয়াত করতে চাইছেন না। সুযোগ যখন আছেই তখন উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক কমিটি গড়ে জমি কেলেঙ্কারির তদন্ত হোক।'

আর অভিযুক্তদের বহিষ্কারের প্রসঙ্গে রাজ্য নেতাদের কোর্টেই বল ঠেলেছেন পাপিয়া। তাঁর বক্তব্য, 'দলের নাম ব্যবহার করে যে বা যারা অনৈতিক কাজ করছে প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই কড়া পদক্ষেপ হবে। রাজ্য নেতাদের সব জানানো হয়েছে। বহিষ্কারের বিষয়ে তাঁরাই সিদ্ধান্ত নেবেন। কে কী করছেন, সব নজরে রাখা হচ্ছে। কারও ব্যক্তিগত অন্যায়ের দায় কোনওভাবেই দল নেবে না। প্রশাসন বা পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যেমন পদক্ষেপই করুক, দল সেই নেতাদের পাশেও দাঁড়াবে না।'

গজলডোবার কেলেঙ্কারি নিয়ে দলীয় স্তরে তদন্ত হচ্ছে বলেই জানিয়েছেন দুই জেলা সভাপতিই। মহুয়া বলেন, 'সবটাই আমরা দলীয় স্তরে তদন্ত করে দেখছি। বিভিন্নভাবে আমাদের কাছে অনৈতিক কাজের খবর পৌঁছোচ্ছে। দলের স্থানীয় কর্মী, সাধারণ মানুষজন, প্রশাসনিক আধিকারিক সকলেই খবর দিচ্ছেন। আমরা নিজেদের সোর্সেও খোঁজ নিচ্ছি। অভিযোগ পেলেই পদক্ষেপ করার জন্য সেটা প্রশাসন, পুলিশকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।' পাপিয়ার কথা, 'দলীয় স্তরে আমরা তদন্ত করে দেখছি। রং না দেখে প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। আমরা প্রশাসনকে সবরকমভাবে সাহায্য করছি। যারা দলীয় নির্দেশ অমান্য করবে তাদের ভুগতে হবে।'

তৃণমূল সূত্রের খবর, ২১ জুলাই শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান শেষ হলেই উত্তরবঙ্গের জমি কেলেঙ্কারি নিয়ে কলকাতায় বৈঠকে বসবে রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্ব। সেখানেই গজলডোবা নিয়ে আলোচনা হবে। বৈঠকে দুই জেলা তৃণমূল নেতৃত্বকেও ডাকা হতে পারে। ওই বৈঠকেই অভিযুক্ত দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে বলেই খবর। গজলডোবা কেলেঙ্কারিতে কলকাতার দুই মন্ত্রী ও একাধিক নেতার মদতের অভিযোগও উঠেছে। ইতিমধ্যেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সেই অভিযোগের প্রমাণপত্রও জমা হয়েছে। গজলডোবার জমি নিয়ে একাধিক দলীয় নেতার বৈঠক ও কথোপকথনের বেশ কয়েকটি ভিডিও ও ফোনালাপের অডিও ক্লিপিংসও অভিষেকের কাছে গিয়েছে। তাই তিনিও আলাদা করে গজলডোবা নিয়ে বৈঠক করতে পারেন।

মিষ্টি বিলি

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জন সিংয়ের শহিদ দিবসকে সামনে রেখে শনিবার একটি কর্মসূচি করে শিলিগুড়ি শিখ ইউথ ফোরাম। এদিন সংগঠনের তরফে চেকপোস্ট এলাকায় পথচলতি প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষকে মিষ্টি, ঠান্ডা পানীয় দেওয়া হয়। সংগঠনের সভাপতি গোল্ডি সিং খালসা বলেন, 'মিষ্টি ও পানীয় বিলির পাশাপাশি শিশুদের জন্য মায়েদের হাতে দুধের প্যাকেটও দেওয়া হয়েছে।'

দেশে ইন্ডিয়া

প্রথম পাতার পর

নেতা নীতিন গড়করি। তাঁর বক্তব্য, "আমরা কংগ্রেসের মতো ভুল করলে ওদের প্রস্থান আর আমাদের আগমনে ফারাক থাকবে না। আদবানি বলতেন, আমরা 'পার্টি উইথ ডিফারেন্স'। আমরা বাকিদের থেকে আলাদা, সেটা বোঝা উচিত।"

কংগ্রেস ও তৃণমূল ছাড়া 'ইন্ডিয়া'র দুই শরিক আপ ও ডিএমকে এই উপনির্বাচনে জয়ী হয়েছে একটি করে আসনে। বিজেপির সাফল্য বলতে হিমাচলপ্রদেশের হামিরপুরে ও মধ্যপ্রদেশের অমরওয়ারায় জয়। বিহারের রুপাউলি আসনে জেডিইউ-এর পাশাপাশি আরজেডি-কে হারিয়েছেন এক নির্দল প্রার্থী।

এই সাফল্যকে সংবিধান রক্ষার লড়াইয়ে মানুষের সায় হিসেবে দেখছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। তাঁর কথায়, "নিজেদের জীবনকে উন্নত এবং সংবিধানকে রক্ষা করার জন্য জনতা এখন পুরোপুরি 'ইন্ডিয়া'র পাশে। জয় ভারত, জয় সংবিধান।" পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায়, 'অনেক চক্রান্ত হয়েছিল। একদিকে এজেন্সি, অন্যদিকে বিজেপি। মানুষ সব রুখে দিয়েছে। পুরো কৃতিত্ব মানুষের।'

উত্তরাখণ্ডে দুটি ও হিমাচলপ্রদেশের নালাগড় আসন গিয়েছে কংগ্রেসের ঝুলিতে। মধ্যপ্রদেশে অমরওয়ারায় তিনবারের জেতা আসন হাতছাড়া হওয়ায় এআইসিসির মুখপাত্র পবন খেরা অবশ্য অভিযোগ করেছেন, প্রশাসন বিজেপিকে পূর্ণ মদত দিয়ে কংগ্রেসকে হারিয়ে দিয়েছে।

পঞ্জাবের জলন্ধর পশ্চিম আসনে আপ ও তামিলনাড়ুর বিক্রাবান্দিতে জয়ী হয়েছে ডিএমকে। ফলাফল জানার পর গোয়ায় প্রদেশ বিজেপির এগজিকিউটিভ বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি মন্তব্য করেন, 'কংগ্রেসের ভুলের জন্য বিজেপিকে মানুষ জিতিয়েছে। বিজেপি যেন কংগ্রেসের ভুলগুলি না করে।'

রাজ্যে তৃণমূল

প্রথম পাতার পর

পদ্মের প্রতীকে জিতেছিলেন। দলবদলে লোকসভায় ঘাসফুল প্রতীক নিয়ে লড়াই করে হেরেছিলেন। কিন্তু উপনির্বাচনে ৩৯,০৩৮ ভোটের ব্যবধান সেই দুঃখকে ভুলিয়ে দিল। উপনির্বাচন নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা না থাকলেও এই বিপুল জয় কল্পনাতেও ছিল না তৃণমূলের।

মেয়রস কাপে চ্যাম্পিয়ন বয়েজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : পুরনিগমের শিলিগুড়ি মেয়রস কাপ আন্তঃবিদ্যালয় টেবিল টেনিসে ছেলেদের নবম-দ্বাদশ শ্রেণি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল। শনিবার ফাইনালে তারা মার্গারেট স্কুলকে হারিয়েছে। ছেলেদের অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিভাগে চ্যাম্পিয়ন বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠ। ফাইনালে তারা ৩-১ ব্যবধানে পাঠভবনের বিরুদ্ধে জয় পায়। মেয়েদের নবম-দ্বাদশ শ্রেণি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল। ফাইনালে তারা ৩-২ ব্যবধানে মার্গারেটকে হারিয়েছে। মেয়েদের অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিভাগে চ্যাম্পিয়ন জার্মেলস অ্যাকাডেমি। ফাইনালে তারা গার্লসের বিরুদ্ধে জয় পায়। ছেলেদের বিভিন্ন ব্যক্তিগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স যথাক্রমে পুনিত বিশ্বাস ও অভীক ধর (নবম-দ্বাদশ শ্রেণি) এবং সিরাজবর্ধন সিং ও রৌনক সরকার (অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত)। মেয়েদের বিভিন্ন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স যথাক্রমে প্রাচী ঘোষ ও সৃজনী বসু (নবম-দ্বাদশ শ্রেণি) এবং প্রতীতি পাল ও স্নিগ্ধা দাস (অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত)। পুরস্কার তুলে দেন পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, মেয়র পারিষদ (ক্রীড়া) দিলীপ বর্মন, বরো চেয়ারম্যান গার্গী চট্টোপাধ্যায়, টেবিল টেনিস কোচ মান্তু ঘোষ প্রমুখ।

নবম-দ্বাদশ শ্রেণি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল।

লেউতি নদীতে ক্র্যাশার, পরিবেশ আদালতে মামলা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ জুলাই : বেআইনিভাবে জলপাইগুড়ি জেলার পাথরঝোরা টি এস্টেট এলাকার লেউতি নদীর ওপর তৈরি হওয়া ক্র্যাশার দু-বছর আগে বন্ধ করতে জেলা শাসক ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে নির্দেশ দিয়েছিল জাতীয় পরিবেশ আদালতের পূর্বাঞ্চল শাখা। বিচারপতি বি অমিত সাথেলকার ও বিচারবিভাগীয় সদস্য ড. অরুণকুমার ভার্মার এই নির্দেশ দু-বছর বাদেও কার্যকর হয়নি। আর সেই কারণে এবার আদালত অবমাননার অভিযোগ তুলে জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের করলেন পরিবেশবিদ তথা আইনজীবী সুভাষ দত্ত। গত মঙ্গলবার এই মামলার শুনানিও হয়েছে। সেখানে জাতীয় পরিবেশ আদালত ওই মামলা গ্রহণও করেছে। সুভাষবাবুর অভিযোগ, এই নির্দেশ দ্রুত কার্যকর করার জন্য রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিব, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, বক্সা টাইগার রিজার্ভ ফরেস্টের ফিল্ড ডিরেক্টর এবং আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ির জেলা শাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দু-বছরেও সেই নির্দেশ কেন কার্যকর করা হয়নি, তা নিয়ে আদালতে প্রশ্ন তুলেছেন সুভাষবাবু।

জলপাইগুড়ির লেউতি নদীর ওপর এই পাথর ক্র্যাশার ওই এলাকায় দূষণ তৈরি করছে। এই এলাকাটি কালিম্পং বন ডিভিশনের অধীনে নোয়াম ফরেস্ট রেঞ্জ এলাকায়। লেউতি নদীতে যেভাবে পাথর ক্র্যাশার তৈরি হচ্ছে এবং সেখানে ট্রাক, লরি, ডাম্পার নেমে পাথর তুলছে, তাতে নদীর গতিপথ বদলে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ওই এলাকা পর্যটনের জন্যও বিখ্যাত। কিন্তু এখানে তৈরি হওয়া এই ক্র্যাশারের জন্য পর্যটনশিল্পেও ক্ষতি হচ্ছে। রাজ্য সরকারের পক্ষে আইনজীবী শিবজ্যোতি চক্রবর্তীকে এই মামলার কপি তুলে ধরা হয়েছে। আগামী ২৩ অগাস্ট এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

সুভাষবাবু বলেন, 'উত্তরবঙ্গের একাধিক জায়গায় বেআইনিভাবে নদীর ওপর ক্র্যাশার তৈরি হয়েছে। সেবকে তিস্তা নদীর ওপর যেভাবে ক্র্যাশার চলছে, তাতে ওই এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এই নিয়েও আমি মামলা করেছি। আদালত এই মামলায় হস্তক্ষেপ করেছে। লেউতি নদীর ওপর যেভাবে সরকারি আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ক্র্যাশার চলছে, তাতে প্রশাসনের একাংশের সম্পূর্ণ মদত রয়েছে। আদালতের কাছে আমি এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।' রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'তিস্তা নদীর ওপর ক্র্যাশার নিয়ে সেচ দপ্তর তদন্ত শুরু করেছে। লেউতি নদীর বিষয়টি আমার জানা ছিল না। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।' রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক বলেন, 'তিস্তা নদীর ওপর ক্র্যাশার তৈরি নিয়ে ইতিমধ্যেই জেলা শাসকের কাছে আমি রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছি। লেউতি নদীর ওপরও ক্র্যাশার তৈরি নিয়ে জেলা শাসকের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে। বেআইনিভাবে কিছু হলে তা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হবে।'

> তিস্তা নদীর ওপর ক্র্যাশার তৈরি নিয়ে ইতিমধ্যেই জেলা শাসকের কাছে আমি রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছি। লেউতি নদীর ওপরও ক্র্যাশার তৈরি নিয়ে জেলা শাসকের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে।
>
> **পার্থ ভৌমিক**
> সেচমন্ত্রী

এনজেপিতে বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : পুরোনো পেনশন নীতি ফিরিয়ে আনার দাবিতে সরব হল অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে ফেডারেশন (এআইআরএফ)। এই দাবিতে শুক্রবার এনজেপির এরিয়া অফিসের সামনে এআইআরএফের ডাকে বিক্ষোভ দেখায় মজদুর ইউনিয়ন। ১৯৬০ সালের ১১ ও ১২ জুলাই দেশে রেল ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল। যা তুলতে পুলিশ গুলি চালালে কয়েকজন রেল শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে। ওই ঘটনারও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। বক্তব্য রাখেন মজদুর ইউনিয়নের পরিতোষ পাল, উৎপল দত্ত, সৌম্যদীপ কর্মকার, পঙ্কজ চক্রবর্তী।

সহকর্মীর মৃত্যুতে কর্মবিরতি

চাকুলিয়া, ১৩ জুলাই : চাকুলিয়ার এক গ্রামীণ সম্পদকর্মীর মৃত্যুতে শনিবার উত্তর দিনাজপুর জেলার নয়টি ব্লকেই কর্মবিরতি পালন করল গ্রামীণ সম্পদকর্মী সংগঠন। উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার তারাপদ সিংহ নামে ওই সংগঠনের সদস্য কর্মরত অবস্থায় বজ্রাঘাতে মারা যান। তাঁর অকালমৃত্যুতে চাকুলিয়ায় শোকের ছায়া নেমে আসে। এ প্রসঙ্গে গ্রামীণ সম্পদকর্মী সংগঠনের চাকুলিয়া ব্লক সভাপতি বিষ্টু সাহা বলেন, 'তারাপদ সিংহ সংগঠনের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। সৎ, বিনয়ী স্বভাবের তারাপদ বৃহস্পতিবার আচমকা বিপর্যয়ের জেরে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তিনি যেখানে থাকুন ভালো থাকুন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় আমরা জেলাজুড়ে একদিনের কর্মবিরতি পালন করলাম।'

প্রতি মাসে বিয়ে হচ্ছে ১০০ নাবালিকার

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জুলাই : প্রতি মাসে গড়ে একশোজন নাবালিকার বিয়ে হচ্ছে। পুলিশ থেকে শুরু করে কন্যাশ্রী ক্লাব, সমাজকল্যাণ দপ্তর সহ প্রশাসনের প্রবল প্রচেষ্টার পরেও আলিপুরদুয়ারে এই সংখ্যাটা কিছুতেই কমানো যাচ্ছে না। এই তথ্যে শোরগোল পড়ে গিয়েছে প্রশাসনে।

জেলার আটটি থানা এলাকায় প্রায় প্রতিদিনই নাবালিকার বিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটছে। কেবল কালচিনি থানা এলাকাতেই এক মাসে এই সংখ্যাটা ৩০ ছুঁইছুঁই। এই সমস্যা জেলা প্রশাসনের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি জেলা প্রশাসনের তরফে এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সমস্ত দপ্তরকে নিয়ে একটি বৈঠক হয়েছে। ফের আগামী ১৬ জুলাই আরেকটি বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।

জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক লালকমল চক্রবর্তীকে একাধিকবার ফোন করেও পাওয়া যায়নি।

ভানুভক্ত জন্মজয়ন্তী

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : শহরজুড়ে পালিত হল আদি কবি ভানুভক্ত আচার্যর জন্মজয়ন্তী। শনিবার পুরনিগমে ভানুভক্তের প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। শিলিগুড়ি জংশন এলাকাতেও ভানুভক্তের মূর্তিতে মালা পরিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এদিন শিলিগুড়ি ভানু জয়ন্তী সমারোহ সমিতির উদ্যোগেও দীনবন্ধু মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে। কালিম্পং, দার্জিলিংয়ে দিনটি যথাযথ মর্যাদায় উদযাপিত হয়েছে।

জয়ী মহমেডান স্পোর্টিং

বাগডোগরা, ১৩ জুলাই : সুশ্রুতনগর নব যুবক সংঘের মহেন্দ্র রায় চৌধুরী ও সনকা রায়চৌধুরী ও ধরণীকান্ত সিংহ ও পার্বতী সিংহ রানার্স ট্রফি ফুটবল শনিবার শুরু হল। বিজয়মোহন পণ্ডিত খেলার মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে মহমেডান স্পোর্টিং ১-০ গোলে কল্যাণ সংঘকে হারিয়েছে।

আরেক প্রভাবশালী

প্রথম পাতার পর

প্রভাবশালী কাউন্সিলার তিন কোটি টাকা নিয়েছেন। তবে, মুখ্যমন্ত্রী বেআইনি নির্মাণ, দখলদার উচ্ছেদ নিয়ে সরব হতেই মেয়রের নির্দেশে ওই বেআইনি নির্মাণের কিছুটা অংশ ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

এভাবে গত এক-দু'বছরে ওই নেতা বেআইনিভাবে কোটি কোটি টাকা রোজগার করেছেন। আর এই কালো টাকা সাদা করতে তিনি সম্প্রতি এমইএসের এনলিস্টমেন্ট কিনেছেন। লক্ষ্য একটাই, সবচেয়ে কম রেটে রাস্তা তৈরি থেকে শুরু করে অন্যান্য কাজ নিয়ে বেআইনি রোজগারকে আইনসিদ্ধ করা। এমইএস ব্যাংডুবিতে রাস্তা তৈরি থেকে শুরু করে প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজ হয়। সেখানে কাজ পেতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থার এনলিস্টমেন্ট থাকা বাধ্যতামূলক। তৃণমূলের ওই কাউন্সিলার শিবমন্দিরের এক ঠিকাদারের কাছ থেকে মেয়ের নামে ডি-গ্রেডের এনলিস্টমেন্ট কিনেছেন। ৪০ লক্ষ টাকা দাম চাইলেও শেষ পর্যন্ত ৩০ লাখে রফা হয়। তবে, তিনি এখনই ১০০ শতাংশ এনলিস্টমেন্ট পাননি। তিনি ওই ঠিকাদার সংস্থার ৪৯ শতাংশ অংশীদারিত্ব পেয়েছেন। বছরে এক কোটি টাকার কাজ করতে পারবেন। দু'তিনটি কাজ করার পরেই এনলিস্টমেন্টের বর্তমান মালিককে সারেন্ডার করিয়ে তিনি পুরোটার মালিকানা পেয়ে যাবেন। এমইএসে কর্মরত একাধিক ঠিকাদার সংস্থা জানিয়েছে, এমইএসের এনলিস্টমেন্টের গ্রহণযোগ্যতা সবচেয়ে বেশি। এখানকার এনলিস্টমেন্ট থাকলে রাজ্য সরকারের কোটি কোটি টাকার কাজ করা হয়। তৃণমূলের একাংশের দাবি, কালো টাকা সাদা করতেই ওই প্রভাবশালী কাউন্সিলার এমইএসে এনলিস্টমেন্ট কিনেছেন। তিনি এমইএসে অনেক কম দরে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ নেওয়া শুরুও করেছেন।

অন্যদিকে, ওই কাউন্সিলার বিধান মার্কেটের এক বড় ব্যবসায়ীকে নিয়ে গত মাসে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে সাড়ে পাঁচ কাঠা জমি কিনেছেন। দলীয় সূত্রের খবর, রাজা রামমোহন রায় রোডের উপরে থাকা ওই জমির বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ১০ কোটি টাকা। এছাড়াও ওই কাউন্সিলার বেঙ্গালুরুতে একটি বাড়ি এবং কয়েক কাঠা জমি কিনেছেন বলেও জানা গিয়েছে। পুরো বিষয়টি জানিয়ে দলের একাংশ কলকাতায় নালিশ ঠুকেছেন।

পেটের রোগ রুখতে চাই নজরদারি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই : রাজ্যজুড়ে শিশুদের মধ্যে ক্রনিক ডায়ারিয়া এবং জ্বরে আক্রান্তের হার বাড়ছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় শিশুদের ওপরে নজরদারি এবং পরীক্ষানিরীক্ষার নির্দেশ দিল স্বাস্থ্য দপ্তর। ওই উপসর্গগুলো থাকলে সংশ্লিষ্ট শিশুর শরীরে ডেঙ্গির সংক্রমণের আশঙ্কা করছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। সেজন্যই শিশুদের রক্তের নমুনা পরীক্ষার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক বলেছেন, 'এই সময় বিভিন্ন রকমের ভাইরাল জ্বর হয়। তবে এখনও এই জেলায় শিশুদের জ্বর, পেটের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে অস্বাভাবিক ভিড় হয়নি। আমরা সতর্ক রয়েছি। প্রয়োজনমতো চিকিৎসকরা রোগীর পরীক্ষানিরীক্ষা করবেন।'

বর্ষার শুরু থেকেই শিশুদের নানা ধরনের অসুস্থতা ধরা পড়ছে বলে দাবি চিকিৎসকদের। মূলত জ্বর, বমি, তলপেটে ব্যথা- এই তিনটি সমস্যা নিয়ে হাসপাতাল এবং চিকিৎসকদের প্রাইভেট চেম্বারে অধিকাংশ রোগী আসছে। শিলিগুড়ির বিশিষ্ট শিশুরোগবিশেষজ্ঞ ডাঃ সুবল দত্তর অভিজ্ঞতা, 'প্রতিদিন যত রোগী দেখছি, তার সিংহভাগ এই উপসর্গ নিয়ে আসা। অনেক বাচ্চার বমি, পাতলা পায়খানা হচ্ছে। কিছুজনের আবার পেটে অসহ্য ব্যথা থাকে। কারও পায়খানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, পরবর্তীতে আসছে মারাত্মক জ্বর। এসবই ভাইরাসঘটিত। সাধারণ কিছু ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। তবে, শিশুকে প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়াতে হবে। তিন-চারদিনেই শিশু সুস্থ হতে শুরু করবে।'

শুধু শিলিগুড়ি নয়, গোটা রাজ্যে শিশুদের এই সমস্যা শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, হাসপাতালে অ্যাকিউট ডায়ারিয়া ডিজিজ (অ্যাড) নিয়ে কোনও শিশু এলে ভালোভাবে শারীরিক পরীক্ষা করতে হবে। এরসঙ্গে শরীরে কয়েকদিন ধরে ব্যথা, সর্দি, কাশির মতো উপসর্গ থাকলে ডেঙ্গির রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। নির্দেশিকায় আরও বলা হয়, ক্রনিক ডায়ারিয়া, পাতলা পায়খানা এবং জ্বর থাকলে ডেঙ্গি সন্দেহ করা হয়। নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনে রোগীকে ভর্তি রেখেও পরীক্ষা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শিশু বিভাগের প্রধান ডাঃ মধুমিতা নন্দী বলেছেন, 'স্বাস্থ্য দপ্তরের একটা নির্দেশিকা এসেছে। তবে, এখানে এখনও পরিস্থিতি স্বাভাবিক।' তবে জেলার স্বাস্থ্যকর্তা এবং সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা যাই বলুন না কেন, বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসকরা শিশুদের মধ্যে সমস্যা যে বাড়ছে, তা মানছেন।

দপ্তরের বিধি

- হাসপাতালে অ্যাকিউট ডায়ারিয়া ডিজিজ (অ্যাড) নিয়ে শিশু এলে শারীরিক পরীক্ষা
- কয়েকদিন ব্যথা, সর্দি, কাশির মতো উপসর্গ থাকলে ডেঙ্গির রক্ত পরীক্ষা
- ক্রনিক ডায়ারিয়া, পাতলা পায়খানা এবং জ্বর থাকলে ডেঙ্গি সন্দেহ

ক্যানালে ডুবে যাওয়া তরুণের দেহ মিলল না

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ জুলাই : মহানন্দা ক্যানালে তলিয়ে যাওয়ার ২৪ ঘণ্টা পরও উদ্ধার হল না তরুণের দেহ। শনিবার দিনভর ফুলবাড়ি ব্যারেজের ক্যানালে তল্লাশি চালায় বিপর্যয় মোকাবিলা দল। তবে, এদিনও ওই তরুণের দেহ উদ্ধার হয়নি। রবিবার ফের ক্যানালে তল্লাশি চালানো হবে বলে জানা গিয়েছে।

শুক্রবার রাতে রাঙ্গাপানির বাসিন্দা সৌরভ রায় ও ধনেশ রায় দুই ভাই ফুলবাড়ি ব্যারেজ এলাকায় মোটরবাইক নিয়ে ঘুরতে যান। পায়ের নোংরা পরিষ্কার করতে সৌরভ সিঁড়ি দিয়ে ক্যানালের ধারে যাওয়ার সময় পা পিছলে পড়ে যান বলে জানা গিয়েছে।

এদিনও তাঁর দেহ উদ্ধার হয়নি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে বলে জানা গিয়েছে।

পদ্মের জয় আনতে ব্যর্থ দলবদলু প্রার্থীরা

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই : ৭ রাজ্যের ১৩টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন। সর্বত্র এনডিএ ও ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীদের মধ্যে লড়াই হয়েছে। শনিবার উপনির্বাচনের ফল ঘোষণার পর দেখা যাচ্ছে, ইন্ডিয়া জোটের দখলে গিয়েছে ১০টি আসন। এনডিএ জিতেছে মাত্র ২টিতে। বিহারের ১টি আসনে জয়ী হয়েছেন নির্দল প্রার্থী।

লোকসভা ভোটে একাধিক রাজ্যে ধাক্কা খাওয়া বিজেপির পক্ষে সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা উপনির্বাচন অশনিসংকেত বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। লোকসভা ভোটের আগে রাজ্যে রাজ্যে বিধায়কদের দলবদলের রেশ ধরেই অধিকাংশ বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দলবদলকারী বিধায়করা বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে দুই বিজেপি বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী এবং কৃষ্ণকুমার কল্যাণী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। দু'জনই এবার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে যথাক্রমে রানাঘাট দক্ষিণ এবং রায়গঞ্জ কেন্দ্রে জয়ী হয়েছেন। তবে বাকি রাজ্যে যেসব বিধায়ক দলবদল করেছিলেন তাঁদের বেশিরভাগই প্রতীক বদল করে হেরেছেন।

পঞ্জাবের জলন্ধরে ২০২২-এর বিধানসভা ভোটে আপের টিকিটে জিতেছিলেন শীতল অঙ্গুরলাল রিঙ্কু। লোকসভা ভোটের আগে তিনি বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। এবারের উপনির্বাচনে জলন্ধরে বিজেপির টিকিটে প্রার্থী হয়েছিলেন রিঙ্কু। আপ প্রার্থী মহিন্দর ভগতের কাছে ৩৭ হাজারের বেশি ভোটে হেরেছেন রিঙ্কু। একইভাবে বিজেপিশাসিত উত্তরাখণ্ডে বদ্রীনাথের কংগ্রেস বিধায়ক রাজেন্দ্র সিং ভাণ্ডারী বিজেপিতে যোগ দেন। উপনির্বাচনে নিজের পুরোনো দলের কাছেই পুরোনো আসন হারিয়েছেন রাজেন্দ্র। রাজ্যের মঙ্গলৌর কেন্দ্রে

উপনির্বাচন

গতবার মায়াবতীর বিএসপি জয়ী হয়েছিল। বিধায়কের মৃত্যুতে সেখানে উপনির্বাচন হয়েছিল। ত্রিমুখী লড়াইয়ে আসনটি বিজেপির কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে কংগ্রেস।

হিমাচলপ্রদেশে কংগ্রেস সরকারের সমর্থক ৩ নির্দল বিধায়ক লোকসভা ভোটের আগে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। যার জেরে ওই ৩টি আসনে উপনির্বাচন হয়েছে। বিজেপির টিকিটে দাঁড়ানো ৩ 'প্রাক্তন নির্দল' নেতার মধ্যে দু'জনই এবার হেরেছেন। দেহ্‌রায় মর্যাদার লড়াইয়ে বিজেপি প্রার্থী হোশিয়ার সিংকে ৯,৩৯৯ ভোটে পরাজিত করেছেন কংগ্রেস প্রার্থী কমলেশ সিং। কমলেশ মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখুর স্ত্রী। নালাগড়েও কংগ্রেসের কাছে ধরাশায়ী হয়েছে বিজেপি। একমাত্র হামিরপুর আসনে দেড়হাজার ভোটে জয়ী হয়েছেন প্রাক্তন নির্দল তথা বিজেপি প্রার্থী। এছাড়া মধ্যপ্রদেশের অমরবাড়া কেন্দ্রে কংগ্রেসকে হারিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী কমলেশ প্রতাপ শা। গত বিধানসভা ভোটে এই কেন্দ্রে কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন কমলেশ। মাসকয়েক আগে দলবদল করেন তিনি। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা কমল নাথের 'সাবেক গড়' বলে পরিচিত ছিন্দওয়াড়া লোকসভার অন্তর্গত অমরবাড়া উপনির্বাচন বিজেপি-কংগ্রেস দু'পক্ষের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কাঁটে কি টক্করে শেষপর্যন্ত ৩,০২৭ ভোটের ব্যবধানে অমরবাড়ায় 'কমল' ফুটিয়েছেন কমলেশ।

বিহারের রুপৌলি উপনির্বাচনে জিতেছে জেডিইউ। সেখানে আরজেডি প্রার্থী করেছিল ওই কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক বিমা ভারতীকে। এবার তিনি তৃতীয় স্থানে নেমে গিয়েছেন। অতীতে একাধিক রাজ্যে বিধায়কদের দলবদলের জেরে সরকারে পালাবদল ঘটেছে। দল বদলানো নেতাদের সিংহভাগই পরবর্তীকালে নতুন দলের টিকিটে জয়ী হয়েছেন। এবার বড় সংখ্যক আসনে 'দলবদলু'দের পরাজয় ভোটারদের তরফে রাজনৈতিক দলগুলিকে বার্তা কিনা, সেই চর্চা শুরু হয়েছে।

আহা কি আনন্দ... বাদল দিনে এক খুদে। শনিবার মুম্বইতে।

ভোটের আগে ক্ষমতা বৃদ্ধি উপরাজ্যপালের

শ্রীনগর, ১৩ জুলাই : লোকসভা ভোটের পর থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে ধারাবাহিকভাবে উপস্থিতি জানান দেওয়ার চেষ্টা করছে জঙ্গিরা। সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে নিরাপত্তাবাহিনীর সংঘর্ষে ক্রমাগত রক্তাক্ত হচ্ছে ভূ-স্বর্গ। এদিকে চলতি বছরেই বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা জম্মু ও কাশ্মীরে। সেই নির্বাচন ঘোষণার আগে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটির লেফটেন্যান্ট গভর্নরের ক্ষমতা বাড়ানো হল। কাশ্মীর পুনর্গঠন আইন সংশোধন করে লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহার ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করার কথা জানিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন আইন, ১৯১৯-এর ৫৫ নম্বর ধারায় যে সংশোধন করা হয়েছে তার ফলে জম্মু ও কাশ্মীরের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, পুলিশ প্রশাসন, সরকারি আধিকারিকদের বদলি, অ্যাটর্নি জেনারেল সহ সরকারি আইনজীবীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে। পর্যবেক্ষকদের মতে, কেন্দ্র লেফটেন্যান্ট সরকারের ক্ষমতা বাড়ানোয় আগামীদিনে জম্মু ও কাশ্মীরে যে সরকার নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় আসবে তার ক্ষমতা সংকুচিত হবে। সেক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যে দুই বিরোধী দল বা জোটের সরকার গঠিত হলে উভয়ের মধ্যে সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। তখন দিল্লির মতো জম্মু ও কাশ্মীরেও নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের টানাপোড়েন শুরু হওয়া অসম্ভব নয়। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বাণিজ্য সংক্রান্ত নিয়মেও পরিবর্তন করা হয়েছে।

কেন্দ্রের পদক্ষেপ নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছে উপত্যকার রাজনৈতিক দলগুলি। পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (পিডিপি) ও ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) নেতাদের অভিযোগ, বিধানসভা ভোটে হার নিশ্চিত বুঝে কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ঘুরপথে জম্মু ও কাশ্মীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চাইছে। জম্মু ও কাশ্মীরে 'শহিদ দিবস' পালনেও প্রশাসন বাধা দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন দুই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা ও মেহবুবা মুফতি। ১৯৩১-এ জম্মু ও কাশ্মীরের তৎকালীন মহারাজার বাহিনীর গুলিতে ২২ জন কাশ্মীরি বিদ্রোহী প্রাণ হারিয়েছিলেন। তাঁদের স্মরণে প্রতিবছর ১৩ জুলাই শহিদ দিবস হিসাবে পালন করেন কাশ্মীরবাসী।

শনিবার এনসি নেতা ওমর আবদুল্লা এক্স পোস্টে জানিয়েছেন,

শহিদ দিবসে 'গৃহবন্দি' কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীরা, ক্ষোভে পোস্ট

শহিদদের সমাধি মাজার-ই-শুহাদায় যেতে তাঁকে বাধা দেওয়া হয়েছে। বাড়ির বন্ধ গেটের ছবি পোস্ট করে পিডিপি নেত্রী মেহবুবা লিখেছেন, 'মাজার-ই-শুহাদায় যাওয়া আটকাতে আমার বাড়ির গেটে আবার তালা মারা হয়েছে। আধিপত্যবাদ, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে কাশ্মীরের স্থায়ী প্রতিরোধের প্রতীক ওই স্থানটি। আমাদের শহিদদের বলিদান প্রমাণ করে যে কাশ্মীরি চেতনাকে ধ্বংস করা অসম্ভব।'

মাস্কের বাজি ডোনাল্ড ট্রাম্প

নিউ ইয়র্ক, ১৩ জুলাই : মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নিরপেক্ষ থাকার কথা জানিয়েছিলেন এলন মাস্ক। কিন্তু মার্কিন সংবাদমাধ্যম সূত্রে দাবি, 'পক্ষ' বেছে নিয়েছেন টেসলা, এক্স এবং স্পেসএক্স কর্তা। প্রেসিডেন্ট ভোটে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনি তহবিলে বড় অঙ্কের অনুদান দিয়েছেন মাস্ক। যদিও অর্থের পরিমাণ নিয়ে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। প্রকাশ্যে অবশ্য রিপাবলিকান প্রার্থীকে সমর্থন করার ব্যাপারে মন্তব্য করেননি মাস্ক। বাইডেনের বিরুদ্ধে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ধনকুবেরের ট্রাম্পের ওপর বাজি ধরা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

কুকথায় দায়ের অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই : শহিদ সেনা আধিকারিক অংশুমান সিংয়ের স্ত্রীর বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে আপত্তিকর মন্তব্যের ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পদক্ষেপ করল জাতীয় মহিলা কমিশন। এই ব্যাপারে কমিশনের তরফে দিল্লি পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং তথ্য প্রযুক্তি আইনের বিভিন্ন ধারায় অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে।

ড্যামেজ কন্ট্রোল

কিভ, ১৩ জুলাই : ওয়াশিংটনে ন্যাটো গোষ্ঠীর বৈঠকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কিকে 'প্রেসিডেন্ট পুতিন' বলে সম্বোধন করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। যার জেরে অস্বস্তিতে পড়েছেন বাইডেন। চলতি বিতর্কে বাইডেনের পক্ষেই সওয়াল করেছেন জেলেনস্কি। শনিবার তিনি বলেন, 'ভুল করে আমাকে পুতিন বলে সম্বোধন করেছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। এই নিয়ে বিতর্কের কারণ নেই। ভুলবশত করা কোনও মন্তব্যের কারণে ইউক্রেনের প্রতি আমেরিকার সমর্থনের কথা ভোলা যাবে না।'

আদিবাসী তরুণের মৃত্যু উত্তপ্ত ত্রিপুরা

আগরতলা, ১৩ জুলাই : কুকি বনাম মেইতেই সম্প্রদায়ের রক্তক্ষয়ী হিংসায় এখনও মণিপুর অশান্ত রয়ে গিয়েছে। এখনও বহু মানুষ সেখানে ঘরছাড়া। মণিপুর নিয়ে অশান্তির মধ্যেই এবার উত্তেজনা ছড়াল প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপুরায়। শুক্রবার বিজেপিশাসিত এই রাজ্যের ধলাই জেলার গণ্ডাতিসায় এক আদিবাসী তরুণকে পিটিয়ে খুন করে একদল লোক। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। যার জেরে শনিবার মধ্যরাত পর্যন্ত ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে জেলা প্রশাসন। গোটা মহকুমায় জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা।

ঘটনার সূত্রপাত ৭ জুলাই একটি মেলা থেকে। নিহত তরুণ পরমেশ্বর রিয়াং (২০) ওই মেলায় দুই মদ্যপ ব্যক্তির বিতণ্ডা থামাতে গিয়েছিলেন। তখন রিয়াংকে বেধড়ক মারধর করে একদল লোক। গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে আগরতলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শুক্রবার রিয়াং মারা যায়। তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষুব্ধ মানুষজন একাধিক দোকানঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। ভাঙচুর চালায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় নামে বিশাল পুলিশবাহিনী। মানুষজনকে শান্ত থাকার আবেদন জানিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। তিনি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য অনুরোধ করেছেন।

সোনিয়ার কাছে সস্ত্রীক হেমন্ত : ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তৃতীয়বার শপথ নেওয়ার পর শনিবার সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে দেখা করলেন হেমন্ত সোরেন। ১০ জনপথে সোনিয়ার বাসভবনে ওই সাক্ষাৎপর্বে হাজির ছিলেন হেমন্তের স্ত্রী কল্পনা সোরেনও। এই বৈঠককে উভয় শিবিরের তরফে সৌজন্যমূলক বলে দাবি করা হয়েছে। জেল থেকে বেরোনোর পর এই প্রথমবার সোনিয়ার সঙ্গে দেখা করলেন হেমন্ত।

রাহুল-কমলা কথা, জল্পনা

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই : মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের সঙ্গে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির টেলিফোনে কথোপকথন ঘিরে জল্পনা ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। কেউ কেউ দাবি করেছেন, দুজনের মধ্যে সত্যিই কথা হয়েছে। আবার অনেকে পুরো বিষয়টিকেই গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাহুলের সঙ্গে কমলা হ্যারিসের মধ্যে কথা হয়েছিল বলে খবরে প্রকাশ।

যদিও বিষয়টি মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের দপ্তর মানতে অস্বীকার করেছে। এক মার্কিন সাংবাদিক জানিয়েছেন, কমলা হ্যারিসের সঙ্গে রাহুল গান্ধির কোনও কথা হয়নি। আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিসেবে সামনে রয়েছেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। কিন্তু বয়সের কারণে তাঁর বদলে কমলা হ্যারিসকে ডেমোক্র্যাটরা প্রার্থী করতে পারে বলে জল্পনা চলছে।

স্কুল ধসে মৃত্যু ২২ পড়ুয়ার

আবুজা, ১৩ জুলাই : ক্লাস চলাকালীন নাইজেরিয়ার একটি দোতলা স্কুল হুড়মুড়িয়ে ধসে পড়লে অন্তত ২২ জন পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনাটি মধ্য নাইজেরিয়ার প্লেটু রাজ্যের ঘটনার সময় ক্লাসে প্রায় দুশোর কাছাকাছি ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিল। দুর্ঘটনার পরই উদ্ধারকারী দল, পুলিশ, দমকলবাহিনী এসে উদ্ধারকাজ শুরু করে। তাদের সঙ্গে হাত লাগায় স্থানীয়রা। মৃতদের বেশিরভাগেরই বয়স পনেরো কিংবা তার নিচে। আহতের সংখ্যা ৭০-এর উপরে। উদ্ধারকারীরা জানিয়েছে, ধ্বংসস্তূপের নিচে একশোর কাছাকাছি মানুষের আটকে থাকার আশঙ্কা রয়েছে। সেখান থেকে ভেসে আসছে পড়ুয়াদের আর্তনাদ। নাইজেরিয়ার ন্যাশনাল এমারজেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি জানিয়েছে, আহতদের সবসরকম চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা করছে সরকার।

বাংলাদেশি তকমা ঘুচল ভূমিপুত্রের

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই : পৃথিবীটা আবার আগের মতোই ভালো লাগছে অসমের নলবাড়ি জেলার কাশিমপুরের বাসিন্দা মহম্মদ রহিম আলি ওরফে আবদুর রহিমের। তাঁর জীবনে মেঘ কেটে গিয়েছে, রোদ ঝলমলে দিন ফিরে এসেছে।

দীর্ঘ বারো বছর পর বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এক ঝটকায় বিদেশি, বাংলাদেশি, বেআইনি অভিবাসী, অনুপ্রবেশকারী ইত্যাদি তকমা ঘুচে গিয়েছে রহিমের।

বৃহস্পতিবার অসমের এক ট্রাইবিউনালের সিদ্ধান্ত খারিজ করে শীর্ষ আদালতের বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি আশানউদ্দিন আমানুল্লার ডিভিশন বেঞ্চ মহম্মদ রহিম আলি ওরফে আবদুর রহিমকে ভারতীয় নাগরিক বলে রায় দিয়েছে। অসমের ট্রাইবিউনাল রহিমকে বাংলাদেশ থেকে বেআইনিভাবে আসা বিদেশি তকমা দিয়েছিল। এদিন শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ তার অথরিটেটিভ কোয়েটাস (চূড়ান্ত কর্তৃত্ববাচক ক্ষমতা) প্রয়োগ করে জানিয়েছে, 'আবেদনকারী (রহিম) বিদেশি নন, ভারতের নাগরিক।' 'অথরিটেটিভ কোয়েটাস' কথার অর্থ হল, আদালতের এই রায় চূড়ান্ত ও প্রামাণিক এবং এর ফলে এই বিষয়ে আর কোনও বিতর্ক বা প্রশ্ন উঠবে না।

শীর্ষ আদালতের রায় যথেষ্ট অস্বস্তিতে ফেলেছে অসমের বিজেপি শাসিত সরকারকে। রায়ে রাজ্যের কোনও বাসিন্দাকে বিদেশি ঘোষণা করার নীতি নিয়ে অসম সরকারকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে ডিভিশন বেঞ্চ। বেঞ্চের প্রশ্ন, ফরেনার্স অ্যাক্ট রাজ্যকে কি এমন কোনও নির্বাহী ক্ষমতা দেয়, যার জোরে তারা যে কোনও ব্যক্তিকে যখন-তখন খেয়ালখুশি মতো তুলে এনে বলতে পারে, আপনাকে বিদেশি বলে

একযুগ পর

মনে হচ্ছে। এবার আপনি প্রমাণ দিন আপনি বিদেশি নন? এরপর আইনের ৯ নম্বর ধারায় ফেলে বিচার শুরু হবে অভিযুক্তের! ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, রহিম আলির মামলায় বিচার প্রক্রিয়ায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গুরুতর ত্রুটি রয়েছে।

রহিমের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযোগ, তিনি বাংলাদেশি এবং ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর (কাটঅফ ডেট) ওপার থেকে এপারে এসেছেন। অথচ এর সপক্ষে যৎসামান্য নথিও নেই। প্রমাণ কিছু থেকে থাকলে অসম সরকারেরই দায়িত্ব ছিল সেটা সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তকে নিয়মমাফিক জানানোর। সেসব কিছুই করা হয়নি। উলটোদিকে রহিম আলির বাবা-মা যে ১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারির আগে থেকেই ভারতে বসবাস করেছেন, তার প্রমাণ আবেদনকারী দাখিল করেছেন ট্রাইবিউনালের কাছে। নথিতে ইংরেজি বানান ও তারিখের কিছু গৌণ ভুলভ্রান্তি ছাড়া কোনও গোঁজামিল নেই। এই ছোটখাটো ত্রুটির জন্য আবেদনকারীর ভারতীয়ত্বের দাবি খারিজ হয় না।

অসমের বরপেটা জেলার পাটচরকুচি থানার অন্তর্গত ডোলুর গ্রামে জন্ম রহিম আলির। সেখানকার বাসিন্দা হিসাবে ১৯৮৫ সালে ভোটার তালিকায় নাম ওঠে তাঁর। এর ১২ বছর পর বিবাহসূত্রে আলি বরপেটা ছেড়ে নলবাড়ির কাশিমপুরে চলে যান। ঠিকানা বদলের পর নলবাড়ির বাসিন্দা হিসাবে ভোটার কার্ডে নাম ওঠে তাঁর। ২০০৪-এ একদিন হঠাৎই আলির বিরুদ্ধে বিদেশি অভিযোগ আনেন নলবাড়ি থানার আধিকারিক। আলির বসবাসের যাবতীয় প্রমাণ থাকলেও থানায় আলির নাগরিকত্ব নিয়ে অভিযোগ কে বা কারা করেছিল তার কোনও প্রমাণ নেই। এ নিয়েও সরকারকে ভর্ৎসনা করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

অসমে বন্যায় মৃত বেড়ে ৯০

গুয়াহাটি, ১৩ জুলাই : অসমে বন্যা পরিস্থিতি এখনও ভয়াবহ। ১২ লক্ষ ৩৩ হাজার মানুষ এখনও বন্যা কবলিত। জলের নীচে হাজার হাজার গ্রাম। শুক্রবার বন্যার কারণে নতুন করে ওই রাজ্যে আরও সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। অসমে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯০। এখনও বেশ কিছু জায়গায় বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে ব্রহ্মপুত্রের জল।

অসম রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ (এএসডিএমএ)-র বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'গোয়ালপাড়া জেলায় নৌকাডুবির ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে, আর নগাঁও ও জোরহাট জেলায় বন্যার জলে ডুবে মৃত্যু দুজনের। এই নিয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা এখন পর্যন্ত ৯০ ছুঁয়েছে।'

স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, আগের চেয়ে অসমের বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও উদ্বেগ তাতে কমেনি। এখনও অসমের ২৪টি জেলার ১২ লক্ষ ৩৩ হাজার মানুষ বন্যা কবলিত। জলের তলায় ২,৪০৬টি গ্রাম। ৩২ হাজার হেক্টরের বেশি চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্ত। এখনও বহু মানুষ ঘরছাড়া। এএসডিএমএ-র কর্মীরা উদ্ধারকাজ চালাচ্ছেন।

অসমের যে জেলাগুলি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার মধ্যে কাছাড়, ধুবড়ি, নগাঁও, ডিব্রুগড়, কামরূপ, গোলাঘাট, জোরহাট, মরিগাঁও, লখিমপুর, করিমগঞ্জ, দারাং, মাজুলি, তিনসুকিয়া অন্যতম।

অসমে প্রায় তিনলক্ষ মানুষ ঘরছাড়া। রাজ্যের ৩১৬টি ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁরা। বন্যায় বিপাকে পড়েছে রাজ্যের সাড়ে ছ'লক্ষের বেশি পশু। কাজিরাঙায় মৃত্যু হয়েছে ১০টি রাইনো, ১৫০টি হগ ডিয়ার সহ ১৮০টি পশুর। ১৩৫টি পশুকে উদ্ধার করা হয়েছে।

সংবিধান হত্যা দিবস

প্রিয়াংকার নিশানায় বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই : সংবিধান হত্যা দিবস নিয়ে বিজেপিকে বিঁধলেন কংগ্রেসনেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। তিনি বলেছেন, 'যাঁরা সংবিধানের বিরোধী তাঁদের থেকে যে এই ধরনের কথাবার্তা শোনা যাবে এটা মোটেই বিস্ময়কর নয়। অবিলম্বে এই শব্দগুলির অবলুপ্তি ঘটানো দরকার।' শুক্রবার কেন্দ্রীয় সরকার ২৫ জুন দিনটিকে সংবিধান হত্যা দিবস হিসেবে পালন করার পর বিরোধীরা প্রতিবাদ জানায়।

এক্স হ্যান্ডেলে প্রিয়াংকা লিখেছেন, 'যাঁরা সংবিধান তৈরি করেছেন, সংবিধানের ওপর যাঁদের আস্থা রয়েছে তাঁরাই শুধু সংবিধান রক্ষা করবেন। যাঁরা সংবিধান কার্যকরের বিরোধিতা করেছিলেন, সংবিধানের পর্যালোচনার জন্য কমিশন গঠন করেছিলেন, সংবিধান বিলোপের ডাক দিয়েছিলেন, একাধিক সিদ্ধান্ত ও কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে লাগাতার সংবিধান এবং গণতন্ত্রের আত্মার ওপর আঘাত হেনেছেন, তাঁরাই সংবিধান হত্যা দিবস আখ্যা দিয়ে নেতিবাচক রাজনীতি করছেন। এতে বিস্ময়ের আর কী আছে?' শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় রাউতও বিজেপির সমালোচনা করেছেন। তাঁর খোঁচা, 'জরুরি অবস্থার পর ৫০ বছর কেটে গিয়েছে। কিন্তু বিজেপি ভবিষ্যতে নজর দেওয়ার বদলে লাগাতার অতীতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।'

প্রত্নভাণ্ডারের খোঁজ বুদ্ধগয়ায়

পাটনা, ১৩ জুলাই : বিহারের বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দিরের আশপাশে মাটির তলায় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের বিরাট ভাণ্ডার লুকিয়ে রয়েছে। বিহারের সংস্কৃতি বিভাগ ও ইংল্যান্ডের কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ গবেষণায় এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে। উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, বুদ্ধগয়ার মন্দির সংলগ্ন এলাকায় নানা ধরনের কাঠামো মাটি চাপা অবস্থায় রয়েছে। এর মধ্যে বিখ্যাত চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাংয়ের স্মৃতি বিজড়িত কোনও দ্রব্য পাওয়াও অসম্ভব নয়। খনন কাজ শুরু হলে লুকোনো ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন বিহারের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব হরজৌত কর।

যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত বন্দিকে সাময়িক মুক্তি বম্বে হাইকোর্টের

'শোকের দিনে প্যারোল হলে সুখের দিনে নয় কেন'

মুম্বই, ১৩ জুলাই : শোকের দিনে স্বজনদের পাশে থেকে সমবেদনা জানানো এবং দুঃখ ভাগ করে নেওয়া মানবিকতার গোড়ার কথা। সে কথা মাথায় রেখেই দুঃখজনক কোনও ঘটনার প্রেক্ষিতে জেলবন্দিদেরও প্যারোলে সাময়িকভাবে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু আনন্দদায়ক কোনও ঘটনা বা সুখবরের প্রেক্ষিতে তেমনটা করা হয় না। এবার এ নিয়ে প্রশ্ন তুলল আদালত। একটি মামলায় বম্বে হাইকোর্টের প্রশ্ন, শোকের দিনে প্যারোল দেওয়া গেলে সুখের দিনেও তা কেন দেওয়া যাবে না? দুঃখের দিনে স্বজনদের পাশে থাকার ইচ্ছা যতটা স্বাভাবিক, ঠিক ততটাই স্বাভাবিক আনন্দের সময় তাদের পাশে থেকে সুখের ভাগ নেওয়াও। সুখবরের ভিত্তিতে কেন জেলবন্দিদের প্যারোল হবে না? সেই সঙ্গে এক ব্যক্তিকে পারিবারিক আনন্দের সাক্ষী থাকার সুযোগ দিতে প্যারোলে মুক্তিও দিয়েছে উচ্চ আদালত। ওই বন্দির পুত্র উচ্চশিক্ষার সূত্রে বিদেশে যাচ্ছেন। তাই ছেলেকে বিদায় জানাতে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি ভারতী ডাংরে এবং বিচারপতি মঞ্জুষা দেশপান্ডের বেঞ্চে মামলাটি শুনানির জন্য উঠেছিল। বিবেক শ্রীবাস্তব নামের এক ব্যক্তি আদালতে প্যারোলের জন্য আবেদন জানান। তিনি জানান, তাঁর পুত্র অস্ট্রেলিয়ায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন। এই সময়ে তাঁর বাড়িতে গিয়ে পরিবারের পাশে থাকা

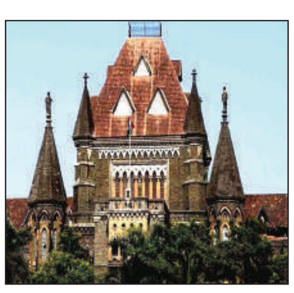

জরুরি। পুত্রের পড়াশোনার খরচ জোগাতে হবে তাঁকেই। সেই সঙ্গে দেশ ছাড়ার আগে তিনি পুত্রকে বিদায়ও জানাতে চান।

মামলাকারীর আবেদনের বিরোধিতা করেন বিপক্ষ অর্থাৎ সরকারি আইনজীবীরা। তাঁদের বক্তব্য ছিল, প্যারোল (বা ফারলো) যে কোনও বন্দিকে সাধারণত কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে দেওয়া হয়। শুধুমাত্র পুত্রকে বিদায় জানাতে এবং তাঁর পড়াশোনার খরচ জোগাতে কেউ প্যারোলে মুক্তি পেতে পারেন না। বিপক্ষের এই যুক্তি বোঝা যাচ্ছে না বলে জানায় আদালত। এই প্রসঙ্গে বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, 'যে কোনও বন্দিকে সাময়িকভাবে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেওয়া যায়। বহির্জগতের সঙ্গে যাতে তাঁদের যোগাযোগ বজায় থাকে, পারিবারিক সম্পর্ক যাতে অটুট থাকে, তা নিশ্চিত করতেই এই 'প্যারোল' বা 'ফারলো'য় মুক্তির নিয়ম রয়েছে। বন্দি হলেও তিনি কারও না কারও বাবা, স্বামী, পুত্র কিংবা ভাই। প্যারোলে মুক্তিকে বরাবর 'মানবিক উদ্যোগ' হিসাবেই দেখা হয়েছে।'

আদালত আরও জানিয়েছে, দুঃখের মতো খুশিও একটি আবেগ। কাছের মানুষের মৃত্যু হলে সেই দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার জন্য বন্দিরা প্যারোলে মুক্তি পেয়ে থাকেন। তাই সুখের অনুভূতিও ভাগ করে নেওয়ার জন্য এই সাময়িক মুক্তি তাঁদের প্রাপ্য। পুত্রের সঙ্গে দেখা করার জন্য মামলাকারীকে ১০ দিনের প্যারোল দিয়েছে আদালত।

২০১২ সালের একটি খুনের মামলায় অভিযুক্ত হন মামলাকারী শ্রীবাস্তব। ২০১৮ সালে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। আপাতত তিনি যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত। পুত্র বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পাওয়ায় এক মাসের জন্য মুক্তি চেয়েছিলেন তিনি। আদালত ১০ দিনের জন্য শর্তসাপেক্ষে তাঁকে মুক্তি দিয়েছে।

বিশ্ব স্কাই ডাইভিং দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার হরিয়ানার নারনৌল এয়ারস্ট্রিপে মহাশূন্যে ঝাঁপ দিলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। শূন্যে ভাসতে ভাসতে উচ্ছ্বসিত মন্ত্রী বলেন, 'গুড গুড মজা আ গ্যায়া।'

রড্রি বনাম ফোডেন ও বেলিংহাম

ইংল্যান্ড কোচ গ্যারেথ সাউথগেট মাঝমাঠে ফিল ফোডেন ও জুডে বেলিংহামকে একসঙ্গে খেলানোর সুযোগ পেয়ে গিয়েছেন। সেমিফাইনালে ফোডেন অনবদ্য ছিলেন। বেলিংহামও ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ইংল্যান্ড মাঝমাঠের অন্তরায় হতে পারেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটিতে ফোডেনের সতীর্থ রড্রি। এই সেন্টার মিডফিল্ডারকে স্পেনের ইঞ্জিন বলা হয়। দেশ ও ক্লাব মিলিয়ে গত ৭৯টি ম্যাচে মাত্র একবার হেরেছেন ২৮ বছরের রড্রি।

ইয়ামাল বনাম শ

চলতি ইউরো কাপে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে স্পেনের লামিনে ইয়ামালকে নিয়ে। চলতি ইউরোতে ইয়ামালের পা থেকে তিনটি অ্যাসিস্ট এসেছে। সুযোগ তৈরি করেছেন ১৩টি। স্পেনের রাইট উইংকে নিয়ন্ত্রণ করেন ইয়ামাল। ইংল্যান্ডের তরফে তাঁর যোগ্য জবাব হতে পারেন লেফট ব্যাক লিউক শ। সেমিফাইনালে কিয়েরন ট্রিপিয়েরের পরিবর্তে নেমে বেশকিছু সুযোগ তৈরি করেন তিনি।

কুকুরেলা বনাম সাকা

দুজনের কাছে চলতি ইউরো শাপমোচনের মঞ্চ। ছয় মাস আগে ঘরের সমর্থকদের টিটকিরি শুনতে হয়েছিল মার্ক কুকুরেলাকে। তিনি এখন স্পেনের জার্সিতে চলতি ইউরোর সেরা লেফটব্যাক। তাঁর সঙ্গে বাঁদিকে নিকো উইলিয়ামসের বোঝাপড়া স্পেনের বড় সম্পদ। কুকুরেলাকে থামাতে ইংল্যান্ডের সেরা বাজি বুকায়ো সাকা। গত ইউরোর ফাইনালে পেনাল্টি মিসের ভুল সংশোধন এবার কোয়ার্টার ফাইনালে করেছেন। সেমিফাইনালে ডাচ ডিফেন্সকে কাঁদিয়ে ছেড়েছিলেন সাকা।

ওলমো বনাম রাইস

এবারের ইউরো কাপে স্পেনের মাঝমাঠ ও আক্রমণের যোগসূত্র ড্যানি ওলমো। তিন গোলের সঙ্গে জোড়া অ্যাসিস্টে গোল্ডেন বুটের দৌড়ে রয়েছেন তিনি। মাঝমাঠে ওলমোর দৌড় থামানোর ক্ষমতা রাখেন ইংল্যান্ডের ডেকলান রাইস। চলতি আসরে ৩০০টি টাচের সঙ্গে ২৩৬টি পাস সম্পূর্ণ করেছেন তিনি।

নিকো বনাম ওয়াকার

স্পেনের লেফট উইংয়ে নিকো উইলিয়ামস দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন। তাঁর গতি, ড্রিবলিং বিপক্ষ দলগুলির কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছে। ফাইনালে নিকোকে আটকানোর দায়িত্ব থাকবে ইংল্যান্ডের রাইটব্যাক কাইল ওয়াকারের উপর।

ফাইনালে ফের রেকর্ডের হাতছানি

জন্মদিনের উপহার হিসাবে ইউরো চাই ইয়ামালের

ফাইনালে যে রেকর্ডের সামনে

■ সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে ইউরো কাপের ফাইনালে নামার সুযোগ রয়েছে ইয়ামালের। বর্তমানে এই রেকর্ড পর্তুগালের রেনাতো স্যাঞ্চেজের (১৮ বছর ৩২৮ দিন, ২০১৬)।

■ সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে ইউরোর ফাইনালে গোলের রেকর্ড রয়েছে ইতালির পিয়েত্রো আনাসতাসির (২০ বছর ৬৪ দিন)। এই রেকর্ড ভাঙার সুযোগ রয়েছে ইয়ামালের।

“ লামিনে প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হতে পারে। ছেলেটা যখনই খেলে, তখনই অবাক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। এই বয়সে ও ফুটবলটা যেভাবে খেলছে, তা এককথায় অবিশ্বাস্য।

-গ্যারি লিনেকার

ইয়ামালের কীর্তি

শনিবার ১৭ বছরে পা দিলেন স্পেনের বিস্ময় বালক লামিনে ইয়ামাল। রবিবার ইউরো কাপের ফাইনালে স্পেনের কাপভাগ্য অনেকটাই বার্সেলোনার ইয়ামালের উপর নির্ভর করবে। তার আগে দেখে নেওয়া যাক, গত একবছরে স্পেন ও বার্সেলোনার জার্সিতে ইয়ামাল কোন কোন রেকর্ড গড়েছেন।

বার্সেলোনার জার্সিতে

২৯ এপ্রিল, ২০২৩
লা লিগায় ১৫ বছর ২৯০ দিন বয়সে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে খেলেন লামিনে ইয়ামাল। গাভির পরিবর্তে নেমেছিলেন তিনি।

২০ অগাস্ট, ২০২৩
১৬ বছর ৩৮ দিন বয়সে ইয়ামাল লা লিগার কোনও ম্যাচ শুরু করেন।

২৭ অগাস্ট, ২০২৩
সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে একবিংশ শতাব্দীতে লা লিগায় অ্যাসিস্টের কীর্তি গড়েন ইয়ামাল।

৪ অক্টোবর, ২০২৩
১৬ বছর ৮৩ দিন বয়সে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে ইয়ামাল চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দলের প্রথম একাদশে ছিলেন।

৮ অক্টোবর, ২০২৩
লা লিগায় সবচেয়ে কম বয়সি হিসেবে গোলের রেকর্ড ইয়ামালের।

১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে ইয়ামাল সর্বকনিষ্ঠ যিনি অ্যাসিস্ট করেছিলেন ১৬ বছর ১৫৩ দিন বয়সে।

স্পেনের জার্সিতে

৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩
১৬ বছর ৫৭ দিন বয়সে স্পেনের কনিষ্ঠতম খেলোয়াড় ও গোলস্কোরার হয়ে যান ইয়ামাল।

১৫ জুন, ২০২৪
পুরুষদের ইউরো কাপে প্রথম ১৬ বছর বয়সি ফুটবলার হিসেবে ইয়ামালের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ম্যাচটি ছিল ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে।

১৫ জুন, ২০২৪
সেই ম্যাচেই ড্যানি কার্বাহালকে গোলের পাস বাড়িয়ে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে কনিষ্ঠতম অ্যাসিস্টকারী হয়ে যান ইয়ামাল।

৯ জুলাই ২০২৪
ইউরো বা বিশ্বকাপের আসরে সেমিফাইনালে ১৬ বছর ৩৬২ দিন বয়সে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে আত্মপ্রকাশ।

৯ জুলাই ২০২৪
ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচেই স্কোরশিটে নাম তুলে ইউরোর ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ গোলস্কোরার হয়ে যান ইয়ামাল। টপকে যান ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি পেলেকে।

বার্লিন, ১৩ জুলাই : লামিনে ইয়ামালে সম্মোহিত ফুটবল বিশ্ব। চলতি ইউরো কাপে ষোলো বছরের এই কিশোরের বাঁ পায়ের জাদুতে চোখ কপালে উঠেছে ফুটবলপ্রেমীদের। থুড়ি। ষোলো নয়, বিস্ময় বালকের বয়স এখন ১৭। রবিবাসরীয় মহারণের আগে শনিবার তারুণ্যের দোরগোড়ায় পৌঁছোলেন এই কিশোর। কিন্তু এখনই জন্মদিনের সেলিব্রেশন নয়। দলের বাকিদের মতো তিনিও ফোকাসড।

তার বয়সি বাকি কিশোর-কিশোরীদের থেকে লামিনে ভিন্ন। তাই জন্মদিনে কোনও সাধারণ উপহার নয়, ইয়ামালের নজর ইউরো কাপে। তিনি বলেছেন, ‘মাকে বলেছি জন্মদিনে আমার কোনও উপহার লাগবে না। ইউরো জিতলে সেটাই সেরা উপহার হবে। মাদ্রিদে ট্রফি নিয়ে সতীর্থদের সঙ্গে উৎসব করতে চাই। বিমানবন্দর থেকে সমর্থকদের সঙ্গে উৎসব করতে করতে ফেরা। এর চেয়ে ভালো উপহার কী বা হতে পারে? অবিশ্বাস্য উচ্ছ্বাস নিয়ে আমরা দেশে ফিরব।’

সতীর্থ নিকো উইলিয়ামসের সঙ্গে জলের বোতল নিয়ে যে ছেলেটি শিশুসুলভ সারল্যে ঝগড়া করেন, তাঁর নামের পাশে এখনই ক্লাব ও আন্তর্জাতিক স্তর মিলিয়ে রেকর্ডের ছড়াছড়ি। রবিবার তাঁর সামনে আরও রেকর্ড গড়ার হাতছানি। ইউরো ফাইনালে খেলা ও গোল করার ক্ষেত্রে কনিষ্ঠতম ফুটবলার হতে পারেন ইয়ামাল। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো-লিওনেল মেসি যুগের সায়াহ্নে ফুটবল বিশ্ব যখন তাঁদের উত্তরসূরিদের খোঁজে, তখন উত্থান ইয়ামালের। তাঁর খেলাতে কেবল আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির ছায়াই নেই, দুইজনেরই উত্থান ভবিষ্যৎ তারকাদের পীঠস্থান লা মাসিয়া থেকে। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইয়ামালের বাঁ-পায়ের বাঁক খাওয়ানো শটে গোলটিকে অনেকেই শতাব্দীর সেরা গোলের শিরোপা দিচ্ছেন। শুধু তাই নয়, এক কিশোরের কাঁধে ভর করে ১২ বছরের ইউরো খরা কাটানোর স্বপ্নে বিভোর গোটা দেশ!

এত খ্যাতির মধ্যে পা মাটিতে রাখাই তো সবচেয়ে কঠিন। বার্সেলোনায় খেলাকালীন তার কোচ জাভি হার্নান্ডেজ ও এইমুহূর্তে জাতীয় দলের কোচ লুইস ডে লা ফুয়েন্তের মুখেও একই কথা। কিন্তু ছাত্রের প্রশংসায় কখনও আপস করেন না ফুয়েন্তে। ফাইনালের আগে দলের ‘ওয়ান্ডার কিড’-কে নিয়ে ফুয়েন্তের বক্তব্য, ‘ফুটবলের সহজাত প্রতিভা নিয়ে ও জন্মেছে। ওর মতো প্রতিভাবান ব্যক্তি বিশ্বে খুব কমই আছে। কিন্তু মার্জিত আচরণ ও উন্নতির খিদে ধরে রাখতে পারলে তবেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারবে। ফুটবলে আজ রাজা হলে কাল ফকির হবেই। তাই ওর জীবনে ভালোর পাশাপাশি খারাপ সময়ও আসবে। এই দুইয়ের মাঝে ওকে ভারসাম্য রাখতে হবে।’

গ্যারেথ সাউথগেটদের পার্টি পণ্ড করতে পারে যে ছেলেটি, ম্যাচের কয়েক ঘণ্টা আগে তার প্রশংসায় ইংল্যান্ডের ফুটবলমহল। কিংবদন্তি প্রাক্তন ফুটবলার গ্যারি লিনেকার ইয়ামালের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন, ‘লামিনে প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হতে পারে। ছেলেটা যখনই খেলে, তখনই অবাক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। এই বয়সে ও ফুটবলটা যেভাবে খেলছে, তা এককথায় অবিশ্বাস্য। ১৬ বছর বয়সি কোনও কিশোরকে আগে এভাবে খেলতে দেখিনি।’

প্রত্যাশার পাশাপাশি বড় মঞ্চে পারফরমেন্সের চাপ। সবমিলিয়ে ফাইনালে ইয়ামাল কীভাবে নিজেকে মেলে ধরেন সেটাই দেখার।

বেলিংহামের ‘রাজপুত্র’ রূপের আশায় ইংল্যান্ড

দুই বছর আগে জুডে যখন জার্মানিতে খেলত, তখন ইউরোপের সেরা ফুটবলার হিসাবে আমি ওকে বেছেছিলাম। সেই সময় ফুটবলবিশ্বে ওর এতটা খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েনি। আমি ওকে ভালোভাবেই চিনি। ওর মতো ফুটবলার আমার খুবই পছন্দের। দৈহিক শক্তির পাশাপাশি ম্যাচে বুদ্ধির প্রয়োগও করে। টেকনিকালি নিখুঁত। যেমন ক্ষিপ্র তেমনই শান্ত। ও এমন এক প্রতিভা যে এত অল্প বয়সেই দলের চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে। ও উপভোগ্য ফুটবল খেলে। -লুইস ডে লা ফুয়েন্তে (স্প্যানিশ কোচ)

বার্লিন, ১৩ জুলাই : নতুন প্রজন্মের উঠে আসার সময়। বড় মঞ্চে ছোটদের ম্যাচ উইনার হয়ে ওঠার পালা। কথাগুলি দুই হেভিওয়েট দলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ, লামিনে ইয়ামাল, নিকো উইলিয়ামসদের পারফরমেন্সের ওপর স্পেনের ভাগ্য যেমন নির্ভরশীল, তেমনই গোটা ইংল্যান্ড তাকিয়ে জুডে বেলিংহামের দিকে।

রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে প্রথম মরশুমেই তাঁর সাফল্য ঈর্ষান্বিত করার মতো। লা লিগা ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ বেলিংহামের ঝুলিতে। শুধু তাই নয়, ৪২ ম্যাচে ২৩ গোল, ১৩ অ্যাসিস্ট করে রিয়াল সমর্থকদের করিম বেঞ্জিমার অভাব অনুভবই হতে দেননি। ইউরোয় বেলিংহাম ম্যাজিকের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত। স্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচের সংযুক্তি সময়ে ব্যাকভলিতে তাঁর জয়সূচক গোলটি প্রতিযোগিতার অন্যতম সেরা গোলের দাবিদার। টানা দ্বিতীয়বার ইউরো ফাইনালে তাঁর দেশ। এই অবস্থায় ২১ বছরের বেলিংহামের কাঁধে দলকে জেতানোর গুরুদায়িত্ব।

মাঝমাঠে বিপক্ষ ফুটবলারদের চ্যালেঞ্জ সামলে গোলমুখ খোলা হোক, কিংবা প্রতিপক্ষের আক্রমণ রোখা, উভয় ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ কোচ গ্যারেথ সাউথগেটের তুরুপের তাস বেলিংহাম। রড্রি, ড্যানি ওলমোর মতো দুরন্ত ছন্দে থাকা ফুটবলারদের সামলানোর দক্ষতা যে বেলিংহামের আছে, সেই কথা স্বীকার করেছেন খোদ স্প্যানিশ কোচ লুইস ডে লা ফুয়েন্তে। ফাইনালের আগে বেলিংহামকে প্রশংসায় ভরিয়ে তিনি বলেছেন, ‘দুই বছর আগে জুডে যখন জার্মানিতে খেলত, তখন ইউরোপের সেরা ফুটবলার হিসাবে আমি ওকে বেছেছিলাম। সেই সময় ফুটবলবিশ্বে ওর এতটা খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েনি। আমি ওকে ভালোভাবেই চিনি। ওর মতো ফুটবলার আমার খুবই পছন্দের। দৈহিক শক্তির পাশাপাশি ম্যাচে বুদ্ধির প্রয়োগও করে। টেকনিকালি নিখুঁত। যেমন ক্ষিপ্র তেমনই শান্ত। ও এমন এক প্রতিভা যে এত অল্প বয়সেই দলের চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে। ও উপভোগ্য ফুটবল খেলে।’

‘প্রতিভা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়’। এই কথাগুলির উল্লেখ করে ইংল্যান্ডের লিগ ওয়ানের দল বার্মিংহাম সিটি ২২ নম্বর জার্সিটি ‘আইকনিক’ হিসাবে ঘোষণা করেছে। অনেকেই ভাবছেন এর সঙ্গে বেলিংহামের কী সম্পর্ক? বার্মিংহাম সিটির জার্সিতেই ১৭ বছর বয়সে বেলিংহামের ক্লাব ফুটবলে পদার্পণ। সেখানে তাঁর জার্সি নম্বর ছিল ২২। সেখান থেকে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডে যোগ দেওয়ার পর থেকেই কুঁড়ি ফুটে ফুল হওয়ার শুরু। বাকিটা ইতিহাস।

ফাইনালে ওঠার উচ্ছ্বাসের মাঝেই তিনি বলে দিয়েছিলেন, ‘কাজ এখনও শেষ হয়নি।’ তখনই ইংল্যান্ড ফুটবলের ইতিহাসে কখনও না জেতা খেতাব ঘরে নিয়ে যেতে যে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সেই আঁচ পাওয়া গিয়েছিল। শেষ লড়াইয়ে বেলিংহাম ইংল্যান্ডের ‘রাজপুত্র’ হয়ে উঠবেন, নাকি ৩ বছরের ব্যবধানে তাঁদের জন্য ফের আরেক বিষাদের রাত অপেক্ষা করছে? জানতে অপেক্ষা আর কয়েক ঘণ্টার।

মাঠে বেলিংহাম

স্ট্রাইকারের পেছন থেকে খেলেন।

চলতি ইউরোতে ইংল্যান্ড দলে স্ট্রাইকারের সঙ্গে মাঝমাঠের সেতু তৈরির কাজটি করছেন।

ক্লাব দল রিয়াল মাদ্রিদে তাঁর ভূমিকা অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারের।

শিল্প বনাম জেদের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই

বার্লিন, ১৩ জুলাই : একদল মাঠে বল পায়ে আলপনা আঁকছে। অন্যদল চাপের মুখে নাছোড় মানসিকতায় ভর করে উত্তরণের পথ খুঁজে বের করছে।

জার্মানিতে গত একমাস ধরে চলা ফুটবল মহাযজ্ঞের অন্তিম অধ্যায়টি লেখা হবে বার্লিনে। সেখানকার অলিম্পিক স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে একদিকে যেমন উঠবে ‘ওলে, ওলে ওলে...’ স্লোগান, অন্যদিকে চলবে ‘ইটস কামিং হোম’ গান। মাঠের পাশাপাশি মাঠের বাইরেও এক ইঞ্চি জমিও ছাড়া নয়। কারণ লড়াইটা ইউরোপ সেরার শিরোপার। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ইউরো কাপ জয়ের অপেক্ষা কি মেটাতে পারবে লা রোহারা? নাকি গতবারের ভুল শুধরে প্রথমবার ইউরো ঘরে তুলবে থ্রি লায়ন্স? উত্তর মিলবে ভারতীয় সময় রবিবার গভীর রাতে।

ফাইনালে ওঠার পর ব্রিটিশ কোচ গ্যারেথ সাউথগেট নির্দ্বিধায় বলে দিয়েছেন, ‘স্পেনই ফেভারিট।’ এতদিন নানান অদ্ভুত মন্তব্যের জন্য সমালোচিত সাউথগেটের এই মন্তব্যকে ঘিরে ফুটবল মহলে কোনও দ্বিমত নেই। সেটাই

ফাইনালের জন্য তৈরি হচ্ছেন হ্যারি কেন।

স্বাভাবিক। রক্ষণ থেকে আক্রমণ, সব বিভাগেই স্পেনের উপভোগ্য ফুটবল মন জয় করেছে। তাছাড়া স্প্যানিশ শিবিরের জন্য সুখবরও আছে। রক্ষণের দুই স্তম্ভ ড্যানি কার্বাহাল ও রবিন লে নরম্যান্ড নির্বাসনমুক্ত। মাঝমাঠে অনবদ্য ছন্দে রড্রি। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দিচ্ছেন ফ্যাবিয়ান রুইজ ও ড্যানি ওলমো। ২৬ বছরের ওলমোর কথা আলাদাভাবে উল্লেখ্য। নক আউট পর্ব শুরু হওয়ার পর থেকেই নতুন ওলমোকে পাওয়া যাচ্ছে। যে গ্রুপ পর্বে একটিও গোল পায়নি, সেই নক আউট পর্বে ৩টি গোল করে প্রতিযোগিতার অন্যতম সর্বাধিক গোলদাতা! আক্রমণভাগের নিকো উইলিয়ামস, আলভারো মোরাতা ও লামিনে ইয়ামাল ত্রয়ী প্রতিমুহূর্তে বিপক্ষ রক্ষণের পরীক্ষা নিচ্ছেন।

বার্লিনে আজ ‘ফাইনাল ব্যাটল’

ম্যাচের সিংহভাগ বল দখলে রেখে ছোট ছোট পাসে প্রান্ত ধরে আক্রমণ শানানোর স্প্যানিশ রণনীতিকে ভোঁতা করতে ইংল্যান্ডের হয়ে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে দুই সাইডব্যাক লুক শ ও কাইল ওয়াকারকে। পাশাপাশি রক্ষণে জন স্টোনসকে সাহায্য করতে নির্বাসন কাটিয়ে ফিরেছেন মার্ক গুয়েহি। ডেকলাইন রাইসের সঙ্গে মাঝমাঠে ১৯ বছরের কোবি মাইনো এখনও পর্যন্ত ভরসা দিয়েছেন। তবে আক্রমণভাগে ফিল ফোডেন, হ্যারি কেনদের বৈচিত্র্যের অভাবে বারবার সমস্যায় পড়েছে থ্রি লায়ন্স। তাঁরা ব্যর্থ হলেও পরিবর্ত হিসাবে নেমে ফারাক গড়ে দিয়েছেন ইভান টোনি, কোল পামাররা। সেমিফাইনালের নায়ক ওলি ওয়াটকিন্সের কথা ভুললে চলবে না। ফাইনালের আগে হুংকারের সুরে তিনি বলেও দিয়েছেন, ‘স্পেন ভালো ছন্দে খেলছে। তবে আমাদের দলেও ফারাক গড়ার মতো বিশ্বমানের ফুটবলাররা রয়েছেন।’

এখনও পর্যন্ত স্পেন যেখানে ১০৮টি সুযোগ তৈরি করে মোট ১৩টি গোল করেছে, সেখানে ইংল্যান্ড গোল হজম করেছে মাত্র ৪টি। স্প্যানিশ আক্রমণের ঢেউ সামলে পালটা জবাব দিতে যে ব্রিটিশরা তৈরি, এই পরিসংখ্যান থেকেই তা স্পষ্ট।

সাদা প্রাচীর ভাঙার উপায় বাতলে স্পেনের বিস্ময় বালক লামিনে ইয়ামাল বলেছেন, ‘যেভাবে এতদিন খেলে এসেছি, সেভাবেই খেলতে হবে। বল দখলে রেখে ম্যাচ নিয়ন্ত্রণ করাটাই আমাদের খেলার শৈলী। সেটা করতে পারলে আমাদের কেউ আটকাতে পারবে বলে মনে হয় না।’ তবে জার্মানির শিশুশ্রম আইনের জন্য পুরো ম্যাচ খেলানোর ক্ষেত্রে ইয়ামালকে নিয়ে সমস্যায় পড়ছেন স্প্যানিশ কোচ লুইস ডে লা ফুয়েন্তে। যদিও ফাইনাল অতিরিক্ত সময়ে গড়ালে আইন লঙ্ঘন করার জরিমানা দিতে রাজি স্প্যানিশ ফুটবল সংস্থা।

গ্যারেথ সাউথগেটের সাবধানী ফুটবল, নাকি ফুয়েন্তের আক্রমণাত্মক আদর্শ, দুই কোচের মগজাস্ত্রের লড়াই বাজিমাত কে করে, সেটাই দেখার।

খেলায় আজ

২০১৯ : ৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিটের লড়াইয়ে নোভাক জকোভিচ ৭-৬, ১-৬, ৭-৬, ৪-৬ ও ১৩-১২ ব্যবধানে হারিয়ে দিলেন রজার ফেডেরারকে। উইম্বলডনের ইতিহাসে এটাই দীর্ঘতম ফাইনাল। জকোভিচের কেরিয়ারে এটা ছিল ১৬ তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম।

সেরা অফবিট খবর

সাইনাকে পালটা দিয়ে ক্ষমা চাইলেন অঙ্গকৃশ

এক পডকাস্টে সাইনা নেহওয়াল মন্তব্য করেছিলেন, ক্রিকেট খেলতে তেমন ফিটনেস লাগে না। যা নিয়ে পালটা দিতে গিয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সের অঙ্গকৃশ রঘুবংশী বলেছিলেন, '(জসপ্রীত) বুমরাহ মাথা লক্ষ্য করে বল করলে ও কী করে দেখার ইচ্ছা রইল।' এরপরই সমালোচনার মুখে পড়ে অঙ্গকৃশের ক্ষমাপ্রার্থনা, 'আমি সকলের কাছে দুঃখিত। বুঝতে পেরেছি আমার এই রসিকতা নিতান্ত অপরিণত মানসিকতার ফল ছিল।'

ভাইরাল

হাসির খোরাক বাবর

জেমস অ্যান্ডারসনের বিদায়ি টেস্টের পর তাঁর একটি ছবি দিয়ে বাবর আজম লেখেন, 'জিমি তোমার কাটারের মুখোমুখি হওয়া গর্বের ছিল। এই মহান খেলা তার সেরা ক্রিকেটারের অভাব অনুভব করবে। গোট, তোমাকে সম্মান করি।' এরপর সামাজিক মাধ্যমে ট্রোলিংয়ের মুখে পড়েন বাবর। কারণ অ্যান্ডারসন বিখ্যাত ছিলেন তাঁর সুইংয়ের জন্য। কাটার তিনি খুব একটা করেননি।

ইনস্টা সেরা

স্ত্রী সঞ্জনার হাত ধরে অনন্ত আম্বানি-রাধিকা মার্চেন্টের বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রবেশ করেছিলেন জসপ্রীত বুমরাহ। পাপারাৎজিরা তাঁকে দেখেই বুম বুম বুমরাহ বলে চিৎকার শুরু করে দেন। উত্তরে মিষ্টি হাসি উপহার দেন বুমরাহরা।

সেরা উক্তি

এমনটা স্বপ্নেও ভাবিনি। ধন্যবাদ নতুন প্রজন্মকে। ওদের জন্যই আমার শেষ ম্যাচ হতে চলেছে কোপার ফাইনাল।
-অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া
(কোপা আমেরিকার ফাইনাল খেলতে নামার আগে)

সংখ্যায় চমক

৪৩

বিশ্বের তৃতীয় অলরাউন্ডার হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে ৬০০০ রান ও ২০০ উইকেট হয়ে গেল বেন স্টোকসের। ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি ২ উইকেট নেওয়ার সুবাদে গ্যারি সোবার্স ও জ্যাক কালিসের পর এই ক্লাবের সদস্য হলেন।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. লিওনেল মেসি কয়টা কোপা আমেরিকার ফাইনাল খেলেছেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. ড্যানিল মেদভেদেভ,
২. রাশিয়া-যুগোস্লাভিয়া।

সঠিক উত্তরদাতারা

সবুজ উপাধ্যায়, ভাস্কর বসাক, কৌশোভ দে, নীলরতন হালদার, নিবেদিতা হালদার, বীণাপানি সরকার হালদার, নীলেশ হালদার, নির্মল সরকার, রুয়েল আলম চঞ্চল, অমৃত হালদার, অসীম হালদার, সমরেশ বিশ্বাস।

প্রস্তুতির মাঝে রডরিগো ডি পলের সঙ্গে আলোচনায় লিওনেল মেসি। মায়ামিতে শনিবার। ছবি : এএফপি

কোপা আমেরিকায় শেষ তিন সাক্ষাতে

২০২১ সালের সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে জয়ী।

২০১৯ সালের গ্রুপ পর্বে কলম্বিয়া জয়ী ২-০ গোলে।

২০১৫ সালের কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে জয়ী।

নজিরের সামনে মেসিরা

মায়ামি, ১৩ জুলাই : নেস্টর লরেঞ্জো কি ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে কলম্বিয়াকে খেতাব জেতাবেন, নাকি চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস গড়বে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা। কোপার খেতাবের লড়াইটা কিন্তু শুধু আর্জেন্টিনা-কলম্বিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এখানেও লড়াইটা গুরু-শিষ্যের। ২০০৬ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার সহকারী কোচ ছিলেন লরেঞ্জো, সেই দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন বর্তমান আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি ও অধিনায়ক লিওনেল মেসি। শিষ্য অবশ্য বিশ্বকাপ জিতে নিজেকে সেরাদের কাতারে নিয়ে গিয়েছেন। অন্যদিকে, গুরু কিন্তু কলম্বিয়ার মতো একটা দলকে কোপার ফাইনালে তুলেছেন।

এবার চ্যাম্পিয়ন হলেই সবচেয়ে বেশিবার কোপা জেতার ইতিহাস গড়বে আলবিসিলেস্তেরা। সেইসঙ্গে স্পেনের একটানা দুইটি মহাদেশীয় শিরোপা এবং একটি বিশ্বকাপ জয়ের নজির স্পর্শ করবে তারা। তবে উলটোদিকে কলম্বিয়াও কিন্তু দুরন্ত ছন্দে রয়েছে। গত ২৮টি ম্যাচ অপরাজিত হামেস রডরিগেজরা।

খরা কাটাতে চায় কলম্বিয়া

আমরা কাপ জয় থেকে একধাপ দূরে। লরেঞ্জো কলম্বিয়ার দায়িত্ব নেওয়ার পরে আমরা এই প্রথম ওদের বিরুদ্ধে খেলব। ম্যাচটা খুব কঠিন হতে চলেছে।

লিওনেল স্কালোনি
আর্জেন্টিনার কোচ

ম্যাচের ফলাফল দিয়ে নিজেদের সাফল্য বিচার করি না। আমি কলম্বিয়ার হয়ে নিজেকে উজাড় করে দিতে চাই। কারণ, এখানকার মানুষ আমাকে ভালোবাসে।

নেস্টর লরেঞ্জো
কলম্বিয়ার কোচ

তার ওপর চলতি কোপায় তারা হারিয়েছে উরুগুয়ে, ব্রাজিলের মতো দলকে। তাই কাজটা সহজ হবে না আর্জেন্টিনার। অবশ্য কোপার ফাইনাল কিন্তু অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়ার শেষ ম্যাচ হতে চলেছে। তাই লিওনেল মেসিরা চাইছেন, ট্রফি জিতে ডি মারিয়াকে বিদায় জানাতে।

লিওনেল মেসিও কি জাতীয় দলের জার্সিতে শেষ ম্যাচ খেলবেন? মেসি নিজেও জানিয়েছেন, তিনি আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের সায়াহ্নে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তবে অবসরের ইঙ্গিত দিলেও তিনি কবে অবসর নেবেন তা নিয়ে কিছু পরিষ্কার করে বলেননি। এদিকে, ফাইনাল জয়ের ব্যাপারে রীতিমতো আশাবাদী আর্জেন্টাইন কোচ স্কালোনি। তিনি বলেছেন, 'আমরা কাপ জয় থেকে একধাপ দূরে দাঁড়িয়ে আছি। লরেঞ্জো কলম্বিয়ার দায়িত্ব নেওয়ার পরে আমরা এই প্রথম ওদের বিরুদ্ধে খেলব। ম্যাচটা খুব কঠিন হতে চলেছে। তবে আমরা নিজেদের সেরাটা তুলে ধরব।'

তবে আর্জেন্টিনা ও কোপার মাঝে প্রাচীর হয়ে উঠতে পারেন হামেস। ক্লাব ফুটবলে তাঁকে খুঁজে না পাওয়া গেলেও দেশের জার্সিতে তিনি স্বমহিমায়। একটা পর্যায়ে তিনি ফুটবলের মূলস্রোত থেকে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিলেন। সেখান থেকে গ্রিক পুরোনের ফিনিক্স পাখির মতো ফিরে এসেছেন হামেস। জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার পর দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন তিনি। শুধু হামেস নয়, গোটা কলম্বিয়া দলটাই ছন্দে রয়েছে। লরেঞ্জোর 'মিডাস টাচে' সম্মোহিত হয়েছেন ফুটবলপ্রেমীরা। ফাইনালে শিষ্যের মুখোমুখি হওয়ার আগে তিনি বলেছেন, 'ম্যাচের ফলাফল দিয়ে নিজেদের সাফল্য বিচার করি না। আমি কলম্বিয়ার হয়ে নিজেকে উজাড় করে দিতে চাই। কারণ, এখানকার মানুষ আমাকে ভালোবাসে।'

লিও চান ফাইনাল উপভোগ করতে

মায়ামি, ১৩ জুলাই : শার্লটে শেষ বাঁশি বাজার পরই হাঁটু গেড়ে বসে পড়েন কলম্বিয়া অধিনায়ক হামেস রডরিগেজ। উরুগুয়েকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠার আনন্দে ছুটে এসে তাঁকে ঘিরে ধরেন সতীর্থরা। নেস্টর লোরেঞ্জোর এই কলম্বিয়ার প্রাণভোমরা যে তিনিই। চলতি কোপা আমেরিকায় ছয়টি অ্যাসিস্ট। যা কোপার ১০৮ বছরের ইতিহাসে রেকর্ড। নেস্টরের কোচিংয়ে টানা ২৮ ম্যাচ অপরাজিত কলম্বিয়া। ২৩ বছর পর তারা দ্বিতীয়বার কোপা জয়ের দোরগোড়ায়। অথচ কয়েক বছর আগে পরিস্থিতি ছিল

লড়াইয়ে প্রস্তুত হামেসও

সম্পূর্ণ আলাদা। কাতার বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জণে ব্যর্থ কলম্বিয়া দল থেকে বাদ পড়েন হামেস। কিন্তু কোচের দায়িত্ব নিয়েই হাল ফেরান লোরেঞ্জো। তাঁর কথায়, 'দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমেই হামেসের সঙ্গে দেখা করতে যাই কাতারে। ওকে আমার পরিকল্পনা জানাই। তারপর ও সর্বোচ্চ দিয়ে নিজের দায়িত্ব পালন করেছে। তাই ওই দলের অধিনায়ক।' কলম্বিয়ার আর এক তারকা লুইস দিয়াজের কথায়, 'জাতীয় দলে প্রথম দিনেই আমি হামেসকে জানিয়েছিলাম ওই আমার আদর্শ। সবাই জানি ও কোন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। এখন ওর সেরা ফুটবল দেখছি আমরা। এটা ওর প্রাপ্য।'

কলম্বিয়া দলের প্রাণভোমরা যেমন হামেস, আর্জেন্টিনার তেমন লিওনেল মেসি। এই নিয়ে সাতবার আর্জেন্টিনাকে ফাইনালে নিয়ে গিয়েছেন তিনি।

একের পর এক ফাইনালে ফিরতে হয়েছে শূন্য হাতে। ভাগ্যের চাকা ঘুরতে থাকে লিওনেল স্কালোনির কোচিংয়ে। শেষ ৬১ ম্যাচে মাত্র দুইবার হেরেছেন মেসিরা। জিতেছেন ২০২১ কোপা, ২০২২ বিশ্বকাপ, ২০২৩ ফাইনালিসমা। এবার সুযোগ সবচেয়ে বেশিবার (১৬) কোপা জয়ের নজির গড়ার। আর্জেন্টিনার এই দলকে বলা হচ্ছে সর্বকালের সেরা। ফাইনালের আগে মেসির মন্তব্য, 'আগেও এই পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছি, তাই এবার আমরা অনেক বেশি শান্ত। তাড়াহুড়ো না করে প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করছি।' অন্যদিকে, অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া জানিয়েছেন, কোপার পরেই অবসর নেবেন। তাঁর কথায়, 'এমনটা স্বপ্নেও ভাবিনি। ধন্যবাদ নতুন প্রজন্মকে। ওদের জন্যই আমার শেষ ম্যাচ হতে চলেছে কোপার ফাইনাল।'

বিশ্বকাপ জিতে মেসি সর্বকালের সেরাদের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন। এবার হামেসের সামনে সুযোগ আধুনিককালে কলম্বিয়ার সর্বসেরা ফুটবলার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার।

২৩ বছর পর কলম্বিয়াকে কোপা আমেরিকার ফাইনালে তুলে চাপমুক্ত হামেস রডরিগেজ।

প্রায় শূন্য গ্যালারির সামনে হার বাগানের

মরশুমের প্রথম ডার্বিতে মশাল জ্বালালেন বিষ্ণু-জেসিন

ইস্টবেঙ্গল-২ (বিষ্ণু ও জেসিন)
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-১ (সুহেল)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ জুলাই : ডার্বির উত্তেজনা চায়নি মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। নিশ্চিতভাবেই তারা সফল সেই লক্ষ্যে। মাঠের বাইরের নানা বিষয়ে মাথা ঘামিয়েই কিন্তু আসল লক্ষ্য থেকে চ্যুত তারা। এই মরশুমের ডার্বি অভিযান তাদের শুরু হল ইস্টবেঙ্গলের কাছে পরিষ্কার ২-১ গোলে হেরে।

প্রায় পাঁচ বছর পর হল কলকাতা লিগের ডার্বি। শক্তির বিচারে এগিয়ে থাকায় ম্যাচের দখল স্বাভাবিকভাবেই ছিল ইস্টবেঙ্গলের হাতে। প্রথমার্ধে সুযোগ থাকলেও গোল হয়নি। শেষপর্যন্ত এল ৫১ মিনিটে। পরিবর্ত সার্থক গোলুইয়ের ফ্রি-কিক থেকে একাই টেনে নিয়ে গিয়ে বাঁ পায়ের শটে গোল পিভি বিষ্ণুর। এই গোলের মিনিটখানেক আগেই আমন সিকের শট গোললাইন সেভ করেন সৌরভ ভানওয়ালা। এদিন বিষ্ণু অবশ্য একটা গোল করলেও যে সব সুযোগ নষ্ট করলেন তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। প্রথম গোলের পরপরই তাঁর শট জটলায় ধাক্কা খেয়ে ফিরলে, নসিবের ফিরতি শট ভালো ব্লক করেন রাজা বর্মন। তবু বিষ্ণুই ম্যাচের সেরা। শুক্রবার অনুশীলনে নিজেদের মধ্যে ঝামেলা করা দুই ফুটবলারের তালমিলে দ্বিতীয় গোল। ৬৪ মিনিটে আমনের মাইনাস থেকে দ্বিতীয় গোল জেসিন টিকের। বিরতিতে দীপেন্দু বিশ্বাসকে তুলে নেওয়ায় মোহনবাগান ডিফেন্সের হাল আরও খারাপ হয়ে যায়। বিনো জর্জ সেখানে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সার্থককে নামিয়ে বাড়তি শক্তি আমদানি করেন। ৭৭ মিনিটে জোসেফ জাস্টিনের দুটো হলুদে লাল কার্ড হলেও মোহনবাগানের খেলায় উন্নতি হয়নি। শেষ বাঁশি বাজার কয়েক মুহূর্ত আগে লাল-হলুদ ডিফেন্সের অমনোযোগের সুযোগ নিয়ে সুহেল আহমেদ বাটের গোল। পরিবর্ত টাইসন সিংয়ের ক্রসে মাথা ঠেকিয়ে তাঁর করা গোলে খেলার ফলে কোনও বদল হয়নি। এটা ছাড়া সারা ম্যাচে তেমন সুযোগও নেই মোহনবাগানের। তিন ম্যাচে মোহনবাগানের পয়েন্ট ২। এরপরেও ডেগি কার্ডোজোর চাকরি কি থাকবে? মোহনবাগান কি সুপার সিক্সে উঠবে? সব উত্তরের জন্যই অপেক্ষা করতে হবে। ইস্টবেঙ্গল তিন ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে উঠে এল ভবানীপুর এফসি-র পরেই।

মরশুমের প্রথম বড় ম্যাচ নিয়ে আইএফএ-কে যতরকমভাবে সম্ভব ঝামেলায় ফেলার চেষ্টা করেছে মোহনবাগান। দুই তরফে এখন আকচা-আকচি তুঙ্গে। প্রথম ডার্বির আগে নিজেদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা থাকার ফলেই সম্ভবত এবার অসম্ভব নেতিবাচক মানসিকতা দেখা গেছে সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্টের। ম্যানেজার্স মিটিংয়ে না আসা থেকে প্রি-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলন, সবকিছু থেকেই তারা দূরে। ফলে ম্যাচটা মোহনবাগান খেলবে কিনা এই দ্বিধা থেকেই টিকিট বিক্রি সেভাবে হলই না। মরশুমের প্রথম ডার্বিতে খুব বেশি হলে মেরেকেটে হাজার পনেরো দর্শক ছিলেন। সাম্প্রতিক অতীতে এত কম দর্শক কোনও ডার্বিতে হয়েছে বলে মনে করা যাচ্ছে না।

ইস্টবেঙ্গলের পিভি বিষ্ণুর গোলের পর উল্লাস আমন সিকে (৬২) ও নসিবের (৬৪)।

নেপালের বড় কীর্তি জানতেন না ছেলে

১০০ বছর আগে প্রথম ডার্বিতে গোল করেছিলেন নেপাল চক্রবর্তী।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জুলাই : বাবা কলকাতা লিগের ডার্বির ইতিহাসে প্রথম গোলদাতা। অথচ একটা সময় সেই খবর জানতেন না ছেলে দীপক চক্রবর্তী। পরে সংবাদমাধ্যম থেকে সেই কথা জানতে পারেন তিনি। কলকাতা লিগের ডার্বির শতবর্ষে স্মৃতিমেদুর প্রথম গোলস্কোরার নেপাল চক্রবর্তীর পুত্র। শনিবার কলকাতা ডার্বিতে আইএফএ-এর আমন্ত্রণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দীপকবাবু। সেখানেই তিনি বলেছেন, 'আমার বাবা কোনও দিন আমাকে জানাননি তিনি কলকাতা ডার্বির প্রথম গোলস্কোরার। পরে আমি সংবাদমাধ্যম থেকে জানতে পারি আমার বাবার এই কৃতিত্বের কথা।' বর্তমানের ভারতীয় ফুটবলে বাঙালি ফুটবলার সেভাবে উঠে আসছে না বলেই মনে করেন দীপক। তিনি বলেছেন, 'আগে ভারতীয় ফুটবলে বাঙালিদের দাপট ছিল। কী সুন্দর শৈল্পিক ফুটবল খেলত। বিশেষ করে কৃশানু দে-র খেলা এখনও চোখে ভাসে। কিন্তু এখন আর সেই মানের ফুটবলার দেখতে পাই না।'

তিনি আরও যোগ করেছেন, 'এখন কলকাতায় বাঙালি ফুটবলারদের তুলনায় ভিনরাজ্যের ফুটবলার ও বিদেশিদের দাপট দেখা যায়। তাই আমি আর সেভাবে কলকাতা ফুটবল দেখার আগ্রহ পাই না।'

আমার বাবা কোনও দিন আমাকে জানাননি তিনি কলকাতা ডার্বির প্রথম গোলস্কোরার। পরে আমি সংবাদমাধ্যম থেকে জানতে পারি আমার বাবার এই কৃতিত্বের কথা।

দীপক চক্রবর্তী
নেপাল চক্রবর্তীর ছেলে

শনিবারের ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলকে সমর্থন করছেন বলেই জানিয়েছেন দীপক।

তবে প্রায় ফাঁকা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে হয়ে গেল কলকাতা লিগের ডার্বি। মেরেকেটে হাজার পনেরো দর্শক হয়েছিল। ইস্টবেঙ্গল গ্যালারিতে তাও দর্শক হলেও মোহনবাগান গ্যালারি ছিল তুলনায় ফাঁকা। আসলে ইউরো কাপ-কোপা আমেরিকার বাজারে প্রচারের আলোয় থেকে অনেক দূরে বাঙালির আবেগের মহারণ। তার ওপর দুই দলই কলকাতা লিগে তাদের রিজার্ভ দলকে খেলাচ্ছে। তাই দীর্ঘ পাঁচবছর পরে অনুষ্ঠিত হওয়া কলকাতা লিগের ডার্বি ছিল একেবারেই উত্তাপহীন।

ডার্বিতে গোল পরিবারকে উৎসর্গ বিষ্ণুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জুলাই : ডার্বি সবসময়ই নতুন তারকার জন্ম দেয়। এবারের কলকাতা লিগের ডার্বিতেও তার অন্যথা হল না। গোল করেন লাল-হলুদের নতুন মসিহা পিভি বিষ্ণু। গতবছর কলকাতা লিগে নজর কেড়েছিলেন তিনি। শুধু গোল করা নয়, অনেকটা নীচে নেমে খেলা তৈরি করতেও পারেন এই কেরালাইট স্ট্রাইকার। গত কলকাতা লিগে দুরন্ত পারফরমেন্সের সুবাদে আইএসএলেও খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। এদিন কলকাতা

বিবাদ ভুলে বন্ধুত্ব জেসিন-আমনদের

লিগের ডার্বিতেও দুরন্ত গোল করে তিনি বুঝিয়ে দিলেন লাল-হলুদের তারকা হতেই এসেছেন তিনি। ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, 'আজ আমি খুব খুশি। এই গোলটা আমি পরিবারকে উৎসর্গ করছি।' ডার্বিতে গোল করেও পা মাটিতেই রয়েছে বিষ্ণুর। তিনি পরিষ্কার বলেছেন, 'পরের ম্যাচের দিকে ফোকাস করছি। কারণ কলকাতা লিগ বেশ দীর্ঘ।'

শুক্রবার ডার্বির আগে দুই কেরালাইট ফুটবলার আমন সিকে-জেসিন টিকের হাতাহাতিতে উত্তাল হয়েছিল লাল-হলুদ শিবির। এদিন ম্যাচে দেখা গেল সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতি। আমনের পাস থেকেই গোল করলেন জেসিন। এই নিয়ে ম্যাচের পর দুজনই বলেছেন, 'ওই ঘটনা ভুলে গিয়েছি। আপাতত ম্যাচ জিতে আমরা খুব খুশি।'

শাহরুখের দলের মেন্টর ঝুলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জুলাই : ঝুলন গোস্বামীর মুকুটে নয়া পালক যোগ হল আজ। নতুন দায়িত্ব পেলেন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের কিংবদন্তি তারকা। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে শাহরুখ খানের দল ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স দলের মেন্টর হলেন বাংলার ঝুলন। দিন কয়েক পরই ওয়েস্ট ইন্ডিজে শুরু হতে চলেছে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। সেখানেই শাহরুখের মহিলাদের ক্রিকেট দলের মেন্টরের দায়িত্ব পেয়ে আবেগে ভাসছেন ঝুলন। আজ সন্ধ্যার দিকে মুম্বইয়ে আম্বানি পরিবারের বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে কলকাতা ফিরে ঝুলন বলেছেন, 'এত বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের দায়িত্ব পেয়ে আমি গর্বিত। দুনিয়ার নানা প্রান্তে কেকেআর ক্রিকেটের উন্নতিতে প্রচুর কাজ করছে। তার মধ্যে আমি নিজে যুক্ত হতে পেরেছি বলে ভালো লাগছে।' ঝুলন এখনও জানেন না ঠিক কবে তাঁকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পৌঁছে কাজ শুরু করতে হবে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই ছবিটা স্পষ্ট হয়ে যাবে বলে মনে করছেন চাকদা এক্সপ্রেস। ঝুলনের কথায়, 'কলকাতা নাইট রাইডার্সের সিইও ভেঙ্কি মাইসোরের সঙ্গে শেষ আইপিএলের মাঝেই এই দায়িত্বের ব্যাপারে কথা হয়েছিল আমার। তার মধ্যেই বাজিগরের সঙ্গে দেখা করি। যে অভিজ্ঞতা আমার চিরকালীন হতে চলেছে।'

আমি পৃথিবীর সবচেয়ে খুশি মানুষ : বিনো

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৩ জুলাই : শেষ কবে ইস্টবেঙ্গল এতটা দাপট নিয়ে ডার্বি জিতেছে ফুটবলপ্রেমীরা মনে করতে পারছেন না। বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধে রীতিমতো দাপিয়ে গেল তারা। ডার্বি জয়ের পরে স্বভাবতই খুশি লাল-হলুদ খেলোয়াড়রা। সেই আনন্দের রেশ ধরে ম্যাচের পর ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো বলেছেন, 'মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ সবসময় একটা যুদ্ধের মতো। যত গোলেই জিতি না কেন, জয়টাই সবসময় আসল। আমি এখন পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ।' পাশাপাশি তিনি আরও বলেছেন, 'কোচ হিসেবে এটা আমার প্রথম ডার্বি নয়। এর আগে ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট লিগ, জুনিয়ার লিগের ডার্বিও খেলেছি। সব মিলিয়ে মোট ৬টা ডার্বি খেলেছি, যার মধ্যে হার মাত্র একটাতে।'

দলের গোল সংখ্যা আরও বাড়তে পারত বলে মনে করেন বিনো। তিনি বলেছেন, 'আরও গোল হতে পারত। আমরা অনেক সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু কাজে লাগাতে পারিনি। তাছাড়া দলের অনেক খেলোয়াড় আজই প্রথমবার ডার্বি খেলেছে।' কলকাতা লিগকে সবসময় কঠিন প্রতিযোগিতা বলে মনে করেন লাল-হলুদ কোচ। সেইসঙ্গে তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন ডেভিড লালহালাসাঙ্গার পারফরমেন্সে আমি খুশি। তিনি বলেন, 'ডেভিড দলের সঙ্গে মাত্র পাঁচদিন প্র্যাকটিস করেছে। ওর পারফরমেন্সে আমি খুশি।' লাল-হলুদ শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার ম্যাচের পর রেফারিং নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও বিনো রেফারিং নিয়ে কোনও অভিযোগ করেননি।

একদিকে বিনো নিজেকে সুখী মানুষ বলে দাবি করছেন, তখন অন্যদিকে দলের পরাজয়ে হতাশ মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ ডেগি কার্ডোজা। তিনি দীপেন্দু বিশ্বাসকে তুলে নেওয়াটাকেই ম্যাচের

দীপেন্দুর উঠে যাওয়াটা টার্নিং পয়েন্ট : কার্ডোজা

টার্নিং পয়েন্ট বলে মনে করছেন। কার্ডোজা বলেছেন, 'দীপেন্দু এখনও ফিট নয়। এদিন প্রথমার্ধে ফের চোট লাগে। তাই ওকে তুলে নিতে বাধ্য হয়। দীপেন্দু উঠে যাওয়ার পর দলের রক্ষণ অগোছাল হয়ে যায়।' তিনি আরও বলেছেন, 'আমরা বল পজেশন ধরে রাখতে পারিনি। তার ওপর ওরা দুই প্রান্ত দিয়ে ক্রমাগত আক্রমণ শানিয়েছে।'

দীর্ঘদিন পর ডার্বি দেখতে গ্যালারি ভরল না যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের।-ডি মণ্ডল

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **নিশান্ত** ঃ (মেডিকেল মোড়)- শীতে ঠান্ডা, গ্রীষ্মে গরম, বর্ষায় পানি, জন্মদিনে ''কেক কাটা'' সবাই জানি। শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদে সকলের সঙ্গে মা-বাবা (রমা-কৃষ্ণপদ সিনহা)

'জয় হো' মেজাজে সিরিজ ভারতের

জিম্বাবোয়ে-১৫২/৭ ভারত-১৫৬/০

হারারে, ১৩ জুলাই : জিম্বাবোয়ের মাটিতেও 'জয় হো'।

বিশ্বকাপ জয়ী দলের অংশ হলেও খেলার সুযোগ মেলেনি। আক্ষেপ মেটাচ্ছেন জিম্বাবোয়ের বোলারদের ওপর। গত ম্যাচে দীর্ঘদিন পর মাঠে নেমে ছোট্ট ইনিংসে সলতে পাকিয়ে রেখেছিলেন যশস্বী জয়সওয়াল। আজ হারারে স্পোর্টস গ্রাউন্ডের বাইশ গজে একেবারে যশস্বী-বিস্ফোরণ।

তরুণ বাঁহাতি ওপেনারের যে ঝড়ের সামনে খড়কুটোর মতো উড়ে যায় সিকান্দার রাজার বোলিং ব্রিগেড। কম পড়ে যায় জিম্বাবোয়ের ১৫২/৭ স্কোর। টসে জিতে ব্যাটিং নিয়ে উত্তেজক ম্যাচের সম্ভাবনা তৈরি করেছিল আয়োজকরা। যদিও যশস্বীর ৫৩ বলে অপরাজিত ৯৩ রানের দুরন্ত ব্যাটিংয়ে একপেশে জয়ের স্ক্রিপ্ট।

অধিনায়ক ও ওপেনিং পার্টনার শুভমান গিলকে উলটো দিকে দাঁড় করিয়ে প্রথম থেকেই বিগহিটের ফুলঝুরি। শেষদিকে যশস্বীর পার্টিতে শুভমান যোগ দেওয়ার পর রীতিমতো অসহায় বোলাররা। নিটফল, কোনও উইকেট না হারিয়েই ১৫.২ ওভারেই অনায়াসে জিম্বাবোয়ে-বধ।

১৫৬ রানের অবিচ্ছিন্ন ওপেনিং জুটিতে যশস্বী-শুভমান ফিরলেন নয়া দৌড়ের প্রত্যাশা বাড়িয়ে। ১৬তম ওভারের প্রথম বলে ১ রান নিয়ে সতীর্থকে উইনিং শটের জন্য এগিয়ে দেন শুভমান। বাউন্ডারি শটে নায়কোচিত ভঙ্গিতে ম্যাচে ইতি টানেন যশস্বী। বিশাল যে জয়ের সুবাদে ৩-১ ব্যবধানে সিরিজেও কবজা ভারতের। আগামীকাল পঞ্চম তথা শেষ ম্যাচ আপাতত নিয়মরক্ষার, জয়ের অভ্যাস বজায় রাখার।

> **জিম্বাবোয়ে** বনাম **ভারত**
> **আজ পঞ্চম টি২০**
> **সময়** : বিকেল ৪.৩০ মিনিট
> **স্থান** : হারারে
> **সম্প্রচার** : সোনি টেন নেটওয়ার্ক

প্রথম তিন ম্যাচে জিম্বাবোয়ের বোলাররা মোটামুটি ছাপ রেখেছে। বিশেষত সিকান্দার রাজা ও ব্লেসিং মুজারাবানি। আজ কিন্তু 'ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক'। সৌজন্যে যশস্বী। দুর্ভাগ্য অপরাজিত থেকেও ৭ রানের জন্য শতরান হাতছাড়া। ইনিংসের প্রথম ওভারে ১৪ রান নিয়ে ইঙ্গিত দিয়ে রাখেন। বাকি ইনিংসে আর ব্রেক লাগাননি। পাওয়ার প্লে-র ৬ ওভারে ৬১। ১০-এ ১০৬/০। শেষপর্যন্ত ২৮ বল হাতে রেখে দশ উইকেটে জিম্বাবোয়ে-বধ। যশস্বীর ব্যাট থেকে আসে ১৩টি বাউন্ডারি ও ২টি ছক্কা। টি২০ সুলভ স্লগ হিটের সঙ্গে ক্রিকেটীয় শটের মিশেল। যার উত্তর ছিল না বোলারদের কাছে। সঙ্গে যশস্বীর প্রাপ্তি জিম্বাবোয়ে কিংবদন্তি ক্রিকেটার অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারের প্রশংসাও। শুভমানের ব্যাটেও প্রতিভার প্রতিফলন। ৩৯ বলে ৫৯। এগিয়ে এসে যেমন বলকে গ্যালারিতে ফেললেন, তেমনই ব্যাকফুটে দুর্দান্ত সব অফড্রাইভে মন ভরালেন ক্রিকেট অনুরাগীদের।

গতম্যাচে খারাপ ফিল্ডিং, একাধিক ক্যাচ মিসে নিজেদের বেকায়দায় ফেলেছিল জিম্বাবোয়ে। শুভমান-যশস্বী অবশ্য আজ কোনও সুযোগই দেননি। নিখুঁত ব্যাটিং, আগ্রাসী মেজাজের ককটেল। চোখে আঙুল দিয়ে জিম্বাবোয়েকে তাদের অবস্থান দেখিয়ে দিলেন। ওপেনিং জুটি নিয়ে আশ্বস্ত করলেন নতুন হেডকোচ গৌতম গম্ভীরকেও।

এর আগে টসে জিতে ব্যাটিং নিয়ে শুরুটা ভালোই করে জিম্বাবোয়ে। টপ অর্ডারের ব্যর্থতা ঝেড়ে ওপেনিং জুটিতে ৬৩ রান যোগ করেন ওয়েসলি মাধেভেরে (২৫) ও তাদিওয়ানাসে মারুমানি (৩২)। নতুন বলে খলিল আহমেদ, তুষার দেশপান্ডেদের লুজবলের সুযোগ নিচ্ছিলেন দুইজনই। জুটি ভাঙেন অভিষেক শর্মা। আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের প্রথম শিকারে ফেরান মারুমানিকে। মাঝে সিকান্দার রাজা (২৮ বলে ৪৬) দাপট দেখালে, উলটো দিকে নিয়মিত উইকেট পড়ার ফলে, ভালো শুরুর পুরো ফায়দা তুলতে পারেনি জিম্বাবোয়ে।

ভারতীয় স্পিন-পেসের যুগলবন্দির সামনে টেনেটুনে দেড়শো পার। শিবম দুবে, রুতুরাজ গায়কোয়াড়রা ক্যাচ মিস করলেও, তার খেসারত চুকোতে হয়নি সমবেত বোলিং প্রয়াসে। খলিল আহমেদ দুইটি উইকেট নেন। ব্যাটিংয়ের সুযোগ না পেলেও এদিন ফের ফিল্ডিংয়ে নজর কাড়েন রিঙ্কু সিং। ভারতীয় দলে আজ অভিষেক ঘটে তুষার দেশপান্ডের। মহেন্দ্র সিং ধোনির অন্যতম 'শিষ্য' তুষারের মুখেও চেন্নাই সুপার কিংস, মাহির কথা। জানিয়েছেন, হলুদ জার্সিতে খেলার সুযোগ তাকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে।

১০ উইকেটে জয়ের পর যশস্বী জয়সওয়াল ও শুভমান গিল। হারারেতে।

উইম্বলডনের নয়া রানি ক্রেজিকোভা

লন্ডন, ১৩ জুলাই : উভয়ের কাছেই সুযোগ ছিল চ্যাম্পিয়ন হয়ে এসডব্লিউ ১৯-এর বিখ্যাত বিলবোর্ডে নাম তোলার। দুই 'নবাগত'-এর লড়াইয়ে বাজি মারলেন বারবোরা ক্রেজিকোভা। শনিবার মহিলাদের সিঙ্গলসে ইতালির জেসমিন পাওলিনিকে হারিয়ে উইম্বলডনের নতুন রানি হয়ে গেলেন তিনি। সেন্টার কোর্টে ১ ঘণ্টা ৫৬ মিনিটের লড়াই শেষে চেক প্রজাতন্ত্রের ক্রেজিকোভার পক্ষে স্কোরলাইন ৬-২, ২-৬, ৬-৪।

শুধু উইম্বলডন নয়, কেরিয়ারে প্রথমবার গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে উঠেছিলেন ক্রেজিকোভা। সেমিফাইনালে বিশ্বের চার নম্বর এলিনা রাইবাকিনাকে হারিয়ে খেতাবি লড়াইয়ের টিকিট নিশ্চিত করেছিলেন তিনি। সেই আত্মবিশ্বাস এদিন প্রথম সেটে ২৮ বছরের ক্রেজিকোভার খেলায় ধরা পড়ল। পাওলিনির সার্ভিস ব্রেক করে সেট ৬-২ গেমে জিতে এগিয়ে যান ক্রেজিকোভা। চলতি বছরের ফরাসি ওপেনের ফাইনালে উঠেছিলেন পাওলিনি। সেদিন বিশ্বের পয়লা নম্বর ইগা সোয়াতেকের কাছে হারলেও পাওলিনির খেলা প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এদিন দ্বিতীয় সেট জিতে ম্যাচ জমিয়ে দেন পাওলিনি। তৃতীয় সেটে ম্যাচ হাড্ডাহাড্ডি চলছিল। কিন্তু শেষদিকে নার্ভ ধরে রেখে ম্যাচ বার করে নেন ক্রেজিকোভা।

এদিকে, রবিবার রজার ফেডেরারকে ছোঁয়ার হাতছানি নোভাক জকোভিচের। আগামীকাল চ্যাম্পিয়ন হলে সর্বাধিক আটবার উইম্বলডন জিতে ফেডেরারের পাশে বসে পড়বেন নোভাক। কিন্তু তাঁর সামনে রয়েছে স্পেনের কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার চ্যালেঞ্জ। যাঁর কাছে গতবার উইম্বলডনের ফাইনালে হারতে হয়েছিল জোকারকে। যার জন্য এবার ফাইনালের আগে সার্বিয়ান তারকা বলেছেন, 'আলকারাজ অতীতে আমাকে পাঁচ সেটের লড়াইয়ে হারিয়েছিল। এবারের ফাইনালেও তারচেয়ে কম কিছু আশা করছি না। কার্লোস পরিপূর্ণ খেলোয়াড়। ওকে হারাতে হলে আমাকে সেরাটা দিতে হবে।'

ট্রফি জয়ের পর ক্রেজিকোভা।

শ্রীলঙ্কা সিরিজের সূচিতে বদল

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই : বদলে গেল টিম ইন্ডিয়ার আসন্ন শ্রীলঙ্কা সিরিজের সূচি। দিন দুয়েক আগেই ঘোষণা হয়েছিল এই সিরিজের সূচি। জানা গিয়েছিল, ২৬ জুলাই থেকে তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজ শুরু হবে। বদলে যাওয়া সূচি আজ সন্ধ্যার দিকে এক্স হ্যান্ডলে (অতীতের টুইটার) ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। পরিবর্তিত সূচিতে ভারত বনাম শ্রীলঙ্কার সিরিজ শুরু হচ্ছে ২৭ জুলাই। পাল্লেকেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সেদিন তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচে পরস্পরের মুখোমুখি হবে ভারত ও শ্রীলঙ্কা। পাল্লেকেলে স্টেডিয়ামে সিরিজের বাকি দুই টি২০ ম্যাচ হবে ২৮ ও ৩০ জুলাই।

টি২০ সিরিজের পরই রয়েছে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ। এই সিরিজেরও দিন বদল হয়েছে। পরিবর্তিত সূচিতে কলম্বোর আর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে ২, ৪ ও ৭ অগাস্ট হবে ভারত বনাম শ্রীলঙ্কার তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ। আসন্ন এই সিরিজেই কোচ গৌতম গম্ভীরের আন্তর্জাতিক অভিষেক হতে চলেছে। ফলে আচমকাই টিম ইন্ডিয়ার মিশন শ্রীলঙ্কার গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছে। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের মতো টিম ইন্ডিয়ার তারকারা শ্রীলঙ্কা সফরে যাচ্ছেন না বলেই খবর। এমন অবস্থায় টি২০-তে হার্দিক পান্ডিয়া ও একদিনের সিরিজে লোকেশ রাহুল ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।

পন্টিংকে সরাল দিল্লি

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই : সাত বছরের সম্পর্ক শেষ। রিকি পন্টিংকে কোচের পদ থেকে সরাল দিল্লি ক্যাপিটালস। এর ফলে আগামী বছর দলের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কোচ হওয়া প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেল। ২০১৮ সালের দিল্লি কোচ হয়েছিলেন পন্টিং। কিন্তু তাঁর কোচিংয়ে রাজধানীর ফ্র্যাঞ্চাইজি কখনই আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। সেরা সাফল্য ২০২০ সালের ফাইনালে ওঠা। কিন্তু গত তিন বছর প্লে-অফের ছাড়পত্র পায়নি দিল্লি। যার জেরেই পন্টিংকে সরানোর সিদ্ধান্ত বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা।

স্বপ্নপূরণের ম্যাচে মাহি-স্মরণ তুষারের

শুভমানের সঙ্গে ব্যাটিং উপভোগ করি : যশস্বী

হারারে, ১৩ জুলাই : জুটিতে লুটি। দক্ষতা আর প্রতিভার বিচ্ছুরণে রেকর্ড গড়ার ম্যাচে জিম্বাবোয়ে বোলারদের নিয়ে ছেলেখেলা যশস্বী জয়সওয়াল-শুভমান গিলের। ১৫৩ রানের লক্ষ্যে কোনও উইকেট না হারিয়েই জয়। ভারতের টি২০ ইতিহাসে প্রথমবার।

নজির গড়ার মূল কারিগর যশস্বীর গলাতে খুশির ঝলক। দলকে জিতিয়ে উঠে বলে দিলেন, 'আজকের ইনিংস দারুণ উপভোগ করেছি। দারুণ উইকেট। প্রথম থেকেই পছন্দের শট খেলার চেষ্টা করেছি। নতুন অবস্থায় বল ভালোভাবে ব্যাটে আসছিল। পুরোনো বলে কিছুটা মন্থর। সেই মতো নিজের ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজি বদলেছি।'

শুভমানের সঙ্গে জুটিতে দ্বিতীয় দেড়শো প্লাস স্কোর। ২০২৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে রান তাড়ায় ১৬৫ করেছিলেন শুভমান-যশস্বী। আজ অবিচ্ছিন্ন ১৫৬। যশস্বীর কথায়, শুভমানের সঙ্গে পার্টনারশিপ সবসময় উপভোগ করেন। প্রথমে ঠিক করেছিলেন বিগহিটে বোলারদের মাথায় চেপে বসবেন। সেটাই করেছেন। পরে শেষপর্যন্ত টিকে থাকার লক্ষ্যে স্ট্রাইক রোটেটে মন দেন। স্ট্র্যাটেজির সফল বাস্তবায়নে জিম্বাবোয়েকে উড়িয়ে দিয়ে সিরিজ জয়। শুভমান বলেছেন, 'প্রথম ম্যাচে রান তাড়া করতে ব্যর্থ হয়েছিলাম আমরা। ভালো লাগছে আজ ভালোভাবে লক্ষ্যে পৌঁছোতে পেরে। তবে আমাদের কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। দুর্দান্ত দল। দুর্দান্ত একঝাঁক ক্রিকেটার। আশাবাদী, আমরা দলটাকে আরও সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব।'

জাতীয় দলের ক্যাপ মাথায় নিয়ে স্বপ্নপূরণের খুশিতে ভাসলেন তুষার দেশপান্ডেও। বলেছেন, 'ছেলেবেলার দিনগুলিতে ফিরে যাচ্ছিলাম বারবার। যখন স্বপ্ন দেখতাম দেশের হয়ে খেলার। গত তিন ম্যাচে দলকে সমর্থন করেছি। দারুণ উপভোগ করেছি যা। আজ খেলার সুযোগ। অসাধারণ পরিবেশ। চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে আইপিএলের খেলা আমাকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে।'

রানতাড়ায় সর্বোচ্চ ভারতীয় জুটি

১৬৫	যশস্বী জয়সওয়াল-শুভমান গিল	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	২০২৩
১৫৬*	যশস্বী জয়সওয়াল-শুভমান গিল	জিম্বাবোয়ে	২০২৪
১৩০	শিখর ধাওয়ান-ঋষভ পন্থ	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	২০১৮

সর্বোচ্চ ওপেনিং জুটি (ভারতের)

১৬৫	রোহিত শর্মা-লোকেশ রাহুল	শ্রীলঙ্কা	২০১৭
১৬৫	যশস্বী জয়সওয়াল-শুভমান গিল	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	২০২৩
১৬০	রোহিত শর্মা-শিখর ধাওয়ান	আয়ারল্যান্ড	২০১৮

অংশুমানের জন্য পেনশন দিতেও প্রস্তুত কপিল

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই : সন্দীপ পাতিলের পর কপিল দেব নিখাঞ্জ।

অসুস্থ অংশুমান গায়কোয়াড়ের চিকিৎসার জন্য সাহায্যে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে আবেদন জানালেন বিশ্বজয়ী অধিনায়ক। জানালেন, প্রয়োজনে বোর্ডের দেওয়া পেনশনের অর্থ চিকিৎসার জন্য দিতে প্রস্তুত।

বর্তমানে অংশুমান দুরারোগ্য ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত। চিকিৎসায় বোর্ডের সহযোগিতা চেয়ে সন্দীপ প্রথম বিষয়টি সামনে আনেন। কপিল জানিয়েছেন, মহিন্দার অমরনাথ, সুনীল গাভাসকার, সন্দীপ, দিলীপ বেঙ্গসরকার, মদন লাল, রবি শাস্ত্রী, কীর্তি আজাদরা অর্থ সংগ্রহের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন। বোর্ডেরও উচিত এগিয়ে এসে প্রাক্তন খেলোয়াড় ও কোচ গায়কোয়াড়ের পাশে দাঁড়ানো।

ভারতের প্রথম বিশ্বজয়ী অধিনায়ক বলেছেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। হতাশাজনক। অংশুর সঙ্গে দীর্ঘদিন খেলেছি। যন্ত্রণাটা তাই আরও বেশি। এই অবস্থায় ওকে দেখা যন্ত্রণার। কাউকে আমরা সাহায্যের জন্য বাধ্য করতে পারি না। অংশুর জন্য আন্তরিকভাবে সবাই এগিয়ে আসুক। আশাবাদী বোর্ডও ওর পাশে দাঁড়াবে।' কপিলের আরও মন্তব্য, 'দুর্ভাগ্যজনক। দেখে ভালো লাগছে, বর্তমান প্রজন্মের ক্রিকেটাররা ভালো অর্থ পাচ্ছে। সাপোর্ট স্টাফরাও ভালো বেতন পাচ্ছে। আমাদের সময় বোর্ডের অর্থ ছিল না। এখন আছে। বোর্ডের উচিত প্রাক্তনদের প্রতিও যত্নবান হওয়া। ট্রাস্ট গঠন করা যেতে পারে। প্রাক্তনদের জন্য প্রয়োজনমাফিক অর্থ সাহায্য করা যাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, আমাদের এখানে সেরকম কোনও সিস্টেম নেই। বিসিসিআই এটা করতে পারে। আমরাও প্রস্তুত সেখানে নিজেদের পেনশন দান করতে।'

নিউ ইয়র্কে বিশ্বকাপ করে ধাক্কা আইসিসি-র

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই : মার্কিন মুলুকে কুড়ির বিশ্বকাপ আয়োজন করে রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে আইসিসি-র। সূত্রের খবর, অন্তত ২০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়েছে আইসিসির-র। সৌজন্যে নিউ ইয়র্কের নাসাউ ক্রিকেট স্টেডিয়াম। যেখানে ম্যাচ আয়োজন করতে গিয়ে প্রত্যাশার অনেক বেড়ে গিয়েছিল বাজেট। নাসাউ ক্রিকেট মাঠের ড্রপ ইন পিচ ক্রিকেটের কতটা উপযুক্ত ছিল, সেই প্রশ্ন এখনও আইসিসি-কে তাড়া করছে। সঙ্গে রয়েছে আরও প্রশ্ন। আমেরিকার যে সব শহরে ক্রিকেটের পরিকাঠামো নিউ ইয়র্কের চেয়ে ভালো, সেইসব শহরে কেন বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজন করা হল না। এমন বাউন্সারের সামনে পড়ে দিশেহারা অবস্থা ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার। পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে গিয়েছে যে, ১৯ জুলাই থেকে কলম্বোয় শুরু হতে চলা আইসিসি বোর্ড মিটিংয়ের আগে আজ দুই শীর্ষ কর্তা পদত্যাগ করেছেন। জানা গিয়েছে, আইসিসি-র ইভেন্ট হেড ক্রিস টেটলি ও মার্কেটিং বিভাগের প্রধান ক্লেয়ার ফারলং বিশ্বকাপের ব্যর্থতার দায় নিয়েই পদত্যাগ করেছেন। কারণ, তাঁরা পদত্যাগ না করলে আইসিসি-র বোর্ড মিটিংয়ে এই ব্যাপারে তাঁদের জবাবদিহি করতে হত। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আইসিসি-র এক প্রতিনিধির কথায়, 'মার্কিন মুলুকে, বিশেষ করে নিউ ইয়র্কে ভারত বনাম পাকিস্তান সহ আরও কিছু বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজন করার সিদ্ধান্ত ছিল চরম ভুল। এই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েই সামনে তাকাতে হবে আমাদের।'